সাবেক স্বামী ইমরানের অধিকার রক্ষায় যুক্তরাজ্যের হস্তক্ষেপ চান জেমিমা

পৃষ্ঠা ২৭

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

Thursday, 27 August 2026, 10th Year, Issue 493, 40 Pages

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব কে?

পৃষ্ঠা ২৮

বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট ২০২৬, ১২ ভাদ্র ১৪৩৩, ১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৮, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৩, পৃষ্ঠা ৪০

বিশেষ প্রতিবেদন

৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণ

মার্কিন নাগরিকের জীবনযাত্রায় কতটা চাপ?

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ গত ১৮ আগস্ট প্রথমবারের মতো ৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। বিশাল এই অঙ্কটি সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো দূরের কোনো অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান মনে হতে পারে। কিন্তু নতুন এক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বলছে, সরকারের ঋণ বাড়ার প্রভাব সরাসরি পড়তে পারে শিক্ষাঋণ, বাড়ির বন্ধকী ঋণ, ছোট ব্যবসার ঋণ এবং অবসরকালীন সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধায়।

দ্য কনফারেন্স বোর্ডের জননীতি বিষয়ক সংস্থা সিইও সেন্টারের নতুন মডেলিংয়ে দেখানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলে আগামী এক দশকে সাধারণ আমেরিকানদের ঋণের খরচ তুলনামূলকভাবে কম থাকতে পারে। বিপরীতে ঘাটতি আরও বেড়ে গেলে কিংবা বড় ধরনের আর্থিক সংকট তৈরি হলে একটি পরিবারের অতিরিক্ত ব্যয় কয়েক হাজার থেকে লাখ ডলারে পৌঁছাতে পারে।

ঋণের বোঝা কীভাবে সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে?

৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের জাতীয় ঋণকে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সব নয়, শুধু অভিবাসী ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত

ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর এ কঠোর অভিযানের লক্ষ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা।

■ ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসন বৈধ অভিবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটির ক্ষমতায় আসার পর কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র গত মঙ্গলবার বলেছেন, বিশ্বজুড়ে সব মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভিসাসেবা–সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হবে।

বাংলাদেশসহ ৭৫ দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা স্থগিতের নীতি বাতিল করলেন মার্কিন আদালত

ট্রাম্প আগ্রাসীভাবে অভিবাসীদের বহিষ্কার ও অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আওতায় ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরায়েলের গাজায় হামলার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার মতো নানা কারণে মার্কিন ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করা হচ্ছে। আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে।

মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে যেসব অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীর সাক্ষাৎকারের সূচি নির্ধারিত ছিল, তাঁদের ই-মেইলে জানানো হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর এ কঠোর অভিযানের লক্ষ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনকে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে কিছু আইনি বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক প্রশাসনের এমন একটি নীতি বাতিল করেছেন, যার অধীন বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের আবেদনকারীদের অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হয়েছিল। বিচারক বলেন, ওই নীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁর আইনি ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রশিক্ষণটির বিস্তারিত বা এর সময়সূচি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানায়নি। তবে বলেছে, এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো কনস্যুলার কর্মকর্তাদের এমন আবেদনকারীদের শনাক্ত করতে সহায়তা করা, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি জনকল্যাণমূলক সুযোগ–সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি ভিসাপ্রার্থীদের মূল্যায়ন যেন সামগ্রিকভাবে ও ধারাবাহিকভাবে করা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

তুষারধসের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধ্বসের পর নেপাল ও তিব্বত সীমান্ত

নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ধ্বসে নিহত ৩৯০

নিখোঁজ সহস্রাধিক

হিমবাহ ধসের পর চীন ও নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত লেন্দে নদীতে কাদা ও ধ্বংসস্তূপ তীব্র গতিতে ছুটলে এই বিপর্যয়ের শুরু হয়।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভয়াবহ বন্যার সঙ্গে ভূমিধ্বসে নেপাল-চীন সীমান্তের বহু গ্রাম তলিয়ে গেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংস হওয়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। নিখোঁজদের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বুধবার চীন ও নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পর হাজারের অধিক মানুষ নিখোঁজ রয়েছে বলে বলা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৮০০ জন বিদেশি। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৮০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বন্যার তীব্র স্রোত ভোতেকোশি ও ত্রিশূলী নদীর আশপাশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে আঘাত হানে। এতে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ভেসে গেছে। উদ্ধার অভিযান চলার সময় ওপর থেকে ধারণ করা ভিডিওতে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646 -444 -2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?
আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি
সরকারী অনুদানে $ 8000-$10000 ডলার
GREE MECHANICAL YONKERS
বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue,Yonkers, New York 10710

INJURED? আপনি কি আহত হয়েছেন ?
WE SPECIALIZE IN
আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ
CAR ACCIDENTS
WORK RELATED ACCIDENTS
SLIP/TRIP & FALLS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
গাড়ি দুর্ঘটনা
কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া
নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা
"HAVE YOU BEEN IN AN Uber-Lyft CAR ACCIDENTS OR WAS A PASSENGER IN ONE"
আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে। আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি।

Abu Ahmed, Esq.
Usman Ahmed, Esq.
AHMED LAW FIRM Call Now: (718) 848-9595
104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419
www.ahmedattorneys.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

ABRAMS
LAW GROUP
24/7
SERIOUS ACCIDENT AND INJURY ATTORNEYS
CALL NOW
718.997.9797
আমরা বাংলা কথা বলি
CAR ACCIDENTS
CONSTRUCTION ACCIDENTS
TRUCK ACCIDENTS
Millions of Dollars
RECOVERED FOR OUR CLIENTS

Melanie Abrams
NY Injury Attorney
Office Locations:
Forest Hills   Valley Stream
INJURED
আপনি কি দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন?
abramslawgroupny.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লুভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

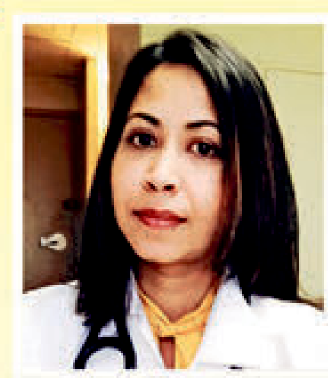

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372   TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417   TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432   TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আসিফ মুর্তজা

জ্যামাইকা শাখার
স্থান পরিবর্তন
149-14 Jamaica Ave
(Near Sutphin blvd)
(E,F,J & LIRR Train)
Dhaka
Furniture's & Mattress
BEST QUALITY • BEST PRICES • BEST SERVICE
QUALITY YOU CAN TRUST
WIDE SELECTION FOR EVERY HOME
EXCELLENT SERVICE EVERY TIME
FAST & RELIABLE DELIVERY
LIMITED TIME
22-PIECE
PACKAGE DEAL
$1499
ONLY
$99
$149
$99
Twin $79
Full $89
Queen $99
WE HAVE 2 CONVENIENT LOCATIONS
LOCATION 1
Address Changed
New
NEAR SUTPHIN BLVD
149-14 Jamaica Avenue,
NY 11432
Cell: 347-233-3371
LOCATION 2
32-68 Steinway Street,
Astoria, NY 11103
Cell: 718-274-9555

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।
আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।
আপনার PACE® -এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org

1st AIDE
HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION USA
Maa

সম্পাদকীয়

হত্যার কারণ খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে জরুরি

বাংলাদেশে মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রতিদিনের সংবাদে অস্বাভাবিক মৃত্যু, হত্যাকাণ্ড, পারিবারিক সহিংসতা, ছিনতাই কিংবা পূর্বশত্রুতার ঘটনায় প্রাণহানির খবর আসছে। এর সবটিকে একই কারণে ব্যাখ্যা করা যাবে না, আবার প্রতিটি ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলেও দায় এড়ানো যায় না। পুলিশের পরিসংখ্যানেও হত্যার মামলা বৃদ্ধির একটি প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫ সালে সারা দেশে ৩,৭৮৫টি হত্যা মামলা নথিভুক্ত হয়, যা আগের বছরের ৩,৪৩২টির চেয়ে বেশি। তবে পুলিশ কর্মকর্তারাও সতর্ক করে বলেছেন, এসব মামলার একটি অংশ আগের বছরের ঘটনাকে ঘিরে পরে দায়ের হয়েছে; ফলে শুধু মামলা সংখ্যাকে দিয়ে অপরাধের প্রকৃত চিত্র নির্ধারণ করা যায় না।

তবু পরিসংখ্যানের বিতর্কের বাইরে একটি বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই—মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যখন কোনো পরিবারে একসঙ্গে একাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়, তখন সেই ঘটনা শুধু একটি পরিবারের শোক হয়ে থাকে না।সমাজের সামগ্রিক নিরাপত্তাবোধকেও আঘাত করে। সাম্প্রতিক সিলেট ও রংপুরের ঘটনা তারই ভয়াবহ উদাহরণ। সিলেটে ব্যবসায়ী দম্পতি ও তাঁদের গৃহকর্মীর হত্যাকাণ্ডে তদন্তের শুরু থেকেই একাধিক সম্ভাব্য কারণ সামনে এসেছে। সম্পত্তি বিরোধ, ডাকাতি বা পূর্বপরিকল্পিত অপরাধ—কোনটি প্রকৃত কারণ, তা তদন্তের মাধ্যমেই নিশ্চিত হওয়ার কথা।

আর রংপুরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার ঘটনা তো আরও মর্মান্তিক। প্রথম দিকে ঘটনাস্থলের আলামত দেখে পুলিশ ডাকাতির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল। বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল, ঘরের বিভিন্ন স্থান তছনছ করা হয়েছিল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার স্থান ভাঙা হয়েছিল।

কিন্তু একই ঘটনার তদন্তে পরে পুলিশ জানায়, ইয়াবা সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে এবং দুজনকে আটক করা হয়েছে। এই দুই ধরনের ব্যাখ্যার পার্থক্য আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়—কোনো হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ দ্রুত অনুমান করে ফেলা উচিত নয়। তদন্তের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এখানেই। ঘটনাস্থলে পাওয়া আলামত, ফরেনসিক প্রমাণ, মোবাইল ফোনের তথ্য, আর্থিক লেনদেন, পারিবারিক সম্পর্ক, পূর্ববিরোধ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য—সবকিছু মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি করতে হবে। একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা তদন্তের শেষ নয় বরং সেখান থেকেই প্রকৃত তদন্ত শুরু।

মানুষ এখন শুধু জানতে চায় না—কে খুন করেছে? মানুষ জানতে চায়—কেন খুন করেছে? এই ‘কেন’-এর উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হত্যার কারণ জানা গেলে ভবিষ্যৎ অপরাধ প্রতিরোধের পথও কিছুটা স্পষ্ট হয়। যদি কারণ হয় মাদক, তাহলে মাদক নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় অপরাধচক্রের দিকে নজর দিতে হবে। যদি সম্পত্তি বা পারিবারিক বিরোধ হয়, তাহলে সেই বিরোধ দীর্ঘদিন ধরে কীভাবে সহিংসতায় রূপ নিল, তা দেখতে হবে। যদি ডাকাতি হয়, তাহলে অপরাধী চক্র, অস্ত্র, নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং স্থানীয় অপরাধপ্রবণতা খতিয়ে দেখতে হবে।

শুধু আসামি গ্রেপ্তার করে সংবাদ সম্মেলন করা এবং এরপর কয়েক দিন পর ঘটনাটি জনস্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো সমাধান নয়।

জনগণের আস্থার প্রশ্নটি এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের শাসন শুধু আইনের বইয়ে থাকা কোনো ধারণা নয়। একজন সাধারণ মানুষ যখন থানায় যান, তিনি বিশ্বাস করতে চান তাঁর অভিযোগ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হবে। যখন তদন্ত শুরু হয়, তিনি বিশ্বাস করতে চান তদন্তকারী কোনো পূর্বধারণা নিয়ে এগোচ্ছেন না। যখন মামলা আদালতে যায়, তিনি বিশ্বাস করতে চান প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার হবে। আর যখন রায় হবে, তখন তাঁর মনে যেন প্রশ্ন না থাকে—প্রভাবশালী কেউ তদন্তকে প্রভাবিত করেছে কি না, কোনো নিরপরাধ মানুষকে আসামি করা হয়েছে কি না, অথবা প্রকৃত অপরাধী আড়ালে থেকে গেছে কি না। এই আস্থা একবার নষ্ট হলে তা ফিরিয়ে আনা কঠিন।

একটি নিরাপদ সমাজে মানুষ জানবে, অন্যায় করলে শাস্তি হবে। আর একটি ভীত সমাজে মানুষ মনে করবে, অপরাধী শক্তিশালী হলে পার পেয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ কোন পথে যাবে, তার একটি বড় পরীক্ষা হচ্ছে এই মুহূর্তে। তাই এখন সবচেয়ে জরুরি শুধু হত্যাকারী ধরার ঘোষণা নয়—হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটন, নিরপেক্ষ তদন্ত, প্রমাণভিত্তিক বিচার এবং দৃশ্যমান জবাবদিহি। কারণ একজন মানুষের জীবন ফিরে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একটি হত্যাকাণ্ডের সত্য উদঘাটন করে রাষ্ট্র অন্তত অন্য মানুষের জীবন রক্ষার পথ তৈরি করতে পারে। সেই সত্য ও ন্যায়বিচারের ওপর জনগণের আস্থাই শেষ পর্যন্ত একটি সভ্য রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাবর্ম।

মানবিকতার দায় মিটিয়েও কূটনীতির সুযোগ হারানোর ইতিহাস

রোহিঙ্গা সংকট

ইব্রাহীম চৌধুরী

একটা দেশ যখন নয় বছর ধরে বারো লক্ষ শরণার্থীর ভার বহন করে, তখন সেই বোঝা শুধু বোঝাই থাকে না।তা একধরনের কূটনৈতিক পুঁজিতেও রূপান্তরিত হওয়ার কথা। বিশ্ব রাজনীতির নির্মম হিসেবে মানবিকতা প্রায়ই বিনিময়যোগ্য মুদ্রা। যে রাষ্ট্র সংকটের প্রথম আঘাত সয়ে নেয়, বিশ্ব বিবেকের চাপ তার পক্ষে কাজ করে বেশ কিছুকাল। আর সেই সময়টুকু ব্যবহার করেই দক্ষ রাষ্ট্রনায়করা অর্থনৈতিক প্যাকেজ, কূটনৈতিক স্বীকৃতি, নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থান আদায় করে নেন।

বাংলাদেশ ২০১৭ সালে যে মানবিকতা দেখিয়েছিল, তা ইতিহাসে বিরল।কিন্তু সেই মানবিকতাকে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুঁজিতে রূপান্তরের যে সুযোগ ছিল, নয় বছর পরও তার সদ্ব্যবহার হয়নি বললে ভুল হবে না।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কার না পাওয়াটা এখানে কোনো আক্ষেপের বিষয় হতে পারে না কোনো রাষ্ট্রের কাছে। বিশ্বের সামনে নিজের ভূমিকাকে যথাযথভাবে বিক্রি করতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। আঙ্গেলা মেরকেল যখন ২০১৫ সালে দশ লক্ষ সিরীয় শরণার্থীর জন্য জার্মানির দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তখন সমালোচনার মুখেও তিনি সেই সিদ্ধান্তকে জার্মানির নৈতিক নেতৃত্বের বয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বিশ্বমঞ্চে। বাংলাদেশ ঠিক তেমনই একটি বয়ান তৈরি করতে পারত।একটি দরিদ্র, ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যে নিজের সীমিত সম্পদ নিয়েও মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে, এমন এক জাতীয় পরিচয় যা কূটনৈতিক টেবিলে প্রতিটি আলোচনায় ব্যবহারযোগ্য হতে পারত। কিন্তু এই বয়ান নির্মাণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ কূটনীতি এখানে প্রতিক্রিয়াশীল থেকে গেছে, সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

তুরস্কের এরদোয়ান সরকারের দিকে তাকালে এই ব্যর্থতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুরস্ক প্রায় ছত্রিশ লক্ষ সিরীয় শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থী-আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এরদোয়ান কখনোই এই সংকটকে নিছক মানবিক দায় হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি একে রূপান্তরিত করেছেন কৌশলগত অস্ত্রে। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে তুরস্ক অঙ্গীকার করে শরণার্থীদের ইউরোপমুখী স্রোত ঠেকাবে। আর বিনিময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতি দেয় ছয় বিলিয়ন ইউরো আর্থিক সহায়তা, তুর্কি নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণ, শুল্ক ইউনিয়ন হালনাগাদ এবং ইইউ-তে তুরস্কের সদস্যপদ আলোচনায় নতুন গতির। প্রতিশ্রুত অর্থের পুরোটা বা ভিসামুক্তির প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও, এরদোয়ান বারবার শরণার্থী ইস্যুকে হাতিয়ার করে ইউরোপের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছেন। ২০২০ সালে সীমান্ত খুলে দেওয়ার হুমকি থেকে শুরু করে বারবার নতুন তহবিলের দাবি তোলা পর্যন্ত। এমনকি সিরীয়দের তিনি প্রকাশ্যে “অতিথি” ও “ভাই” বলে অভিহিত করে একটি ইতিবাচক জাতীয় বয়ান তৈরি করেছেন। যদিও তুরস্কের অভ্যন্তরেও শরণার্থীবিরোধী জনমত কম নয়। অর্থাৎ এরদোয়ান একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সামলেছেন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুরস্ককে একটি অপরিহার্য ভূরাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইউরোপের অভিবাসন ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য প্রবেশদ্বার হিসেবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের কৌশলগত ধারাবাহিকতা একেবারেই অনুপস্থিত। রোহিঙ্গা সংকটের শুরুর দিকে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি তুঙ্গে ছিল। জাতিসংঘ মহাসচিব, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, মানবাধিকার সংস্থা—সবাই কক্সবাজার সফর করেছেন, প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই সহানুভূতিকে দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক অর্জনে রূপান্তরের কোনো সুসংহত কৌশল বাংলাদেশ কখনো প্রণয়ন করেনি। ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।মানবিক সহায়তার তহবিল বছরের পর বছর সংকুচিত হয়েছে, চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ ক্রমাগত কমেছে। অথচ বাংলাদেশ প্রতিবারই একই ধরনের নিষ্ফল আবেদন জানিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। এটি অনেকটা এমন এক ব্যবসায়ীর মতো, যিনি প্রতি বছর একই ক্রেতার কাছে গিয়ে দয়া প্রার্থনা করেন, অথচ নিজের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে শেখেননি।

পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতা আরও প্রকট। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের মিত্ররা রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছে বহুবার মুখে মুখে। কিন্তু এই সদিচ্ছাকে বাংলাদেশ কখনো বাণিজ্য সুবিধা, বিনিয়োগ চুক্তি, বা কৌশলগত অংশীদারত্বের সুনির্দিষ্ট শর্তে রূপান্তরিত করতে পারেনি। জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল, শুল্কমুক্ত বাজার প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ, বা উন্নয়ন সহযোগিতার নতুন কাঠামো—এসব ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ইস্যুকে কার্যকর দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের যে সুযোগ ছিল, তা বাংলাদেশ কাজে লাগায়নি পদ্ধতিগতভাবে। মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। সৌদি আরব, তুরস্ক, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই দেশগুলোর সঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সহযোগিতার আহ্বান বারবার জানানো হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন সরকার ওআইসি দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক করে সহযোগিতা চেয়েছে। কিন্তু এই আহ্বান কখনো সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্প, প্রযুক্তি হস্তান্তর চুক্তি বা দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে রূপ নেয়নি। ওআইসির নেতৃত্বে গাম্বিয়া আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গণহত্যা সনদ লঙ্ঘনের মামলা করেছে বটে। কিন্তু এই আইনি লড়াইয়ের গতি এতটাই মন্থর যে তা বাস্তবে শরণার্থীদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। বাংলাদেশ সেই মামলাকে কেন্দ্র করে নিজের কূটনৈতিক অবস্থানকে আরও জোরালো করার সুযোগও কাজে লাগায়নি যথাযথভাবে।

এই ব্যর্থতার মূলে যে প্রশ্নটি বারবার উঠে আসে, তা হলো—আন্তরিকতার অভাব, নাকি দক্ষতার ঘাটতি? সম্ভবত দুটোরই সংমিশ্রণ। বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলত প্রতিক্রিয়াশীল থেকেছে। দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনার বদলে তাৎক্ষণিক সংকট ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধ থেকেছে। প্রশাসনের মধ্যে রোহিঙ্গা বিষয়ক নীতিনির্ধারণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে বিভক্ত। একটি কেন্দ্রীভূত ও ধারাবাহিক কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দীর্ঘদিন ধরেই স্পষ্ট। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অগ্রাধিকার তালিকায় রোহিঙ্গা ইস্যু প্রায়শই নির্বাচনী রাজনীতি বা অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। ফলে যে সংকট একদিন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি নৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান এনে দিতে পারত, তা ক্রমেই পরিণত হয়েছে নিছক একটি বোঝায়, যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে বাংলাদেশ ক্লান্ত।

এরদোয়ানের তুরস্ক আর হাসিনা-পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যে তুলনাটা এখানেই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তুরস্ক যেখানে শরণার্থী সংকটকে ভূরাজনৈতিক অবস্থান সংহত করার হাতিয়ার বানিয়েছে, বাংলাদেশ সেখানে একই সংকটকে কেবল মানবিক দায় হিসেবে বহন করে গেছে, কোনো প্রতিদান ছাড়াই। রাখাইনে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই জরুরি ও ন্যায্য পথ। কিন্তু তার পাশাপাশি যদি বাংলাদেশ নিজের কূটনৈতিক পুঁজিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করতে শিখত—পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধা আদায়, মুসলিম বিশ্বের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব তৈরি, এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের ভূমিকাকে একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা—তাহলে আজ হয়তো গল্পটা অন্যরকম হতে পারত। এই ব্যর্থতা কোনো একটি সরকারের একার নয়, বরং একটি দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। যেখানে সংকটকে কেবল সামলানোর বিষয় হিসেবে দেখা হয়েছে, সুযোগ হিসেবে নয়। আর যে জাতি সংকটকে সুযোগে রূপান্তরিত করতে শেখে না, তাকে বারবার একই সংকটের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়।কেবল ভুক্তভোগী হিসেবে, কখনো কুশলী খেলোয়াড় হিসেবে নয়।

ইসরায়েলের ‘ইসলামোফোবিয়া’ অস্ত্র

যশ পল

একজন রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যের সঙ্গে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রধানের বৈঠকটি ছিল দীর্ঘ ও কার্যকর। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ইসরায়েল সম্পর্কিত নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে গ্র্যান্ড ওল্ড পার্টি তথা যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের অনেক সদস্যের সংশয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। রিপাবলিকানদের সংশয় থাকলেও বিষয়টি তারা প্রকাশ করতে পারছেন না। কারণ এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে দৃঢ়ভাবে। তবে শেষে একটি বিষয় আমি তুলেছি: সদ্য গঠিত ‘শরিয়া-ফ্রি আমেরিকা ককাস’-এ অংশগ্রহণ। এটি এমন এক দল মার্কিন প্রতিনিধি, যারা ‘ধর্মের নামে সহিংসতা, নারীদের প্রতি নির্যাতন এবং নির্মম রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এমন আইন ও প্রথার আমেরিকার সমাজে কোনো স্থান নেই।’

তিনি হাত নাড়িয়ে বলেন, ‘এ নিয়ে চিন্তা করবেন না; মুসলমানরা তো কেবল সহজ লক্ষ্য। সমস্যাটা ভারতীয়দের নিয়ে, আর সাধারণভাবে বাদামি মানুষদের নিয়ে। ইহুদিদের নিয়েও বটে। এটি আমেরিকা ফার্স্ট নীতির পথে বাধা হবে না। আসলে ককাসে একমাত্র সদস্য, যিনি ইসরায়েল নিয়ে সব বাজে কথায় বিশ্বাস করেন, তিনি হলেন র‍্যান্ডি ফাইন।’

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামোফোবিয়া উস্কে দেওয়ার প্রবণতা এখন দৃশ্যমান এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রায় নস্টালজিয়ার মতো জর্জ ডব্লিউ বুশের সময়ে ফিরে যান। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার পর তিনি একটি মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন– ‘ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম।’ অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার সেই প্রচেষ্টা থেকে রিপাবলিকান পার্টি প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার জায়গায় এসেছে প্রকাশ্য বিদ্বেষ, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলার ঘটনা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। যেমন মে মাসে সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে গুলিবর্ষণ হয়, যেখানে দুজন মুসলিম এবং একজন নিরাপত্তারক্ষী প্রাণ হারান। সম্প্রতি ডালাস ফোর্ট ওর্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর একটি প্রস্তাবনা দিয়েছে, যেখানে মুসলমানদের (এবং সম্ভবত অন্য যাদের পা ময়লা তাদের) জন্য অদৃশ্য ফুট-ওয়াশিং স্টেশন বসানোর কথা বলা হয়, যাতে তারা অজু করতে পারে। কিন্তু টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটের নিন্দার মুখে দ্রুত সে প্রস্তাব বাতিল করা হয়। তিনি দাবি করেন, এটি বসানো হবে সংবিধানবিরোধী।

এই প্রবণতার উৎস কোথায়? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৫ সালে তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই আমেরিকানদের বিভক্ত করেন এই যুক্তিতে, দেশটির শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠের সামাজিক আধিপত্য হুমকির মুখে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে কেবল মুসলমানরা নয়, সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্রমণের শিকার হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর আক্রমণ বা হিস্পানিক সংস্কৃতির ওপর প্রশাসনিক আক্রমণ তারই উদাহরণ। তবে এর উৎস ইসলামোফোবিয়া বলে এর আরও পরিকল্পিত নিশানা ও প্রবণতা স্পষ্ট।

চলতি বছর জানুয়ারিতে ইসরায়েল সরকার জেরুজালেমে একটি অ্যান্টি-সেমিটিজম সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ইউরোপের ডানপন্থি দলগুলোর নেতারা অংশ নেন। পোল্যান্ডের ল অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি, হাঙ্গেরির ফিডেজ পার্ট, স্পেনের ভক্স পার্টি এবং ফ্রান্সের র‍্যালি পার্টি। সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পুনঃশিক্ষণ প্রক্রিয়ার পর এটি ছিল ইউরোপীয় ডানপন্থিদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ, যেখানে অ্যান্টি-সেমিটিজম নিয়ে আলোচনা হয়।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইউরোপীয় ডানপন্থি নেতাদের মিত্র হয়েছেন। নেতানিয়াহু তাদের ‘কট্টরপন্থি ইসলামের আক্রমণ’-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন। জানুয়ারি থেকেই তিনি বলে আসছেন এবং সম্প্রতি তিনি সতর্ক করেছেন, ‘প্রথম ইসলামিক প্রজাতন্ত্র যারা পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করবে, তা হবে ব্রিটেন।’ পুনর্নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি বিলবোর্ড ব্যবহার করেছেন, যেখানে হিজবুল্লাহ ও ইরানি নেতাদের সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান এবং নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির ছবি দেওয়া হয়েছে। বিলবোর্ডে বলা হয়েছে: ‘তাদের জিততে দেবেন না’।

ইসরায়েলের ইসলামোফোবিয়া কেবল নেতানিয়াহু কিংবা তার দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসরায়েলের নিজেদের কর্মকাণ্ডের কারণে নিন্দিত, (বিশেষ করে গাজায় তারা যে গণহত্যা চালিয়েছে) তা নিয়ে আত্মসমালোচনা না করে তারা উল্টো প্রচারণাকে বাঁচার উপায় হিসেবে দেখছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ক্লক টাওয়ার এক্স কোম্পানির মাধ্যমে লাখ লাখ আমেরিকানকে স্বয়ংক্রিয় বার্তা পাঠিয়েছে, ‘যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্ক স্থিতিশীলতা চায়’। একই সঙ্গে তারা সমালোচকদের দুর্বল করার চেষ্টা করছে এবং ইসলামোফোবিয়া উস্কে দিয়ে ডানপন্থিদের একত্র করছে।

ভীতি ও ঘৃণা হলো শক্তিশালী টুলস। বর্তমান ইসলামোফোবিয়া প্রচারণা আরও গভীর ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এর প্রধান লক্ষ্য পশ্চিমা ডানপন্থিদের মধ্যে ইসরায়েলের সমর্থন ধরে রাখা হলেও এ চেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট নয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের উচিত একে আসল রূপে দেখা: এটি মরিয়া বিদেশি প্রভাব বিস্তারকারী অভিযান, যে অভিযান চালাচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র, যার বিকল্প ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে।

যশ পল: ‘অ্যা নিউ পলিসি’ সংগঠনের সহপ্রতিষ্ঠাতা; আল-জাজিরা থেকে

আমার দেশটা যদি এমন হতো

আবদুল হামিদ মাহবুব

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, দুই-তৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন পেয়ে ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠন করেছে। এই সরকারের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা কতটুকু তারা পূরণ করতে পারল?

আমার প্রত্যাশা খুব বেশি ছিল না! আমি এমন একটি দেশ চাই। সেটা কেমন দেশ? আমার স্বপ্নের দেশটা হবে নিচে লেখা আমার বর্ণনার মতো। এই প্রত্যাশা খুব বেশি না। পাঠক, আপনারা যারা লেখাটি পড়বেন, তারাও বলবেন; এমন একটা দেশ হলে আমরা স্বর্গে বসবাস করব। আর সরকারের ইচ্ছে থাকলে সাধারণ মানুষকে এমন দেশ উপহার দেওয়া কোনো ব্যাপারই না। প্রয়োজন কেবল সদিচ্ছার। আর নেতৃত্বে যারা থাকবেন তাদের লোভ-লালসা ত্যাগ করার। আর কথা বাড়াচ্ছি না। আমার কথাগুলো অন্তত পড়ে দেখুন পাঠকবৃন্দ।

দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে দোষ নেই। বরং স্বপ্নহীন জাতি কখনো সামনে এগোতে পারে না। আমি প্রায়ই ভাবি, যদি একদিন ঘুম ভেঙে দেখি আমাদের দেশটা বদলে গেছে! চারদিকে একই মানুষ, একই প্রতিষ্ঠান, একই রাস্তা। কিন্তু বদলে গেছে মন। বদলে গেছে আচরণ। বদলে গেছে দায়িত্ববোধ। আমি এমন একটি দেশের কথা ভাবি, যেখানে রাজনীতি হবে মানুষের জন্য। ক্ষমতার জন্য নয়। প্রতিপক্ষকে হারানোর জন্য নয়। মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য।

আমি কল্পনা করি, আমাদের জাতীয় সংসদের ৩৫০ জন সংসদ সদস্য একসাথে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তারা কেউ দুর্নীতি করবেন না। ঘুষ নেবেন না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না। নিজের আত্মীয়স্বজনকে অযৌক্তিক সুবিধা দেবেন না। জনগণের ভোটকে সম্মান করবেন। জনগণের বিশ্বাসকে মূল্য দেবেন। তখন সংসদের চিত্রই বদলে যাবে। সেখানে ব্যক্তিগত লাভের আলোচনা হবে না। হবে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা। শিক্ষা নিয়ে আলোচনা। স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা। কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী; সবাইকে নিয়ে আলোচনা। আমি আরও ভাবি, আমাদের মন্ত্রীরা নিজেদের দায়িত্বকে ইবাদতের মতো পালন করছেন। তারা অফিসে যান সময়মতো। ফাইল পড়েন মনোযোগ দিয়ে। সিদ্ধান্ত নেন দেশের স্বার্থে। কোনো প্রভাবের কাছে মাথা নত করেন না। কোনো অনৈতিক অনুরোধ গ্রহণ করেন না। একজন ভালো মন্ত্রীর প্রভাব শুধু একটি মন্ত্রণালয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার সততা ছড়িয়ে পড়ে পুরো প্রশাসনে।

আমি দেখি, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সহকারী সচিব; সবাই একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে গেছেন। সরকারি চাকরি মানে জনগণের সেবা। ক্ষমতার প্রদর্শন নয়। কেউ ঘুষ চাইছেন না। কেউ ফাইল আটকে রাখছেন না। কেউ মানুষকে অকারণে ঘোরাচ্ছেন না। একটি আবেদন সময়মতো নিষ্পত্তি হচ্ছে। একজন সাধারণ মানুষ অফিস থেকে হাসিমুখে বের হচ্ছেন। ভাবতে ভালো লাগে। অধিদপ্তরগুলোও তখন বদলে গেছে। সেখানে নিয়মই সবচেয়ে বড় পরিচয়। কোনো অনিয়ম নেই। কোনো কমিশন নেই। কোনো গোপন লেনদেন নেই। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বুঝে গেছেন, জনগণের টাকায় তাদের বেতন হয়। তাই জনগণের প্রতি দায়িত্বই তাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। একজন কৃষক অফিসে গিয়ে সম্মান পাচ্ছেন। একজন বৃদ্ধা তার প্রাপ্য ভাতা পাচ্ছেন। একজন শিক্ষার্থী তার কাগজপত্রের জন্য দিনের পর দিন ঘুরছেন না। এটাই তো হওয়ার কথা।

আমি আরও কল্পনা করি, ট্যাক্স ও ভ্যাট আদায়ে শতভাগ স্বচ্ছতা এসেছে। কেউ রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছেন না। আবার কোনো কর্মকর্তা নিজের পকেটও ভরছেন না। রাষ্ট্রের প্রতিটি টাকা রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হচ্ছে। এই অর্থ দিয়ে আরও হাসপাতাল হচ্ছে। আরও স্কুল হচ্ছে। আরও বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। আরও গবেষণাগার তৈরি হচ্ছে। রাষ্ট্র শক্তিশালী হচ্ছে মানুষের অর্থেই। কিন্তু সেই অর্থ আবার মানুষের কাছেই ফিরে যাচ্ছে উন্নয়নের মাধ্যমে।

রাস্তা নির্মাণের সময় আর কেউ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করছেন না। সেতু নির্মাণে কোনো কারচুপি নেই। কালভার্ট নির্মাণের আগেই ভেঙে পড়ছে না। প্রকৌশলীরা বিবেকের সঙ্গে আপস করছেন না। যে সিমেন্ট লাগার কথা, সেটাই লাগছে। যে রড ব্যবহার হওয়ার কথা, সেটাই ব্যবহার হচ্ছে। যে মানের কাজ হওয়ার কথা, সেই মানই বজায় থাকছে। ফলে একটি রাস্তা বারবার মেরামত করতে হচ্ছে না। একটি সেতু উদ্বোধনের কয়েক মাসের মধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে না। সরকারি অর্থও বাঁচছে। মানুষের ভোগান্তিও কমছে। সব উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে। কাজের গতি আছে। জবাবদিহি আছে। পরিকল্পনা আছে। অপচয় নেই। দেশের উন্নয়ন তখন কাগজে নয়, বাস্তবেও চোখে পড়ে।

আমি আরও ভাবি, দেশের শিল্পপতিরা বিদেশে অর্থ পাচারের পথ খুঁজছেন না। তারা দেশের ভেতরেই নতুন কারখানা গড়ছেন। নতুন বিনিয়োগ করছেন। নতুন প্রযুক্তি আনছেন। একটি কারখানা মানে শুধু একটি ভবন নয়। সেখানে শত শত মানুষের চাকরি হয়। হাজারো পরিবারের মুখে হাসি ফোটে। বেকার তরুণদের আর বছরের পর বছর চাকরির পেছনে ছুটতে হয় না। যোগ্যতার মূল্যায়ন হয়। দক্ষতার সম্মান হয়। যুবসমাজ তখন হতাশ হয় না। তারা স্বপ্ন দেখে। তারা কাজ করে। তারা দেশ গড়ে।

ব্যাংকগুলোও তখন নিরাপদ। কেউ ঋণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন না। কেউ ভুয়া কাগজ তৈরি করছেন না। জনগণের আমানত নিরাপদ আছে। মানুষ নিশ্চিন্তে সঞ্চয় করছে। ব্যবসায়ীরা সঠিক নিয়মে ঋণ পাচ্ছেন। অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। ব্যবসায়ও সততা ফিরে এসেছে। কেউ ওজনে কম দিচ্ছেন না। কেউ ভেজাল মেশাচ্ছেন না। কেউ প্রতারণা করে ধনী হতে চাইছেন না। একজন বিক্রেতা জানেন, বিশ্বাসই তার সবচেয়ে বড় মূলধন। একজন ক্রেতাও নিশ্চিন্তে বাজার করছেন। মানুষ মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করছে না। বরং সহযোগিতা করছে। সমাজে বিশ্বাস বাড়ছে। সন্দেহ কমছে।

আমি এমন একটি দেশের কথা ভাবি, যেখানে আইন সবার জন্য সমান। ধনী-গরিবের আলাদা বিচার নেই। ক্ষমতাবান ও সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা নিয়ম নেই। একজন অপরাধী শুধু অপরাধী হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছেন। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। পুলিশ তখন মানুষের বন্ধু। মানুষ পুলিশকে ভয় পায় না। সম্মান করে। পুলিশও কোনো নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করছে না। মিথ্যা মামলা দিচ্ছে না। অন্যায় নির্দেশ মানছে না। অপরাধীকে ধরছে। নিরীহ মানুষকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। তখন থানায় যাওয়া মানেই আতঙ্ক নয়। বরং ন্যায়বিচারের আশা। বিচার বিভাগও স্বাধীন। বিচার বিক্রি হয় না। রায় কেনাবেচা হয় না। ন্যায়বিচারই সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। সশস্ত্র বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। তারা দেশের নিরাপত্তায় সর্বদা প্রস্তুত। তাদের কাজ দেশের সম্মান রক্ষা করা। তারা সেই কাজই করছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

শিক্ষকরাও তখন শুধু পাঠ্যবই পড়াচ্ছেন না। তারা মানুষ গড়ছেন। শিক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ছে না। তারা নৈতিকতা শিখছে। সততা শিখছে। দেশপ্রেম শিখছে। একটি ভালো শিক্ষা শুধু একজন মানুষকে নয়, একটি জাতিকেও বদলে দেয়। চিকিৎসকরাও মানবিক। রোগীকে ব্যবসা হিসেবে দেখছেন না। একজন অসহায় মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছেন সম্মানের সঙ্গে। হাসপাতালে দালালের দৌরাত্ম্য নেই। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাংবাদিকরা সত্য লিখছেন। সত্য বলার জন্য ভয় পাচ্ছেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও দায়িত্বশীল। মিথ্যা খবর ছড়ানো হচ্ছে না। মানুষ যাচাই করে কথা বলছে। পরিবেশও তখন নিরাপদ। নদী দখল হচ্ছে না। বন উজাড় হচ্ছে না। খাল ভরাট হচ্ছে না। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সুন্দর দেশ রেখে যাচ্ছি। তখন মানুষের অভাবও কমে আসে। যখন কাজের সুযোগ বাড়ে, তখন অপরাধ কমে। যখন ন্যায়বিচার থাকে, তখন প্রতিশোধের আগুন কমে। যখন মানুষ সম্মান পায়, তখন সহিংসতা কমে। যখন দুর্নীতি কমে, তখন বৈষম্যও কমে। একটি ভালো কাজ আরেকটি ভালো কাজকে জন্ম দেয়। একটি সততা আরেকটি সততাকে অনুপ্রাণিত করে। একজন ভালো মানুষ আরও দশজনকে ভালো হতে উৎসাহিত করেন।

এভাবেই একটি দেশ বদলাতে শুরু করে। আমরা প্রায়ই বলি, দেশ বদলাবে না। আমি সেই কথায় বিশ্বাস করতে চাই না। দেশ তো নিজে নিজে বদলায় না। মানুষ বদলালে দেশ বদলায়। নেতা বদলালে পরিবর্তন আসে। প্রশাসন বদলালে গতি আসে। নাগরিক বদলালে সমাজ বদলে যায়। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করি, তাহলে পরিবর্তনের শুরু আজই হতে পারে।

হয়তো সবকিছু একদিনে সম্ভব নয়। কিন্তু শুরু তো করা যায়। একজন দিয়ে শুরু হতে পারে। একটি পরিবার দিয়ে শুরু হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠান দিয়েও শুরু হতে পারে। আজ যে শিশু সততা শিখছে, আগামীকাল সেই দেশ চালাবে। আজ যে কর্মকর্তা ঘুষ নিলেন না, তিনি অনেককে অনুপ্রাণিত করবেন। আজ যে ব্যবসায়ী প্রতারণা করলেন না, তিনি একটি সুন্দর সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে দেবেন। একদিন হয়তো সত্যিই আমরা এমন একটি দেশের নাগরিক হব, যেখানে মানুষ মানুষকে সম্মান করবে। যেখানে রাষ্ট্র নাগরিককে মর্যাদা দেবে। যেখানে উন্নয়নের খবর শুধু বক্তৃতায় নয়, মানুষের জীবনেও দেখা যাবে।

কিন্তু এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, সেগুলো কোনো বাস্তব ঘটনার বর্ণনা নয়। এগুলো কোনো সরকারি প্রতিবেদনও নয়। এগুলো কোনো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিও নয়। এগুলো শুধু আমার মনের ভেতর লালন করা একটি স্বপ্ন। একটি অসম্ভব সুন্দর কল্পনা। হয়তো কেউ বলবেন, এমন দেশ পৃথিবীতে নেই। হয়তো সত্যিই নেই। তবু মানুষ তো স্বপ্ন দেখেই বেঁচে থাকে। আমি সেই স্বপ্নই দেখেছি।

আমি এমন একটি বাংলাদেশের কল্পনা করেছি, যেখানে সততা হবে সবচেয়ে বড় পরিচয়, ন্যায়বিচার হবে সবচেয়ে বড় শক্তি, আর মানুষ হবে মানুষের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। জানি, এগুলো হয়তো আজও বাস্তব নয়। তবুও আমি স্বপ্ন দেখা ছাড়তে চাই না। কারণ, এই পুরো লেখাটি আসলে বাস্তবতার গল্প নয়। এটি আমার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক টুকরো বাংলাদেশ। এটি শুধুই আমার কল্পনার দেশ। আর সেই কল্পনার দেশেই আমি একদিন সত্যিকারের বাংলাদেশকে দেখতে চাই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক।

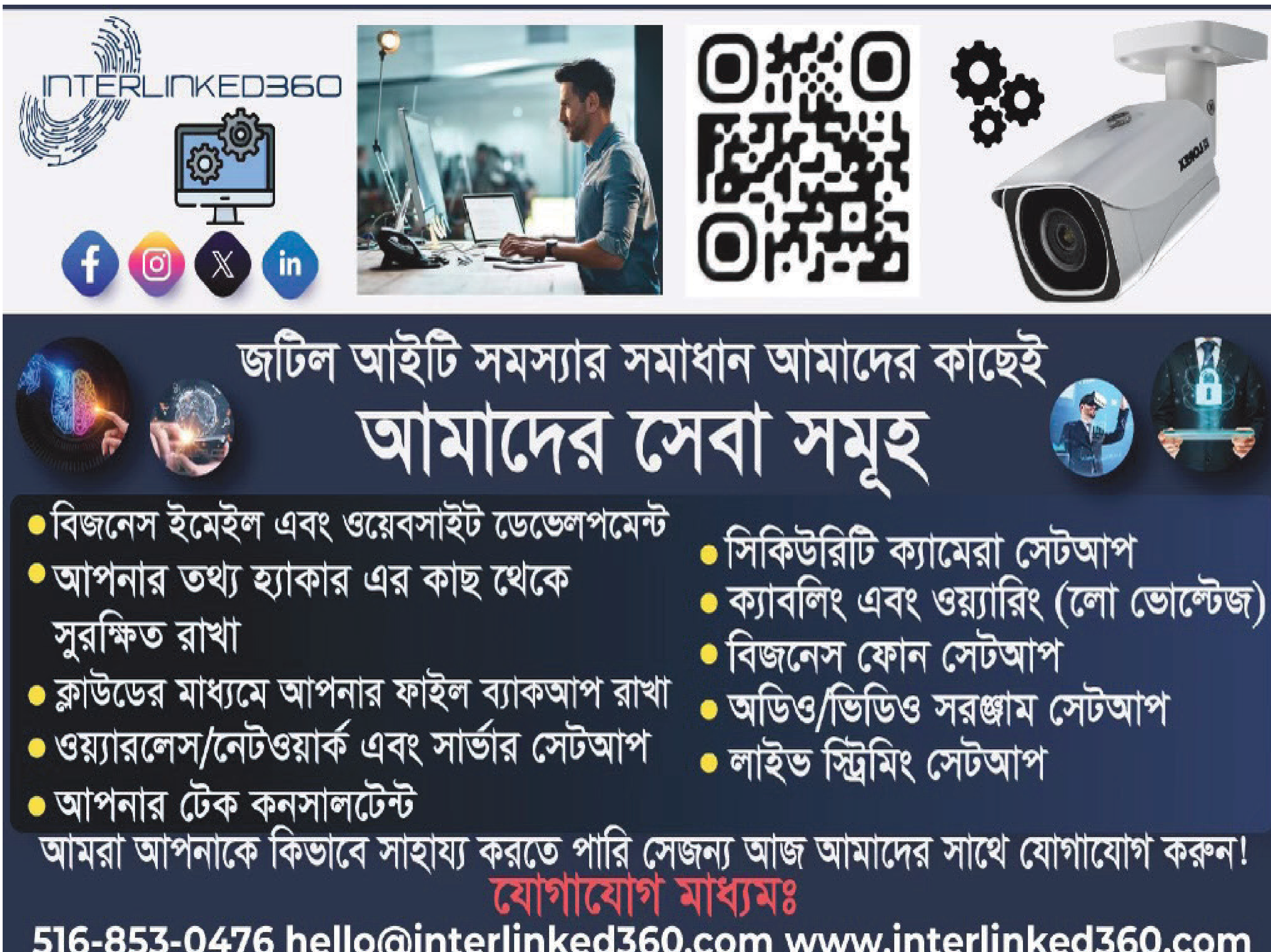

সীরাত: মানব জীবনের সর্বোত্তম নমুনা

মুফতী ইমতিয়াজ মাহমুদ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে (সূরা আহযাব: ২১)। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, তিনি আল্লাহভীরুদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শ। কোনো নবী বা রাসুল যখন প্রেরিত হন, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য আদর্শ নিয়ে আসেন এবং নিজেই সেই আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হেদায়েত ও পথনির্দেশ পৌঁছে দেওয়ার জন্য মানবজাতির মধ্য থেকে বিশিষ্ট কিছু বান্দাকে নির্বাচন করেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই তাঁর পথনির্দেশ বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হওয়া নবী-রাসুলদের এই ধারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে লক্ষ করে বলেন, তোমরা সকলে পৃথিবীতে নেমে যাও, এরপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তবে যারা এই পথনির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না (সূরা বাকারা: ৩৮)। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে হেদায়েত প্রেরণের ধারা শুরু করেছিলেন এবং নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে সেই ধারাকে পূর্ণাঙ্গ ও সমাপ্ত করেছেন। বিদায় হজ্জের সময় নবীজির জীবনের শেষ দিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আয়াত নাযিল হয়— আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা: ৩)। এটিই ছিল আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হওয়া নবী-রাসুলদের মাধ্যমে হেদায়েত প্রেরণের ধারার সমাপ্তি। আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন, আর এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনই সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

নবী ও রাসুলগণ নিছক বার্তাবাহক ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন সেই আসমানী বার্তারই বাস্তব নমুনা। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছে যে শিক্ষা ও বিধান পাঠিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন সেই শিক্ষার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। নবীগণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, আর এসব বিষয়ে তাঁদের ঈমানই ছিল সবচেয়ে দৃঢ়। তাঁরা আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন, আর তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় আবেদ। তাঁরা বান্দার হকের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, আর নিজেদের কর্ম দ্বারা দেখিয়ে গেছেন কীভাবে সেই হক আদায় করতে হয়। তাঁরা উত্তম চরিত্রের দাওয়াত দিয়েছেন, আর তাঁরাই ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শিক্ষা ও বিধানের তাঁরা ছিলেন বাস্তব নমুনা। কুরআন মাজিদে নবীগণের গুণাবলি ও তাঁদের দাওয়াতের যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা এই বাস্তবতারই দলিল। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহর ভাষায়, কুরআন যখন নবীগণের গুণাবলি বর্ণনা করে, তখন যেন মনভরে প্রিয়জনের কাহিনি বর্ণনা করে।

সূরা আহযাবের এই আয়াতে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই মহান বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর বাণী ও বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আর তাঁর গোটা জীবন ও কর্ম ছিল তারই বাস্তব নমুনা। তাঁর অনুকরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব। আয়াতে আরও বলা হয়েছে, এই আদর্শ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করে, শেষ দিবসকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। অর্থাৎ নবীজি সবার জন্যই আদর্শ, কিন্তু বাস্তবে এই আদর্শ থেকে তারাই প্রকৃত উপকার লাভ করবে যাদের অন্তরে আল্লাহভীতি ও আখিরাতের ভয় রয়েছে।

কুরআনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কুরআন নাযিল হয়েছে সকল মানুষের জন্য, কিন্তু কুরআন দ্বারা প্রকৃত উপকৃত হয় তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতে কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এই কিতাব মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত (সূরা বাকারা: ২)। শায়খুল হিন্দ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এর কারণ হলো, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে সে-ই আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ অনুসন্ধান করে, আর তখন সে কুরআনেই খুঁজে পায় কোন কাজ আল্লাহর পছন্দ আর কোনটা অপছন্দ। অন্তরের খোদাভীতি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষার কারণেই সে কুরআনের বিধান অনুযায়ী চলে এবং দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে।

এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয় কুরআনের বাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য, তেমনি নবীজির সীরাত থেকে প্রকৃত উপকার পাওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ঈমান ও তাকওয়া। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় কিছু মানুষের অবস্থা ছিল এমন যে, আয়াত নাযিল হচ্ছিল আর তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, নতুন নতুন বিধান আসছিল আর তাদের আনুগত্য বাড়ছিল। নবীজির একেকটি বাণী, একেকটি কর্ম তাঁদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছিল আর তাঁদের ঈমান বাড়ছিল এঁরাই ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান, যাঁদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক ঈমানের আলোয় উন্মুক্ত ছিল। অন্যদিকে কিছু মানুষ এমনও ছিল, যাদের কাছে যতই আয়াত নাযিল হয়েছে বা নবীজির বাণী-কর্ম প্রকাশিত হয়েছে, ততই তাদের কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, আমরা প্রথমে ঈমান শিখেছি, এরপর কুরআন শিখেছি, ফলে কুরআনের মাধ্যমে আমাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৬১)।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখযোগ্য কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নের একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি রয়েছে। কেউ হঠাৎ কুরআনের অনুবাদ ও হাদিসের কিতাবের তরজমা সংগ্রহ করে নিজে নিজে যা বুঝে আসে তাকেই কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মনে করা এটি জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়। যেকোনো বিষয়ের স্বাভাবিক অধ্যয়ন-পদ্ধতি হলো, সেই বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের কাছ থেকে মৌলিক ধারণা অর্জন করা, তাঁদের সাহচর্যে চিন্তা ও রুচির আত্মীয়তা গড়ে তোলা, এরপর ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। যখন হৃদয় প্রস্তুত হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হবে, তখন সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করলে তার সঠিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, আর তখনই অন্তরে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভূত হবে।

বর্তমান সমস্যা হলো, আমাদের চিন্তায় পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিতে পশ্চিমের চশমা, আর হৃদয়ে ভোগবাদ ও বস্তুবাদ শিকড় গেড়ে বসে আছে। এই আগাছাপূর্ণ চিন্তা ও হৃদয় নিয়ে কুরআন-সুন্নাহ পাঠ করলে আমরা এর শব্দ পড়ি বটে, কিন্তু অর্থ গ্রহণ করি সেটাই যা আমাদের নিজস্ব চিন্তা-দর্শনের অনুকূল। তাই প্রথম প্রয়োজন হলো চিন্তা ও হৃদয়কে এই আগাছামুক্ত করা, যাতে মুক্তমনে কুরআন-সুন্নাহর বাণী শ্রবণ করা সম্ভব হয়— এমন শ্রবণ যা অন্তরকে আলোকিত করে এবং জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আনে।

আল্লাহ তায়ালা শুধু কিতাব পাঠাননি, বরং কিতাবের সাথে সেই কিতাবের আমলী নমুনাও পাঠিয়েছেন। আর সেই আমলী নমুনা হলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর জীবন ও চরিত্র আজও প্রতিটি মুমিনের জন্য পথের দিশারি এবং যাঁর অনুসরণেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সাফল্য।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের অনুপম দৃষ্টান্ত

আনোয়ার হোসেন

একটি দেহ। হাত, পা, চোখ, কান, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, সব আলাদা অঙ্গ, কাজও আলাদা, কিন্তু অনুভূতি এক। পায়ে কাঁটা ফুটলে শুধু পা কাঁদে না, সারা শরীর জেগে ওঠে; জ্বর আসে, ঘুম হারাম হয়, মস্তিষ্ক ভাবতে থাকে কীভাবে এই ব্যথা কমানো যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক এই উপমা দিয়েই বুঝিয়েছেন মুসলিম উম্মাহ কেমন হবে। তা বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষের সমষ্টি নয়, বরং একটি জীবন্ত, অনুভূতিসম্পন্ন দেহ, যার প্রতিটি অঙ্গ একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো; যখন দেহের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সারা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে (সহিহ মুসলিম: ২৫৮৬)। এই হাদিসে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিভাত হয় ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতি। একটি মুসলিম সমাজে এই তিনটি গুণ না থাকলে প্রকৃত অর্থে "এক দেহ" হওয়া সম্ভব নয়। অন্য হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি দালানের ন্যায়, যার এক অংশ আরেক অংশকে মজবুত করে; এ কথা বলার সময় তিনি নিজের হাতের আঙুলগুলো একটির সাথে আরেকটি জড়িয়ে দেখিয়েছিলেন (সহিহ বুখারি: ২৪৪৬)। এই দুই হাদিসের মধ্য দিয়ে অনুভূতি ও সহযোগিতার সমন্বয়ে শক্তিশালী উম্মাহ গঠনের বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আঙুলগুলো যেমন আলাদা আলাদা হয়েও একসাথে জড়িয়ে থাকলে হাতকে মজবুত করে তোলে, তেমনি মুসলিমরাও পরস্পরের সহযোগী হলেই উম্মাহ শক্তিশালী হয়।

কুরআন সরাসরি "এক দেহ" শব্দটি ব্যবহার না করলেও পুরো কুরআন জুড়ে এই একই বার্তা বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজুরাত: ১০)। ভাই হলে ভাইয়ের ব্যথা নিজের ব্যথা হয়ে যায়, আর ভাইয়েরা ঝগড়া করলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া অপর ভাইয়েরই দায়িত্ব। ঐক্যের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না; স্মরণ করো, তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন, ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)। দেহ কখনো নিজে নিজে দুই টুকরা হয় না, কেউ কেটে দিলে তবেই তা হয়; তাই মুসলিমদের মধ্যকার বিভক্তি ও বাইরের ষড়যন্ত্র মূলত ভেতরের দুর্বলতারই ফল।

সহযোগিতার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা নেকি ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করো, গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সাহায্য করো না (সূরা মায়িদা: ২)। হাত কেটে গেলে পা দৌড়ে পানি এনে দেয়, কিন্তু পা যদি বলে "আমার কী দরকার," তাহলে পুরো শরীরই পঙ্গু হয়ে যায়। নেতৃত্বের আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণ তুলে ধরে বলেন, তোমাদের কষ্ট তাঁর কাছে খুবই কষ্টকর, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু (সূরা তওবা: ১২৮)। উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের মধ্যেও এই একই গুণ থাকা প্রয়োজন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে (সহিহ বুখারি: ১৩, সহিহ মুসলিম: ৪৫)।

এই হাদিসটিও প্রমাণ করে যে, মুমিনের অনুভূতি কেবল নিজের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং তা ভাইয়ের অনুভূতির সাথে মিশে যেতে হয়।

দেহের নার্ভ সিস্টেম যেমন পুরো শরীরকে যুক্ত রাখে এবং এক জায়গায় আঘাত লাগলে মস্তিষ্কে সংকেত পৌঁছে যায়, তেমনি একজন মুসলিমেরও একটি "ঈমানী নার্ভ" থাকা প্রয়োজন। ফিলিস্তিনে বোমা পড়লে, সিরিয়ায় শিশু কাঁদলে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন লাগলে অন্তর কেঁপে উঠবে, চোখে পানি আসবে; উদাসীনতা মানেই সেই নার্ভ মৃত হয়ে যাওয়া। তাই এই অনুভূতির ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। প্রয়োজনের ঐক্যও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থ অঙ্গকে সুস্থ অঙ্গগুলো সেবা করে, হাত খাবার মুখে তুলে দেয়, চোখ পথ দেখায়। আমাদের সমাজেও তেমনি ধনী গরিবকে সাহায্য করবে, শিক্ষিত মূর্খকে শেখাবে, সুস্থ অসুস্থের পাশে দাঁড়াবে; যাকাত, সদকা ও স্বেচ্ছাসেবা এসবই এই উম্মাহরূপী দেহের সেবা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কোনো প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করেন (সহিহ বুখারি: ২৪৪২, সহিহ মুসলিম: ২৫৮০)। এই হাদিসও প্রমাণ করে, উম্মাহর সদস্যদের পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য নিহিত রয়েছে।

দেহের অঙ্গগুলো পরস্পরের শত্রু নয় লিভার কিডনিকে হিংসা করে না, চোখ কানকে ছোট করে দেখে না। কিন্তু আমরা মাযহাব নিয়ে, দল নিয়ে, ভাষা নিয়ে কত বিভক্ত হয়ে পড়ি! অথচ হাদিসে এসেছে, মুমিন মুমিনের আয়নাস্বরূপ (সুনানে আবু দাউদ: ৪৯১৮)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও সতর্ক করে বলেন, তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, একে অপরকে ঠকিও না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না; বরং আল্লাহর বান্দা ও ভাই ভাই হয়ে যাও (সহিহ মুসলিম: ২৫৬৪)। শরীরে জীবাণু প্রবেশ করলে শ্বেত রক্তকণিকা যেভাবে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে পুরো ইমিউন সিস্টেম যেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনি উম্মাহর উপর আক্রমণ এলে সবার একসাথে দাঁড়ানো উচিত কেউ কলম দিয়ে, কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ শক্তি দিয়ে, কেউ দোয়া দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মুমিনদের একে অপরের সহায়ক বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা দেয় (সূরা তওবা: ৭১)।

আজ আমরা "উম্মাহ" শব্দটাই ভুলতে বসেছি। আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে বাংলাদেশি, ভারতীয়, আরবি, অনলাইন এক্টিভিস্ট কিংবা অফলাইন এক্টিভিস্ট। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন এক দেহের মতো আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদ, উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ন্যায়বিচার, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর দানশীলতা এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর শৌর্য, সব মিলিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠিত হয়েছিল। মদিনায় হিজরতের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছিলেন, তা ছিল এই "এক দেহ" দর্শনেরই বাস্তব প্রতিফলন; আনসাররা নিজেদের সম্পদের অর্ধেক পর্যন্ত মুহাজির ভাইদের সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু আজকের সমস্যা হলো, গাজা কিংবা বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের উপর নির্যাতনের খবর দেখে আমরা কেবল একটি "স্যাড রিয়েক্ট" দিয়েই যেন দায়িত্ব শেষ করি; দেহের মতো প্রকৃত ব্যথা অনুভব করি না। নিজের ক্যারিয়ার, নিজের পরিবার ঠিক থাকলেই যেন আমাদের চলে, পাশের মানুষের খোঁজ রাখি না। বরং সামান্য মতপার্থক্যেই একে অপরকে কাফের বা মুনাফিক আখ্যা দিই, যার ফলে দেহ নিজেই নিজেকে কাটতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ওঠে অথচ মুসলমানদের বিষয়ে চিন্তা করে না, সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয় (মুস্তাদরাকে হাকিম: ২০)। বিচ্ছিন্ন ইট দিয়ে যেমন কোনো ইমারত দাঁড়ায় না, তেমনি আমরা আজ কোটি কোটি সংখ্যায় থেকেও অসহায়, আর অন্যের দুয়ারে হাত পাতি। তাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এক ভাইয়ের অপর ভাইয়ের পাশে সদা থাকা অপরিহার্য।

"এক দেহের উপমা" নিছক কোনো আবেগী কথা বা বক্তৃতা নয়, এটি ঐক্যের প্রকৃত সূত্র। একটি দেহের হাত যদি পা-কে লাথি মারে, তাহলে লাভ কার হয়? ক্ষতি হয় সবারই। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সতর্ক করে বলেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে তোমরা ভীরু হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে (সূরা আনফাল: ৪৬)। এই আয়াতটিই যেন উম্মাহর বিভক্তির চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে সবচেয়ে স্পষ্ট সতর্কবার্তা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই তাওফিক দান করুন, যাতে আমরা প্রকৃত অর্থেই "এক দেহ" হতে পারি— যেখানে একজনের চোখের পানি মানেই সবার চোখের পানি, একজনের বিজয় মানেই সবার বিজয়। কেননা কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না তুমি কোন দলের ছিলে; তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য কী করেছো। আসুন, সেই প্রশ্নের উত্তর যেন আমাদের লজ্জিত না করে।

শিক্ষক, পীস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

দলবদ্ধ ধর্ষণে স্কুলছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, বিএনপি নেতাসহ মামলার আসামি ৫

ঢাকা ডেস্ক

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় দলবদ্ধ ধর্ষণে এক স্কুলছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বিএনপি নেতাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার পর আবু মিয়াকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে প্রধান আসামি কেন্দুয়া পৌর বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক বকুল মিয়া পলাতক।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বৃহস্পতিবার মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মামলার অন্য আসামিরা পলাতক, বিএনপি নেতাও। তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এর আগে মঙ্গলবার রাতে ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে কেন্দুয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলাটি করেন।

মামলার এজাহার ও ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভুক্তভোগী স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর বিএনপি নেতা বকুল মিয়া তাকে একটি বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের ঘটনা মোবাইল ফোনে ধারণ করে রাখা হয়। পরে ওই ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়।

নিউ ইয়র্কে 'চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার বার্ষিক বনভোজন ও চাটগাঁইয়া মিলনমেলা

জলি আহমেদ, নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী চট্টগ্রামবাসীদের সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন 'চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক'-এর পারিবারিক উৎসব বার্ষিক বনভোজন ২৩শে আগস্ট (রবিবার) অত্যন্ত সফলভাবে ও আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। নিউইয়র্কের কুইন্সের ছায়াঘেরা ও মনোরম পরিবেশের জন্য বিখ্যাত ফ্লাশিং ম্যাডোস করোনা পার্ক (Meadow Lake)-এ দিনব্যাপী এই মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসের যান্ত্রিক জীবন থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে দেশীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে এই মেগা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী,সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এম বিল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুদ হোসেন সিরাজী সকল প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী, আমন্ত্রিত অতিথি এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম-৯ আসনের নব নির্বাচিত সাংসদ "আবু সুফিয়ান" অনুষ্ঠান উদ্ভোদন করেন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও টাইটেল স্পনসর হিসেবে ছিলেন গোল্ডেন এজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী সহ আরো অনেকে।

চট্টগ্রাম-৯ আসনের নব নির্বাচিত সাংসদ "আবু সুফিয়ান" অনুষ্ঠান উদ্ভোদন করে চট্টগ্রামবাসীর স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ট্রাস্টি বোর্ড, চেয়ারম্যান শাহজাহান সিরাজী, বলেন ঐক্যবদ্ধ সমিতির কোন বিকল্প নাই।

চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন, আমি চট্টগ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ, এত সুন্দর একটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য। ভবিষ্যতে আরো সুন্দর করে, আর বড় পরিসরে এমন আয়োজনের চেষ্টা থাকবে। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এম বিল্লা উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা সুন্দর পরিবেশে বনভোজনের আয়োজনের চেষ্টা করেছি। আমাদের যদি কোন ভুলত্রুটি থাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। যারা এই পিকনিকে অংশ নিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গোল্ডেন এজের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ বলেন ,আমি বলব ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। সবাইকে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে হবে। আজকের এই আয়োজন প্রমাণ করে যে চিটাগাংবাসী ঐক্যবদ্ধ ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী। তিনি বলেন, আমেরিকা আসার পর থেকেই চিটাগাংবাসির সাথে আমার একটা সম্পর্ক রয়েছে। তাদের আজকের চমৎকার আয়োজন অসাধারণ ছিল।

সব নয়, শুধু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়, তা নিশ্চিত করাও এর লক্ষ্য।

ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করার খবরটি প্রথম প্রকাশ করে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস। পত্রিকাটি জানায়, মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে যেসব অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীর সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারিত ছিল, তাঁদের ই-মেইলে জানানো হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পুনর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। নতুন তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এ অভিযান বৈষম্যমূলক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করছে।

সংগঠনগুলো আরও বলছে, এ কঠোর অভিযানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য। তাদের আশঙ্কা, তাঁরা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে সন্দেহ বা বিশেষ নজরদারির শিকার হচ্ছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসন বৈধ অভিবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে।

নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ধ্বসে নিহত ৩৯০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্যার ভয়াবহতা উঠে এসেছে। একসময়ের প্রাণবন্ত গ্রামগুলোর ঘরবাড়ি এখন কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে।

বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডব: প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, পাহাড়ি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে বন্যার পানি ধেয়ে আসছে। এতে গ্রামগুলো পানিতে ডুবে গেছে এবং বহু সেতু ভেসে গেছে।

রেডক্রসের (আইএফআরসি) নেপাল প্রধান ডেভিড ফিশার জানান, এই বন্যায় কিছু গ্রাম ও ব্যস্ততম বাজার এলাকা পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেছে।

নেপাল পুলিশ সর্বশেষ ৩৮৯ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। এখনো প্রায় ৯০০ মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৪২ জন ভারতের নাগরিক। নেপালের পর্যটন বোর্ড জানিয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের পর্যটক আছেন।

অন্যদিকে তিব্বত সীমান্তের জিরং শহরে তিনজন মারা গেছেন এবং পাঁচ শতাধিক নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ। চীনের সংবাদমাধ্যম এ তথ্য জানিয়েছে। তিব্বত অংশের একটি সিসিটিভি (ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা) ফুটেজে দেখা গেছে, কাদার এক বিশাল ঢেউ একটি বহুতল ভবনের ওপর আছড়ে পড়ছে। কাদার তোড়ে গাড়ি ও বাসগুলো খেলনার মতো ভেসে যাচ্ছে।

নিহত ও নিখোঁজদের অনেকেই তীর্থযাত্রী। প্রশ্ন উঠেছে, কেন হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর পৃথিবীর অন্যতম দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এই তীর্থযাত্রায় অংশ নেন? কৈলাস-মানস সরোবর যাত্রা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও বন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি পবিত্র তীর্থযাত্রা। যাত্রার মূল গন্তব্য চীনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত কৈলাস পর্বত (উচ্চতা ৬,৬৩৮ মিটার) এবং মানস সরোবর হ্রদ।

হিন্দু ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, কৈলাস পর্বত হলো ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর আবাসস্থল। অপরদিকে মানস সরোবরকে এমন এক পবিত্র হ্রদ হিসেবে দেখা হয়, যেখানে স্নান করলে পাপমোচন হয় এবং মোক্ষলাভের পথ সুগম হয়। বৌদ্ধদের কাছে কৈলাস 'কাং রিনপোচে' নামে পরিচিত এবং এটি আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। জৈন ধর্মে বিশ্বাস করা হয়, প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেব এখানেই মোক্ষ লাভ করেছিলেন। বন ধর্মেও পাহাড়টি সর্বোচ্চ পবিত্র স্থানের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধের পর প্রায় দুই দশক এই যাত্রা বন্ধ ছিল। পরে ১৯৮১ সালে দুই দেশের সমঝোতার ভিত্তিতে এটি পুনরায় চালু হয়।

হিমবাহ ধসে ভয়াবহ বন্যা: ইউএসজিএস

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) জানিয়েছে, হিমবাহ ধসে—অর্থাৎ কোনো হিমবাহের বরফের বড় একটি অংশ ভেঙে ঢাল বেয়ে নিচে পড়ে গেলে নেপাল ও চীনে ভয়াবহ এ বন্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবারের হিমবাহ ধসের ঘটনা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, শুরুতে ইউএসজিএস এটিকে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্প হিসেবে শনাক্ত করেছিল।

পরে ইউএসজিএস জানায়, আশপাশের সিসমিক স্টেশন থেকে পাওয়া অতিরিক্ত তথ্য, দীর্ঘ-পর্যায়ের ভূকম্পন তরঙ্গ এবং স্যাটেলাইটের ছবি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এটি আসলে হিমবাহ ধস ও ধ্বংসাবশেষের স্রোত (debris flow) ছিল। সেখানে কোনো ভূমিকম্প হয়নি।

ইউএসজিএসের পরবর্তী আপডেটে বলা হয়, এই হিমবাহ ধসের ফলে নদীর নিম্নপ্রবাহে ভয়াবহ বিপর্যয়কর প্রভাব পড়েছে।

এদিকে নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (NDRRMA) তথ্য অনুযায়ী, একটি হিমবাহ-সৃষ্ট হ্রদের পানি হঠাৎ বেরিয়ে আসার পর এ তুষারধস সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড (WWF) জানিয়েছে, নেপালের হিমবাহগুলো বছরে সর্বোচ্চ ১৫ মিটার (প্রায় ৫০ ফুট) পর্যন্ত পিছিয়ে যাচ্ছে।

হিমবাহের এই পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ের ঢালগুলো অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং অস্থিতিশীল জলাধার বা জলাশয় তৈরি হতে পারে। এর ফলে প্রাণঘাতী বন্যার সৃষ্টি হতে পারে।

নারায়ণী থেকে গণ্ডক

নারায়ণী নদীর উৎপত্তি তিব্বত-নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি। নেপালের মুস্তাং অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীটি ত্রিবেণী ধাম এলাকায় ভারত-নেপাল সীমান্ত অতিক্রম করে বিহারের বাল্মীকিনগরে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশের পর নদীটি গণ্ডক নামে পরিচিত।

বাল্মীকিনগর থেকে গণ্ডক নদী উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হাজীপুর ও সোনপুরের কাছে গঙ্গা নদীতে মিশেছে।

ফলে নেপালের নারায়ণী নদীতে পানির উচ্চতা বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে ভারতের গণ্ডক নদীতে। এতে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর বিহারে বন্যার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ঝুঁকিতে উত্তর প্রদেশ ও বিহার

নেপালে প্রবাহিত নারায়ণী নদীই ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশের পর গণ্ডক নামে পরিচিত। ফলে নেপালে আকস্মিক বন্যা ও নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে তার প্রভাব সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারেও পড়তে পারে। সম্প্রতি নেপালে হিমবাহ-সৃষ্ট হ্রদ ভেঙে আকস্মিক বন্যার পর দুই রাজ্যে বন্যার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিহারের পশ্চিম চম্পারণ, পূর্ব চম্পারণ, গোপালগঞ্জ, সারন, মুজাফফরপুর ও বৈশালীসহ বিভিন্ন জেলায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সীতামঢ়ী ও শেওহরকেও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকায় রাখা হয়েছে।

মার্কিন নাগরিকের জীবনযাত্রায় কতটা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাথাপিছু দায় দাঁড়ায় প্রায় ১ লাখ ১৭ হাজার ডলার। তবে বাস্তবে প্রত্যেক নাগরিককে এই অর্থ সরাসরি পরিশোধ করতে হয় না। এর প্রভাব আসে অন্য পথে।

সরকার বাজেট ঘাটতি মেটাতে যখন আরও বেশি বন্ড বিক্রি করে, তখন বিনিয়োগকারীরা তুলনামূলক বেশি সুদ দাবি করতে পারেন। সরকারি ঋণের সুদ বাড়লে দীর্ঘমেয়াদি সুদের হারও বাড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাঋণ, গৃহঋণ ও ব্যবসায়িক ঋণের সুদের হার অনেকাংশে ১০ বছরের ট্রেজারি বন্ডের সুদের হারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অর্থাৎ ওয়াশিংটনের ঋণ বাড়লে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী, বাড়ি কিনতে চাওয়া পরিবার কিংবা ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চাওয়া উদ্যোক্তার ঋণের কিস্তিতেও পৌঁছাতে পারে।

শিক্ষার্থীর বাড়তি খরচ প্রায় ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত

একটি উদাহরণে ধরা হয়েছে, ২০২৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একজন শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে ৪৫ হাজার ডলার এবং পরবর্তী দুই বছরের উচ্চশিক্ষায় আরও ৩০ হাজার ডলার ঋণ নেবেন। বর্তমান ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১০ বছরের মেয়াদে তার মোট পরিশোধের পরিমাণ হতে পারে প্রায় ১ লাখ ৩ হাজার ৬৪৫ ডলার।

সরকার বাজেট ঘাটতি কমাতে সক্ষম হলে মোট খরচ কিছুটা কমে প্রায় ১ লাখ ২ হাজার ৭৭৬ ডলারে নামতে পারে। কিন্তু ঘাটতি আরও বেড়ে গেলে তা প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার ৬৪৮ ডলারে উঠতে পারে।

আর ২০২৯ সালে মাত্র এক সপ্তাহের সরকারি ঋণখেলাপির মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে ওই শিক্ষার্থীর মোট পরিশোধ বেড়ে প্রায় ১ লাখ ৬ হাজার ৪৯৫ ডলার হতে পারে।

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সুদের হার ১৯৮০-এর দশকের মতো উচ্চ পর্যায়ে উঠে গেলে মোট পরিশোধ দাঁড়াতে পারে প্রায় ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৩৬ ডলারে—বর্তমান পরিস্থিতির তুলনায় প্রায় ২০ হাজার ডলার বেশি।

বাড়ি কিনতেও বাড়বে খরচ

জাতীয় ঋণের চাপ শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর নয়, বাড়ি কিনতে চাওয়া পরিবারগুলোর ওপরও পড়তে পারে।

বিশ্লেষণে ৬ লাখ ডলারের একটি বাড়ি এবং ২০ শতাংশ অগ্রিম পরিশোধের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ২০৩১ সালে বাড়ি কিনলে সরকারের অপেক্ষাকৃত ভালো ও খারাপ ঋণ পরিস্থিতির মধ্যে মোট বন্ধকী ঋণ পরিশোধের ব্যবধান প্রায় ২৫ হাজার ডলার হতে পারে।

কিন্তু ২০৩৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে পরিস্থিতি আরও ব্যয়বহুল হতে পারে। ঘাটতি বেশি থাকলে একটি পরিবার বর্তমান ধারার তুলনায় প্রায় ২৪ হাজার ডলার বেশি দিতে পারে। আর বড় ধরনের সুদের হার সংকট দেখা দিলে অতিরিক্ত ব্যয় ২ লাখ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে—যা প্রায় ১৯ দশমিক ২ শতাংশ বেশি।

এমন পরিস্থিতিতে সরকারি ঋণের চাপ একটি পরিবারের আবাসন ব্যয়ের পাশাপাশি শিশুদের দেখাশোনা ও বয়স্ক পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদি যত্নের খরচ সামলানো আরও কঠিন করে তুলতে পারে।

ছোট ব্যবসাতেও বাড়বে ঋণের খরচ

ছোট ব্যবসার উদ্যোক্তারাও জাতীয় ঋণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবেন না।

বিশ্লেষণে ২০৩১ সালে ১ লাখ ডলার এবং ২০৩৬ সালে আরও ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের দুটি ব্যবসায়িক ঋণের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান ধারার পরিস্থিতিতে এই ঋণের মোট পরিশোধ প্রায় ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৭৪৭ ডলার হতে পারে।

সরকার ঘাটতি কমাতে পারলে উদ্যোক্তার প্রায় ৬ হাজার ৩০০ ডলার সাশ্রয় হতে পারে। বিপরীতে ঘাটতি আরও বেড়ে গেলে অতিরিক্ত খরচ হতে পারে প্রায় ৬ হাজার ৫০০ ডলার।

এক সপ্তাহের সরকারি খেলাপি হলে বাড়তি খরচ প্রায় ২০ হাজার ডলারে পৌঁছাতে পারে। আর চরম সুদহার সংকটে অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে প্রায় ৬৫ হাজার ডলার, যা বর্তমান ধারার তুলনায় প্রায় ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।

অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে চাপটা অন্যরকম

অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঋণের সুদের হারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। এখানে মূল উদ্বেগ সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল নিয়ে।

কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের রিজার্ভ ২০৩২ সালে শেষ হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেস নতুন ব্যবস্থা না নিলে আইন অনুযায়ী তখন যে পরিমাণ বেতনভিত্তিক কর সংগ্রহ হবে, তার ওপর নির্ভর করেই সুবিধা দেওয়ার সক্ষমতা সীমিত হয়ে যেতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে, ২০৩২ সালে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাসিক সুবিধা ২ হাজার ৪৬৬ ডলার হওয়ার কথা থাকলে তা কমে প্রায় ২ হাজার ২৯৩ ডলারে নেমে আসতে পারে। অর্থাৎ মাসে প্রায় ১৭৩ ডলার কম। ২০৩৬ সালের দিকে এই ব্যবধান আরও বড় হয়ে মাসে প্রায় ৭৫৪ ডলারে পৌঁছাতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পুরোপুরি বজায় রাখতে সরকারকে ২০৩২ থেকে ২০৩৬ সালের মধ্যে প্রায় ২ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার সাধারণ তহবিল থেকে স্থানান্তর করতে হতে পারে। কিন্তু এতে আবার জাতীয় বাজেট ঘাটতি আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।

ঋণের বোঝা শেষ পর্যন্ত কার?

বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো—জাতীয় ঋণ কোনো বিমূর্ত সংখ্যা নয়। এর প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। একজন তরুণের শিক্ষাঋণের কিস্তি বাড়তে পারে। বাড়ি কিনতে চাওয়া পরিবারকে দিতে হতে পারে অতিরিক্ত সুদ। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোক্তার ঋণ ব্যয়বহুল হতে পারে। আর অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কমে যেতে পারে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা।

দ্য কনফারেন্স বোর্ডের বিশ্লেষণে আগামী দশকের জন্য পাঁচটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়েছে। বর্তমান বাজেট ঘাটতির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩৬ সালে জাতীয় ঋণ মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১৫৪ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে তা প্রায় ১২৬ শতাংশে সীমিত থাকতে পারে। বিপরীতে ঘাটতি আরও বেড়ে গেলে ঋণ জিডিপির প্রায় ১৮০ শতাংশে পৌঁছানোর ঝুঁকি রয়েছে।

সামনে কী করতে পারে কংগ্রেস?

বিশ্লেষণটি জাতীয় ঋণ ও বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে দ্বিদলীয় অর্থনৈতিক কমিশন গঠন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অর্থায়ন সংস্কার, মেডিকেয়ার ব্যয় কাঠামোর আধুনিকায়ন এবং কেন্দ্রীয় বাজেট প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মতো পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেছে।

মূল প্রশ্ন এখন একটাই—যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকেরা জাতীয় ঋণের লাগাম টানতে কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

কারণ ৪০ ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণ শুধু সরকারের হিসাবের খাতায় থাকা একটি বিশাল সংখ্যা নয়। এর প্রভাব নির্ধারণ করতে পারে আগামী দশকে একজন শিক্ষার্থীর ঋণ কত হবে, একটি পরিবারকে বাড়ির জন্য কত টাকা দিতে হবে, একজন উদ্যোক্তার ব্যবসা সম্প্রসারণ কতটা ব্যয়বহুল হবে এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাস শেষে কতটুকু সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা হাতে পাবেন।

নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে কমলগঞ্জ সোসাইটির বনভোজন ও মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে কমলগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ, ইনক.-এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা। রোববার (২৩ আগস্ট) ব্রংকসের দৃষ্টিনন্দন পেলহাম বে পার্কে দিনব্যাপী এ আয়োজনে নিউইয়র্কসহ আশপাশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে প্রবাসী কমলগঞ্জবাসী পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন।

এদিন কর্মব্যস্ত জীবনের ক্লান্তি ভুলে প্রকৃতির মাঝে প্রবাসীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস পার্কটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলে। দিনব্যাপী এই আয়োজনে ছোট-বড় সবার জন্যই ছিল বিনোদনের নানা ব্যবস্থা। ঐতিহ্যবাহী হাড়ি ভাঙা, নারীদের জনপ্রিয় বালিশ খেলা, বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং বড়দের প্রাণবন্ত ভলিবল খেলা উপস্থিত সবাইকে দারুণভাবে আনন্দিত করে।

অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড স্পন্সর ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'গ্রী মেকানিক্যাল ইয়ংকার্স'-এর স্বত্বাধিকারী তোফায়েল চৌধুরী। তিনি বলেন, কর্মব্যস্ত প্রবাসজীবনে এমন আয়োজন আমাদের সবাইকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। কমলগঞ্জ সোসাইটির এই সুন্দর উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও আমরা সবাই মিলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে কমলগঞ্জের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব।

বনভোজনে পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন ইত্যাদি গার্ডেন অ্যান্ড গ্রিলের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাকিল আবু নুমান, এক্সিট রিয়েলটি প্রিমিয়ারের রিয়েলটর আহমেদ হাসান, মেডোব্রুক ফাইন্যান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকের মর্টগেজ লেন্ডার আজাদুল ইসলাম, ডিএমটি গ্লোবাল ইনক., কেআইএম অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস পিসির পক্ষে অ্যাডভোকেট রেদ্বানা রাজ্জাক সেতু এবং স্পাইস আপ রেস্তোরাঁ।

সংগঠনের সভাপতি এম রহমান ফরিদ এবং সাধারণ সম্পাদক সাদেক সরওয়ার চৌধুরীর যৌথ নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ শাহজাদ আলী, আব্দুর রশীদ চৌধুরী, মহানন্দ দেবনাথ, কামরুল হাসান বলবন্ত ও কামরুন্নাহার ইসলাম। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য অধ্যাপক নরেন্দ্র বিকাশ দত্ত, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, আব্দুল শাহিদ হামজা ও মোহাম্মদ মহসিন সেলিম।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি তুহিন খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক এমদাদুর রহমান বুলবুল, কোষাধ্যক্ষ রিটন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ হাসান তপু, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর চৌধুরী সায়মন, দপ্তর সম্পাদক কাজী মুমিনুর রশীদ, প্রচার সম্পাদক বেলাল আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফাতেমা তুজ জোহরা হাসান মায়ূ এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুরজিৎ কিশোর দাস চৌধুরী।

আরও উপস্থিত ছিলেন, কার্যকরী সদস্য মাহবুব আলম (রহিমপুর ইউনিয়ন), মাহবুবুর রহমান (পতন উষার ইউনিয়ন), মিটু মিঞা (মুন্সিবাজার ইউনিয়ন), সৈয়দ আলমগীর হোসেন (শমশেরনগর ইউনিয়ন), সৈয়দ সাইফুর (কমলগঞ্জ সদর ইউনিয়ন), রুমন চৌধুরী (কমলগঞ্জ পৌরসভা), মহসিন আহমেদ (আলীনগর ইউনিয়ন), ইন্দ্রজিৎ সিংহ (আদমপুর ইউনিয়ন), সত্যজিৎ সিংহ (মাধবপুর ইউনিয়ন) এবং শাহিনা রহমান (ইসলামপুর ইউনিয়ন)।

আয়োজনের শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। এ সময় বিজয়ীদের মধ্যে নগদ অর্থের পাশাপাশি ল্যাপটপ, ফ্রিজ, টিভি, আইপ্যাড, অ্যাপল ওয়াচসহ বিভিন্ন উপহার তুলে দেওয়া হয়। প্রবাসে নিজেদের শিকড় ও ঐতিহ্য ধরে রাখা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও জোরদারের প্রত্যয় নিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন ও মিলনমেলার সমাপ্তি ঘটে।

নিউইয়র্কে নবাবগঞ্জ উপজেলা অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে নবাবগঞ্জ উপজেলা অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের ২০তম বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৩ আগস্ট) লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য, পরিবার-পরিজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা অংশ নেন। দিনব্যাপী আয়োজনটি পরিণত হয় প্রবাসী নবাবগঞ্জবাসীর এক আনন্দঘন পারিবারিক মিলনমেলায়।

বনভোজনকে ঘিরে ছিল নানা ধরনের খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতা। নারী, পুরুষ ও শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রবাসী নবাবগঞ্জবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা আনন্দে মেতে ওঠেন। খেলাধুলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আয়োজক ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়।

দিনব্যাপী আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা গান, নৃত্যসহ বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশ নেন। প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পুরো আয়োজনকে আরও আনন্দমুখর করে তোলে।

বনভোজন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন খালিদ আহমেদ বাবু এবং সদস্যসচিব ছিলেন আসাদ জামান। সংগঠনের সভাপতি গোলাম এন হায়দার মুকুট ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নজরুল ইসলামসহ নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন।

আয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. গিয়াস উদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন মো. ইউসুফ বিজু। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জাহিদ আলম এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন তানভীর মিলন ও আব্দুর রশিদ বাবু। গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলেন নূর আমিন।

আয়োজকরা জানান, প্রতিবছরের মতো এবারও বনভোজনের মাধ্যমে নবাবগঞ্জবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ঐক্য আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনটি উপভোগ করেন অংশগ্রহণকারীরা।

ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান ও জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।। রোববার (২৩ আগস্ট) দিনব্যাপী ফোর্ট হান্ট পার্কে এ আয়োজন করে বাংলাদেশি-আমেরিকান আইটি পিপলস অর্গানাইজেশন, বাইটপো। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চট্টগ্রামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ মেজবান অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চট্টগ্রামের কৃতী সন্তান, গ্লোবাল ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট ও সিপিএ রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম; ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক; মন মাউথ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব সোশ্যাল ওয়ার্কের ডিন এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. গোলাম এম. মাতব্বর; কাইফ ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. ফাইজুল ইসলাম এবং ই-লার্নিংয়ের পথিকৃৎ, চট্টগ্রামের খান বাড়ির সন্তান অধ্যাপক ড. বদরুল হুদা খান।

আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বাংলা গানের কিংবদন্তি শিল্পী ও বাংলাদেশের ব্যান্ড সংগীতের ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র নকীব খান। গান পরিবেশনের জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন ডিসিতে আসেন তিনি। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী প্রতীক হাসান।

অধ্যাপক ড. বদরুল হুদা খানের রচনায় উদ্বোধনী সংগীত 'চল মেজ্জানে' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক পর্ব শুরু হয়। এতে অংশ নেন বাইটপোর শিল্পীরা। এরপর একে একে গান পরিবেশন করেন মাহবুব হোসেন অরুণ, আদিল রহমান, শোয়েব রহমান, ডেভিড গোরস্কি ও সীমা খান। নৃত্য পরিবেশন করেন নতুন প্রজন্মের শিল্পী সুদীতি সরকার ও অদিতি সরকার। ফ্যাশন শোতে অংশ নেন সারা, দিশা ও স্মিতা দম্পতি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন কচি খান।

অনুষ্ঠান সফল করতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন দীন খালেদ, শরীফ আহমেদ, তানভীর আজিজ, স্বপন ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার জাহানারা ভূঁইয়া, কাজী আক্তার বাঁধন, মো. কাজল, সারা গোরস্কি, মিষ্টি সরকার, শুভ্র সরকার, খুরশীদ সাব্বির, কচি খান, মোহাম্মদ নাইম উদ্দীন অভি, সাইফুল্লাহ খালেদ, এম. এ. করিম, মোহাম্মদ মোল্লা, মামুন মোতালিব, মো. হাসান, কামাল, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ মিয়া সারওয়ার, আবদুল কোরেশী, হারুনুর রশীদ, শফিক মোল্লাহ ও স্যাম রিয়া।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনার পাশাপাশি আয়োজন করা হয় রেফেল ড্র। এতে তিনজন ভাগ্যবান বিজয়ী যথাক্রমে ডায়মন্ড রিং, টেলিভিশন ও ল্যাপটপ জিতে নেন।

জামায়াত আমির
চব্বিশ ফাইনাল যুদ্ধ নয়, রিহার্সাল

ঢাকা ডেস্ক

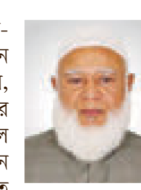
শফিকুর রহমান

চব্বিশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ফাইনাল যুদ্ধ নয়, বরং যুদ্ধের রিহার্সাল বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, মূল যুদ্ধের আগে বাহিনী তৈরি হয়, তাদের কসরত করতে হয়, রিহার্সাল দিতে হয়। তারা যেন চব্বিশকে ফাইনাল যুদ্ধ মনে না করে, এটা ছিল ফাইনাল যুদ্ধের রিহার্সাল।

রোববার রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি মিলনায়তনে আয়োজিত সিরাতুন্নবী (সা.) সেমিনার ও রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

শফিকুর রহমান অভিযোগ করেন, 'ফ্যাসিবাদের দোসররা' ন্যারেটিভ নির্মাণে নেমে পড়েছে। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, চব্বিশে যে মানুষগুলো জেগে উঠেছিল, তারা সবাই মারা যায়নি, তারা ঘুমিয়ে পড়েনি। তারা সজাগ দৃষ্টিতে সবকিছু প্রত্যক্ষ করছে।

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, তাঁরা মনে করেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদের ময়লা-আবর্জনা' পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু সেটি পরিষ্কার না হয়ে 'আবর্জনার কলেবর' আরও বাড়ছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন, সেলিম-আলী প্যানেলের মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে কমিউনিটির সাথে মতবিনিময় করেছেন সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন সেলিম–আলী প্যানেল।

গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের অ্যাস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ও সংগঠক দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তারা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কমিউনিটির সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের কাছে পৌঁছানো এবং সেলিম–আলী প্যানেলের প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে সকলকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তব্যে প্রবীণ নেতা ও সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার কথা তুলে ধরা হয়। সেইসাথে সেলিম–আলী পরিষদের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সংখ্যায় বিজয়ী করার আশাবাদও ব্যক্ত করেন বক্তারা।

অনুষ্ঠানে সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের সঙ্গে খারাপ ভাষা ব্যবহার না করে বিনয়, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্মানের সঙ্গে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রসঙ্গত, এবারের বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন আগামী ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার কারণে তারিখ পরিবর্তন করে ২৫ অক্টোবর করা হয়েছে। এবারের নির্বাচনে প্রায় ৩৫ হাজারের বেশি ভোটার ভোট দেবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

মিশিগানে বড়লেখা সোসাইটির নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বড়লেখা সোসাইটি অব মিশিগানের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ আগস্ট ওয়ারেন শহরের একটি রেস্তোরাঁয় এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন।

সংগঠনের সভাপতি হাবিব রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মুহিবুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মিশিগান প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির আমন্ত্রিত অতিথিরা বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আসাদ উদ্দিন নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথবাক্য পাঠ করান। পরে সহকারী নির্বাচন কমিশনার আবদুল কুদ্দুস আবু ও মোহাম্মদ আব্দুস শুকুর নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

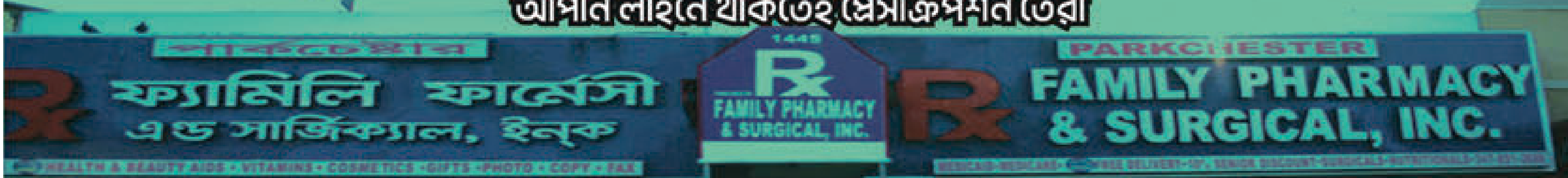

এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services
IRS e-file
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জব হেল্প এন্ড এপ্লিকেশন প্রসেসিং সার্ভিসেস
Job Help & Application Processing Services
917-500-3937
আমাদের সার্ভিসসমূহ
• পোস্টাল জব
• ফেডারেল জব
• স্টেট জব
• এম.টি.এ জব
• সিটি জব
• রেজুমী তৈরি
• কাভার লেটার
• সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
• নিউ পাসপোর্ট/ রিনুয়েল
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ
• ফুড স্ট্যাম্প
• ডিজএবিলিটি (SSI)
• স্যোসাল সিকিউরিটি (SS)
• রিটায়ারম্যান্ট বেনিফিড
Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh
বিশ্বাসযোগ্যতা দক্ষতা সেবাই আমাদের প্রতিশ্রুতি
148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

জান্নাত, বিসমিল্লাহ, জমজম ড্রাগস ও আস-সালাম ফার্মেসি
JANNAT Rx PHARMACY
সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান
জ্যাকসন হাইটস
জান্নাত ফার্মেসি
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041
Fax: 718-732-4287
Email: jannatpharmacy@gmail.com
উডসাইড
বিসমিল্লাহ ফার্মেসি
6409 Broadway, Woodside NY 11377
Phone: 718-685-2017
জ্যামাইকা
আস-সালাম ফার্মেসি
(সাটফিন বুলেবার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক, ১১৪৩৫
Phone: 718-291-0717
ব্রঙ্কস
জমজম ড্রাগস ফার্মেসি
3105 Bainbridge Ave Bronx, NY 10467
Phone: (347) 899-8930
আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, Food Stamp & OTC Card
Sim Activation
Bill Pay & Flexiload
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
বাংলায় ঔষধ সেবনের নির্দেশনা
Free Delivery
10% Senior Discount
Halal Vitamin & Supplements
5c Copy $1 Fax
Phone Card & Flexiload
Huge 99c Sections
Open: Monday-Saturday, 10:00 am to 8:00

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার
Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

এইচ-১বি ভিসায় ১ লাখ ৩ হাজার ডলার ফি প্রস্তাব ট্রাম্প প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষ বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য ব্যবহৃত এইচ-১বি ভিসায় নতুন করে ১ লাখ ৩ হাজার ২৬৫ ডলার ফি আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সোমবার প্রকাশিত একটি প্রস্তাবিত বিধিমালায় এ তথ্য উঠে এসেছে। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, এইচ-১বি ভিসার মাধ্যমে বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তাকে এই বিপুল অঙ্কের অর্থ দিতে হবে। প্রস্তাবিত বিধিমালায় বলা হয়েছে, এই ফি থেকে পাওয়া অর্থ বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় অভিবাসন আদালত এবং ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইস) কার্যক্রমে অর্থায়নের বিষয়টিও রয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, এইচ-১বি কর্মসূচি ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি কর্মীদের মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই কর্মসূচিটিতে কঠোরতা আনার অংশ হিসেবে উচ্চ ফি আরোপের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগে একই ধরনের উচ্চ ফি আরোপের চেষ্টা করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তবে আদালত সেই উদ্যোগ বাতিল করে দেয়। এবার আইনি বাধা কাটিয়ে নতুন প্রস্তাবের মাধ্যমে একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য দক্ষতাভিত্তিক খাতে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগে যুক্তরাষ্ট্রের এইচ-১বি ভিসা দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন করে ১ লাখ ডলারের বেশি ফি আরোপ করা হলে বিদেশি দক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বড় ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রস্তাবটি কার্যকর হলে বিশেষ করে প্রযুক্তি খাতসহ যেসব শিল্পে বিদেশি দক্ষ কর্মীর ওপর নির্ভরতা বেশি, সেসব প্রতিষ্ঠানে এর প্রভাব পড়তে পারে।

বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট যুক্তরাষ্ট্রে'র ২১ সদস্যের কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

'বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট যুক্তরাষ্ট্রে'র ১২১ সদস্যের কমিটির প্রথম ধাপে ২১ সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি নিউইয়র্কের ওজনপার্কের লিবার্টি অ্যাভিনিউতে এক ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত সভায় এই কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভায় প্রধান উপদেষ্টা জাকের এইচ চৌধুরী নতুন কমিটির ২১ সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন মোতাহার হোসেন ও সালে আহম্মদ মানিক। সভাপতি হিসেবে নাছিম আহম্মেদ, সিনিয়র সহসভাপতি শামীম মাহমুদ, সহসভাপতি মোরশেদ আলম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আল মামুন সবুজের নাম ঘোষণা করা হয়।

কমিটিতে সহসাধারণ সম্পাদক হিসেবে হারুন আর রশিদ, মশিউর রুবেল, আব্দুল করিম ও মাফুজুর রহমান দায়িত্ব পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ফরহাদ মৃধা এবং সহসাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নুজরুল ইসলাম খান দায়িত্ব পেয়েছেন। প্রচার সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন সাদ্দাম হোসেন।

সভায় বক্তারা বৃহত্তর নোয়াখালীর প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা এবং সংগঠনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পর্যায়ক্রমে ১২১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটির বাকি সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়।

অনুষ্ঠান চলাকালে বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের আসন্ন নির্বাচনে কুনু-ফিরোজ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত সবার কাছে দোয়া ও ভোট কামনা করেন। তিনি নির্বাচনে তাকে সমর্থন করার জন্য প্রবাসী নোয়াখালীবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বৃহত্তর নোয়াখালীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচি সোমবার

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে সাউথ জারসির বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (বিএএসজে) উদ্যোগে আগামী সোমবার (৩১ আগস্ট) 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ঐদিন বিকেল পাঁচটায় আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমাউনট অ্যাভিনিউয়ের বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি সহ অন্যান্য কমিউনিটির শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে স্কুলব্যাগ ও প্র প্রয়োজনীয় শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হবে। আয়োজন প্রসঙ্গে বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে এই প্রয়াস অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে বলে তারা আশা করছেন। বিএএসজের এই উদ্যোগ স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

নিউইয়র্কে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল ও মেজবান ৬ সেপ্টেম্বর

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে উদযাপিত হতে যাচ্ছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবান। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর (রোববার) সন্ধ্যা ৬টায় জ্যাকসন হাইটসের 'নবান্ন পার্টি হলে' এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

'ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) আয়োজক কমিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনক' এর উদ্যোগে এ মিলাদ মাহফিল ও মেজবান অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শামসুল আলম চৌধুরী এবং সদস্য সচিব মোহা. সেলিম (হারুন) সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মাহফিল ও ঐতিহ্যবাহী মেজবান সফল করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মাত্র ছয় মাসে বিএনপি বিগত সরকারের চেয়ে বেশি কাজ করেছে: মঈন খান

ঢাকা ডেস্ক

মঈন খান

নরসিংদীর পলাশে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের জন্য ছয় মাস দীর্ঘ সময় না হলেও নির্বাচনের আগে দেওয়া তারেক রহমানের প্রতিশ্রুতিগুলো একে একে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বুধবার বিকেলে পলাশ উপজেলা মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়ামে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য। পলাশ উপজেলা ও ঘোড়াশাল পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ড. আবদুল মঈন খান বলেন, বিএনপি জনগণের কল্যাণে কাজ করে। বিগত সরকার ১৭ বছরে যা করতে পারেনি, ক্ষমতায় এসে মাত্র ছয় মাসে তার চেয়ে বেশি কাজ করা হয়েছে। এরই মধ্যে রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা ও মন্দিরে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

মঈন খান বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশে যেসব কাজ করছেন, সেগুলো ইসলামের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দরিদ্র মানুষের সহায়তায় ফ্যামিলি কার্ড চালুর উদ্যোগের ধারণা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত।

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে আসছে। মহানবী (সা.) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সমন্বয়ে যে সমাজব্যবস্থা, পারস্পরিক অধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, জাতীয় জীবনেও শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় তা অনুসরণ করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বের হিংসা, সংঘাত, মিথ্যা ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্য মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পলাশ উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস সাত্তার।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্তক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
HELP
ইমিগ্রেশন
ট্রান্সলেশন
ট্যাক্স
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerue Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More
FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● ইনভেষ্টমেন্ট
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

We Speak বাংলা, English, हिन्दी
العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
• হেলথ চেকআপ।
• দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
• রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
• শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
• নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।
• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall
ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

জ্যামাইকায়
প্রথম আলো
Prothom Alo North America
উত্তর আমেরিকার আয়োজনে
শরতের মেলা ও পিঠা উৎসব
Autumn has arrived, and a cool, wintry touch lingers upon the breeze.
Autumn FESTIVAL 2026
মেলা চলবে:
10 OCTOBER (SATERDAY)
11 OCTOBER (SUNDAY)
11 AM TO 10 PM
Stall Booking Open
মেলায় যা থাকছে:
বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি কাপড়ের স্টল
খাবারের স্টল
পিঠা পুলি স্টল
স্থান:
Angan Party Hall
89-16, 175 Street, Jamaica NY
contact for booking now
+1 (347) 440-2317
মিডিয়া পার্টনার:
জানতে এবং দেখতে
CBN TV USA

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ‘দ্য পোর্ট অব পেরি পেরি’ রেস্টুরেন্টের গ্র্যান্ড ওপেনিং

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের অ্যাস্টোরিয়ায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন নতুন রেস্টুরেন্ট ‘দ্য পোর্ট অব পেরি পেরি’র গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২২ আগস্ট) অ্যাস্টোরিয়ার ৩১ তম স্ট্রিটে রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আমেরিকানসহ বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষজন।

পর্তুগিজ ফ্লেভারে তৈরি গ্রিলড খাবারের জন্য বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে ‘দ্য পোর্ট অব পেরি পেরি’। রেস্টুরেন্টটির অন্যতম আকর্ষণ ফ্লেম-গ্রিলড চিকেন। বিশেষ মসলা ও সস দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করার পর গ্রিলে রান্না করে গরম ও তাজা অবস্থায় পরিবেশন করা হয়। খাবারে ব্যবহার করা হয় বিশেষ পেরি পেরি সস, যার অন্যতম উপাদান বার্ডস আই মরিচ। এ ছাড়া মেনুতে রয়েছে রাইচ, বিফ রিবস, ল্যাম্ব চপসহ বিভিন্ন পদ। রাইচের সঙ্গে কর্নসহ বিভিন্ন সাইড ডিশের ব্যবস্থাও রয়েছে।

উদ্যোক্তারা জানান, নিউইয়র্কে বাংলাদেশি, ভারতীয়সহ দক্ষিণ এশীয় রেস্টুরেন্টের সংখ্যা অনেক। তাই প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে ভিন্নধর্মী খাবারের অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্য থেকেই পর্তুগিজ খাবারের এই রেস্টুরেন্ট চেইনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখানে পরিবেশিত সব খাবারই হালাল। পর্তুগিজ খাবারের স্বাদকে কেন্দ্র করে তৈরি মেনুতে গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রিলড খাবারের পাশাপাশি রয়েছে আরও নানা পদ।

গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষ এবং আমেরিকার বিভিন্ন কমিউনিটির অতিথিরা অংশ নেন। তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

কর্তৃপক্ষ জানায়, রেস্টুরেন্টটি সপ্তাহের সাত দিন খোলা থাকবে এবং মধ্যরাত পর্যন্ত খাবার অর্ডারের সুযোগ রয়েছে। সরাসরি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার গ্রহণের পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও অর্ডার করা যাবে।

২ লাখ আশ্রয়প্রার্থীর ভিসা বাতিল করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

মিনহাজুল ইসলাম

বাণিজ্য ও পর্যটন ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন— এমন ২ লাখ আশ্রয়প্রার্থীর ভিসা বাতিলের পরিকল্পনা নিয়েছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন। সামনের সপ্তাহগুলোতে এ পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে বলে জানা গেছে। যদি সত্যিই এমন ঘটে, সেক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এককভাবে সবচেয়ে বড় ভিসা বাতিলের ঘটনা। তবে একই সঙ্গে, ট্রাম্প প্রশাসন এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করলে সেটির আইনী বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) হাতে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ক একটি এক্সক্লুসিভ নথি এসেছে। মন্ত্রণালয়ের দু’জন কর্মকর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলেছে এপি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নথি এবং কর্মকর্তাদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে, বি-ওয়ান এবং বি-টু ভিসার আওয়তায় ২০১৬ সাল থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে যারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন, তাদের মধ্যে থেকে ২ লাখ আবেদনকারীর ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র— উভয় মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন করা হবে এ পরিকল্পনা।

এ ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র টমি পিগোটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে এ তথ্যের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, “স্বল্প মেয়াদী দর্শনার্থী হিসেবে অ-অভিবাসী ভিসায় অনেক বিদেশি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আসার পর তারা আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেন এবং স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা শুরু করেন। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই আবেদনকারীদের শনাক্ত এবং তাদের ভিসা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

কত সংখ্যক আবেদনকারীর ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তা অবশ্য বলতে চানটি পিগোট। এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, “প্রক্রিয়াটি চলমান থাকবে। তাই এখনই সুনির্দিষ্টভাবে বলার উপায় নেই যে কত জন আবেদনকারীর ভিসা বাতিল হতে পারে।”

ব্যবসায়িক উদ্দেশে যারা মার্কিন ভিসার জন্য আবেদন করেন, তাদের বি-ওয়ান এবং ভ্রমণ, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও চিকিসার জন্য যারা আবেদন করেন, তাদের বি-টু ভিসা প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৬ সাল থেকে চলতি ২০২৬ সাল— এই দশ বছরে বি-ওয়ান এবং বি-২ ভিসায় কত জন বিদেশি নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কতজন আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন— সে বিষয়ক কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়নি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অবশ্য জানিয়েছেন যে কোনো আশ্রয়প্রার্থীর ভিসা বাতিল হলেই যে তাকে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠানো হবে—ব্যাপারটি এমন নয়; অধিকাংশ আবেদনকারীকে একটি নতুন ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তবে ব্যবসায়ী বা পর্যটক হিসেবে মর্যাদা হারাবেন তারা।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, বর্তমানে যারা বি-ওয়ান ও বি-টু ভিসার আবেদন করছেন, মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এই মর্মে নিশ্চয়তা চাওয়া হচ্ছে যে তারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয়ের আবেদন করবেন না এবং যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষে তারা নিজ দেশে ফিরে আসবেন। ভিসাপ্রাপ্তির জন্য এই নিশ্চয়তাকে অনেকটা অনানুষ্ঠানিকভাবেই ‘বাধ্যতামূলক’ করেছে প্রশাসন।

৭৫ দেশের অভিবাসী ভিসা স্থগিতের নীতি বাতিল করলেন মার্কিন বিচারক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা (ইমিগ্র্যান্ট ভিসা) প্রদান স্থগিত করে ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করেছেন একটি ফেডারেল আদালত।

ম্যানহাটনের মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক জ্যানেট ভার্গাস শুক্রবার এই রায় দেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও যে ক্ষমতার ভিত্তিতে এই নীতি কার্যকর করেছিলেন, তা তাঁর আইনগত ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর গত জানুয়ারিতে ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করেছিল। বিচারক ভার্গাস তাঁর রায়ে ওই নীতিকে “patently unlawful” বা স্পষ্টতই বেআইনি বলে উল্লেখ করেন। রায়ে বলা হয়, আবেদনকারীর জাতীয়তার ভিত্তিতে অভিবাসী ভিসা প্রদান বন্ধ করে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত অভিবাসন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ওই আইনে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে অভিবাসী ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে সীমিত করা হয়েছে।

এই নীতির আওতায় পড়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। তালিকায় ছিল ব্রাজিল, কলম্বিয়া ও উরুগুয়ের মতো লাতিন আমেরিকার দেশ; বসনিয়া ও আলবেনিয়ার মতো বলকান অঞ্চলের দেশ; পাশাপাশি আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের আরও বহু দেশ।

পররাষ্ট্র দপ্তর এর আগে যুক্তি দিয়েছিল, এসব দেশের আবেদনকারীদের একটি বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি বিভিন্ন সহায়তা ও সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

এই নীতির বিরুদ্ধে মামলা করেছিল অভিবাসী অধিকার সংগঠন Catholic Legal Immigration Network ও African Communities Together। মামলায় অভিবাসী ভিসার আবেদনকারী এবং যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক—যাঁরা তালিকাভুক্ত দেশগুলো থেকে পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার জন্য স্পনসর করছিলেন—তাঁরাও যুক্ত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় কঠোর নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রশাসনের ভাষ্য, এসব পদক্ষেপ দেশের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয়। তবে অভিবাসী অধিকার সংগঠনগুলো বলছে, প্রশাসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নাগরিক অধিকার ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken
স্পেশাল অফার
১০টি কিনলে ৪টি ফ্রি
৮টি কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কিনলে ২টি ফ্রি!
আমরা হালাল উপায়ে জবাই করে আপনার পছন্দমত মাংস সরবরাহ করে থাকি
এ ছাড়া ডেলিভারিও করা হয়
অফারটি চলবে ২২ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত
Buy 10 chickens, get 4 free. Buy 8, get 3 free.
Buy 6, get 2 free.
حلال
HALAL
Great quality, fresh daily. Visit us today and taste the difference.
Also We deliver your order
আজই যোগাযোগ করুন
151 -24 Beaver Road,
Jamaica, New York 11433
Phone 718-526-3333

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহ আকবর
بسم الله الرحمن الرحيم
নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়ারাসুলুলাহ
(সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
ঈদে মিলাদুন্নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মাহফিল
ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী
মেজবান
তারিখঃ ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬:০০
স্থান: নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক
আমন্ত্রনে
আহ্বায়ক
সামসুল আলম চৌধুরী
Ph: 646-756-9096
কো-অডিনেটর
মনির আহমেদ
Ph: 718-415-2528
সদস্য সচিব
মোহা: সেলিম (হারুন)
Ph: 917-691-7721
আয়োজনে: ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আয়োজক কমিটি

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
বিবাহ বার্ষিকী
আকিকা
বেবি শাওয়ার
জন্মদিন
সভা-সেমিনার
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যেকোন অনুষ্ঠানের বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল: anganhallny@gmail.com

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে সামনে রেখে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনকে সামনে রেখে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময়

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২৪ আগস্ট) জ্যামাইকায় আয়োজিত এই সভায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

সভায় সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু তার প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও সংগঠনের কার্যক্রমে জবাবদিহি নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেন, নেতৃত্বের দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশ সোসাইটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। নির্বাচিত হলে প্রবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার অঙ্গীকার করেন তিনি।

বক্তারা বলেন, প্রবাসীদের স্বার্থে বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে সংগঠনের সেবামূলক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এদিকে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজার কারণে তারিখ পরিবর্তন করে ২৫ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এবারের নির্বাচনে ৩৫ হাজারের বেশি ভোটার ভোট দেওয়ার কথা রয়েছে।

হরমুজ চালুর বিনিময়ে নিষেধাজ্ঞা তোলার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে নতুন এক সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, ইরান হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দিলে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আঞ্চলিক মিত্র ও প্রক্সিদের হামলা বন্ধ করলে ওয়াশিংটন সদ্য শুরু করা 'অপারেশন ইকোনমিক আউটকাস্ট' বাতিল করবে, ইরানের ওপর আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে এবং দেশটির বিরুদ্ধে চলমান নৌ অবরোধও শেষ করবে। এদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র খুব শিগগির ইরানে হামলা চালাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম আল-হাদাস ও আল-আরাবিয়ার বরাত দিয়ে আরব আমিরাতের সংবাদমাধ্যম ও ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুসালেম পোস্ট এই তথ্য জানিয়েছে। সৌদি সংবাদমাধ্যম দুটি এক জ্যেষ্ঠ সূত্রের বরাতে এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির সম্প্রতি তেহরান সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রস্তাব ইরানের কাছে পৌঁছে দেন। তেহরানে মুনির ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব মোহসেন রেজায়ির সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকটিকে একটি 'স্পষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক' আলোচনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবটি গত জুনে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আলোচিত সমঝোতা স্মারকের কিছু বিষয় পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সমঝোতার লক্ষ্য ছিল দুই দেশের মধ্যে চলমান শত্রুতা বন্ধ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করা।

আল-হাদাস গতকাল মঙ্গলবার জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি এবং নৌ অবরোধ তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এর বিনিময়ে তেহরানকে হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে এবং অঞ্চলজুড়ে ইরানের প্রক্সিদের হামলা বন্ধ করতে হবে। আল-হাদাস ও সৌদি টেলিভিশন চ্যানেল আল-আরাবিয়ার সঙ্গে কথা বলা ওই জ্যেষ্ঠ সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের মাধ্যমে তেহরানের কাছে প্রস্তাবটি পৌঁছে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুনির যে প্রস্তাব বহন করে ইরানে গিয়েছিলেন, সেটি ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আগে আলোচিত ওই সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে তৈরি। প্রস্তাব অনুযায়ী, ইরান হরমুজ প্রণালি খুলে দিলে এবং তাদের প্রক্সিদের কার্যক্রম বন্ধ করলে যুক্তরাষ্ট্র নৌ অবরোধ তুলে নেওয়া ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত।

ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সচিব মোহসেন রেজায়ি মুনিরকে জানিয়েছেন, তেহরান বিষয়টি নিয়ে অভ্যন্তরীণ আলোচনা চালিয়ে যাবে এবং শিগগিরই জবাব দেবে।

আসিম মুনিরের এই সফর ছিল এক দিনের। তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভিও তেহরান সফর করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য একটি সমঝোতা এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই ইসলামাবাদ এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

এদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখনই ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা চালাবে বলে মনে হচ্ছে না। মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত কয়েকটি সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামরিক পদক্ষেপের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র এখন অন্য ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার দিকে মনোযোগ দেবে। এর মধ্যে চলতি সপ্তাহের শুরুতে ঘোষণা করা নতুন নিষেধাজ্ঞা উদ্যোগও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করে। এর জবাবে ইরান প্রতিবেশী দেশগুলো এবং হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

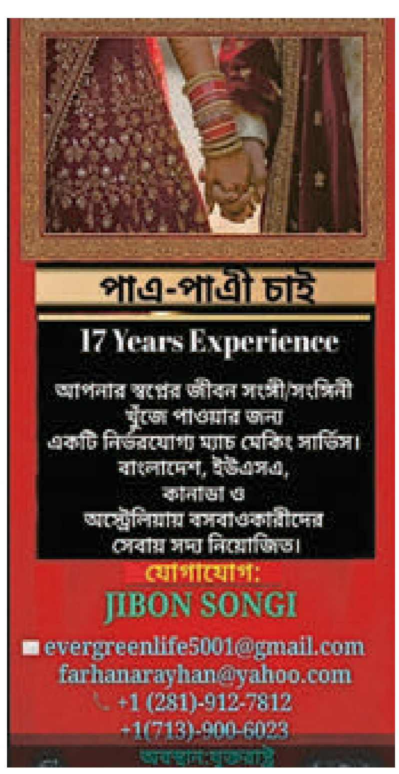

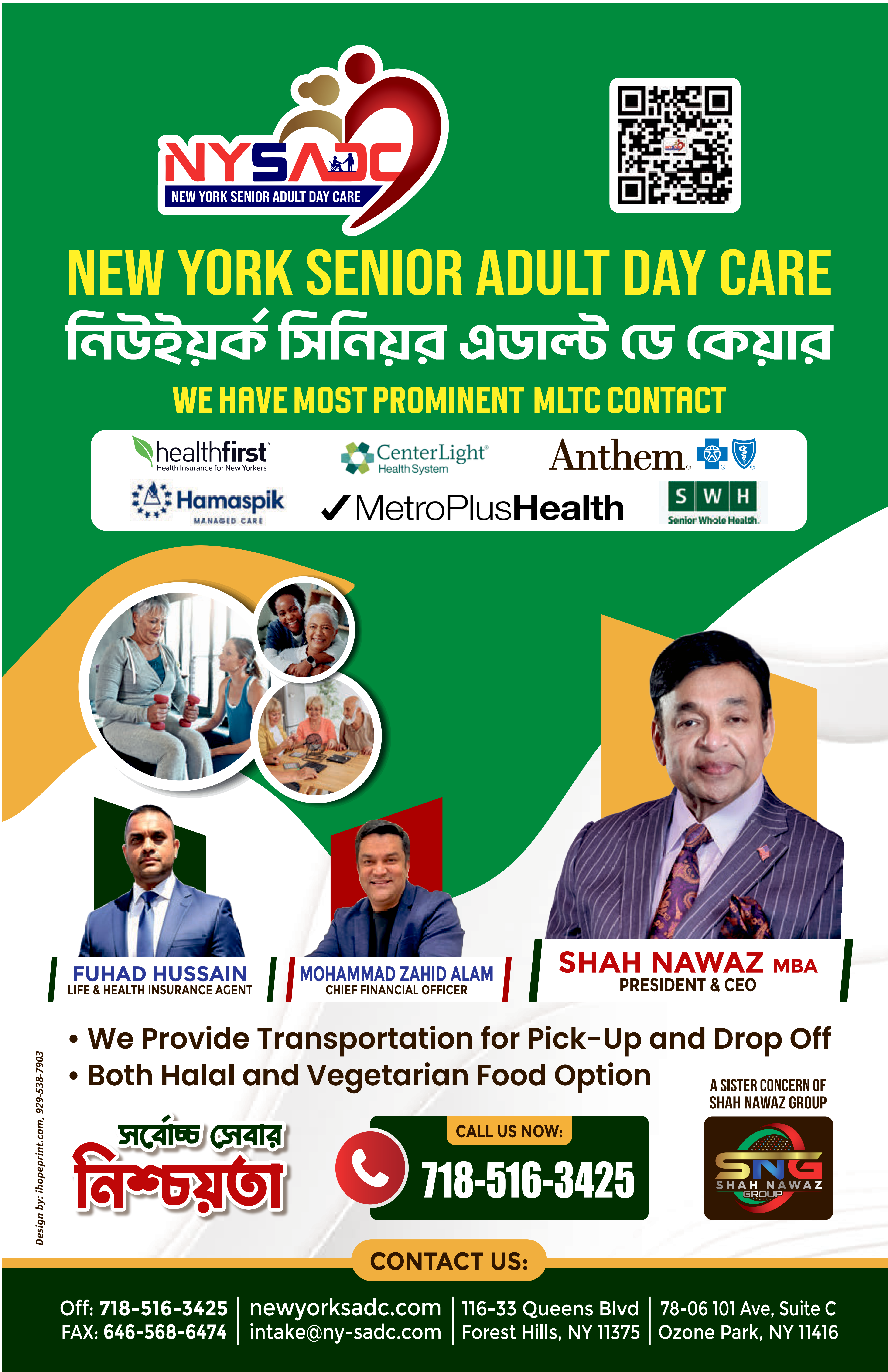
NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

নিউজার্সিতে নির্মল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মরণে সান্ধ্য আসর

নিউজ ডেস্ক

নিউজার্সিতে শিল্প ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো এক স্মরণ ও সাংস্কৃতিক আসর। সম্প্রতি ডা. নুপুর লাহিড়ীর বাসভবনে আয়োজিত এই আসরের মূল উপলক্ষ ছিল তার প্রয়াত পিতা ডা. নির্মল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নিয়ে স্মৃতিচারণা ও মুক্ত আলোচনা।

অনুষ্ঠানের আয়োজক ডা. নুপুর লাহিড়ী একাধারে প্রথিতযশা মনোবিজ্ঞানী, গায়িকা, গীতিকার, অভিনেতা, নাট্যকার, লেখিকা ও অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকটি তিনি 'Red Oleander' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করে কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। সম্প্রতি আকস্মিক স্ট্রোকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হলেও অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি প্রায়শই নিজের বাসভবনে এমন শৈল্পিক আসরের আয়োজন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্প্রতি প্রয়াত বিদগ্ধ লেখিকা আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। তার স্মৃতি তর্পণ করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা ভাস্বতী ভদ্র। এরপরই নতুন প্রজন্মের শিল্পী শায়ানশুভ্র চক্রবর্তীর স্যাক্সোফোনে ‘অটাম লিভস’ এর সুরের মধ্য দিয়ে আসরের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে।

অনুষ্ঠানে ‘বেঙ্গল ফাউন্ডেশন অব আমেরিকা অ্যান্ড নির্মল মেমোরিয়াল লাইব্রেরি’ নিয়ে ইংরেজি ও বাংলায় বিস্তারিত তুলে ধরেন যথাক্রমে অ্যান্ডর ও পিউ মজুমদার। এরপর একে একে কবিতা আবৃত্তি, পাঠ ও সংগীতে অংশ নেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। রবীন্দ্রসংগীত ‘আজি বিজন ঘরে’ পরিবেশন করেন পূর্ব মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘প্রশ্ন’ কবিতাটি বাংলায় আবৃত্তি করেন ফারুক আজম এবং ইংরেজিতে আবৃত্তি করে নতুন প্রজন্মের দিয়া।

ডা. নির্মল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘জালিয়ানওয়ালা বাগ রিভিজিটেড’ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পাঠ ও আলোচনায় অংশ নেন অ্যান্ডর, অরুন্ধতী স্যান্যাল, স্বনামধন্য নাট্যকার সুদীপ্ত ভৌমিক এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ইন্দ্রনীল। জালিয়ানওয়ালা বাগ অধ্যায় পাঠের পূর্বে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা পাঠ করেন ইন্দ্রনীল। এ ছাড়া ‘মৈথিলীর উপাখ্যান’ পাঠ করে শোনান পিউ মজুমদার ও সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় (ভূঁইয়া)।

আসরে ডা. নুপুর লাহিড়ীর লেখা ‘বহুগামিনী, জানতে চাও কী?’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন পার্থ চক্রবর্তী। কনকনা সেনগুপ্ত আবৃত্তি করেন ‘শৈশবে ফেরা’। নুপুর লাহিড়ীর লেখা গান পরিবেশন করেন শ্রাবস্তী পালিত, সুচরিতা ও প্রিয়। সংগীত পরিবেশনায় আরও অংশ নেন জয়ন্ত ঘোষ ও কৃষ্ণা মেনন। সেতার বাজিয়ে শোনান রন লাহিড়ী এবং স্যাক্সোফোনে ‘মাই ফানি ভ্যালেন্টাইন’ পরিবেশন করেন শায়ানশুভ্র চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে জুমের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন ধৃতি বাগচি। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উৎপল সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব তাপস স্যান্যাল, অর্ক, দেবরাজ, ডা. নুপুর লাহিড়ীর নাতি কিরণ লাহিড়ী ও নাতনি রিয়া লাহিড়ী।

ডা. নুপুর লাহিড়ীর ছেলে দেব লাহিড়ী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শারীরিক নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার মা এখনো অত্যন্ত কৌতূহলী, সৃজনশীল ও উদ্যমী। পুরো আয়োজনের ভিডিও চিত্র ধারণ করেন পার্থ এবং জুমে সংযুক্ত ছিলেন তাপসশ্রী গুপ্ত।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করেন ভাস্বতী ভদ্র। পরিশেষে এক নৈশভোজের মধ্য দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে আয়োজিত এই স্মৃতির সন্ধ্যার সমাপ্তি ঘটে।

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন
কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · SIMPLE Mobile · h2o UNLIMITED · T··Mobile · UNIVISION mobile · Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE · NYC REGISTERED · কাজী অফিস নিউইয়র্ক · MAULANA NAZRUL ISLAM
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

সাবেক স্বামী ইমরানের অধিকার রক্ষায় যুক্তরাজ্যের হস্তক্ষেপ চান জেমিমা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং তার চিকিৎসা ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ নিশ্চিত করতে যুক্তরাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তার সাবেক স্ত্রী জেমিমা গোল্ডস্মিথ।

সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জেমিমা বলেন, পাকিস্তান সরকারকে দেশটির সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। ইমরানের চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দীর্ঘদিনের একাকী বন্দিত্বের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান তিনি।

১৮ আগস্ট পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট ইমরান খানকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য শিফা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেখানে একটি চিকিৎসা বোর্ডের মাধ্যমে তার চিকিৎসার কথাও বলা হয়েছিল। তবে তাকে শিফা হাসপাতালে না নিয়ে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে (পিআইএমএস) নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা তাকে সুস্থ ঘোষণা করলে আবার আদিয়ালা কারাগারে পাঠানো হয়।

এ ঘটনায় ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতারা প্রতিক্রিয়া জানান। গত শনিবার সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার পিটিশনও দায়ের করে দলটি। জেমিমা যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামির উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'যুক্তরাজ্য আর কত দিন নীরব থাকবে?'

হোম এইড আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে একজন বয়স্ক মহিলাকে দেখাশোনা এবং বাসার কাজে সাহায্যের জন্য ১ জন মুসলিম মহিলা আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-666-5317 4.8.26

বাফেলো তে বাসা ভাড়া

৩ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং এবং ডাইনিং।
- Spacious Living Room & Dining Area Newly Renovated.
- Refrigerator & Stove Included.
- Convenient Location Near: Jami Masjid and MUNA Masjid.

27 Peace st, Buffalo, NY. যোগাযোগ: +1 (518) 364-0930

খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক

একটি সুপরিচিত ও ব্যস্ত বিউটি সেলুনে পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন মেয়ে কর্মী আবশ্যক।

আমরা অফার করছি:
- প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও উচ্চ টিপসের সুযোগ
- পূর্ব অভিজ্ঞতা আবশ্যক নয়—আমরা দক্ষতার সাথে ট্রেনিং দিয়ে আপনাকে প্রস্তুত করব
- পেশাদার, পরিষ্কার ও সহায়ক কাজের পরিবেশ
- কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি

দায়িত্ব: কাস্টমার সেবা, ট্রেনিং শেষে ফেশিয়াল, ওয়াক্সিং, থ্রেডিং ইত্যাদি কাজ।
যোগ্যতা: বয়স 18+, কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও শেখার মানসিকতা। ইংরেজি জানলে প্লাস পয়েন্ট।

আগ্রহী প্রার্থীগণ যোগাযোগ করুনঃ 3475386618
অথবা সেলুনে সরাসরি আসুন। ঠিকানা ইনবক্সে দেওয়া হবে।

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

New York Hardware and Paint Shop, Brooklyn, NY-এ অবস্থিত New York Hardware and Paint Shop-এর জন্য অভিজ্ঞ স্টাফ আবশ্যক। Hardware ও Building Materials স্টোর পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ভেন্ডরদের সাথে শক্তিশালী যোগাযোগ (Vendor Connection) থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতা:
* ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা (Hardware/Construction Materials Store)
* Vendor sourcing ও purchase-এ দক্ষতা
* বাংলা ও ইংরেজিতে যোগাযোগ দক্ষতা

ঠিকানা: **1200 Liberty Ave, Brooklyn, NY 11208 Send CV: emdadbhuiyan@yahoo.com Call: 347-301-5185**

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

পাত্র চাই

আমেরিকায় হিন্দু পাত্র (২৫) ও বাংলাদেশে অধ্যয়নরত হিন্দু পাত্রীর(১৯)-এর জন্য পাত্র খুঁজছি। সরাসরি যোগাযোগ: 718-300-9908 2/5/26

পাত্রী চাই

ঢাকায় স্থায়ী পরিবারের একমাত্র ছেলে অবিবাহিত বর্তমানে আমেরিকায় চাকুরীরত কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ার (এমএস) ব: ৩০ উ: ৬'-০" পাত্রের জন্য আমেরিকায় স্থায়ী মুসলিম পরিবারের পাত্রী চাই। **অভিভাবক হোয়াইটসআপ: + 1 862 376 6467**

পাত্র চাই

পঁচিশ বছর সিটিজেন পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র আবশ্যক । যারা এখানে পরিবার ছাড়া একা থাকেন অনুগ্রহ করে তারা যোগাযোগ করুন। বি: দ্র: পাত্রী একটু অসুস্থ । যোগাযোগ: 929-401-7536

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল। 1.3.26

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা হয়েছে ২০১১ সালে । যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০ পাত্রীর জন্য ইউএসএর সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660 Email: AkmRahman.samsur@gmail.com ১১১২২৫

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ডেলাওয়ার ভ্যালিতে ড. কাজী খালিদ আশরাফকে সম্মাননা

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশি স্থপতি, নগরবিদ, স্থাপত্য ইতিহাসবিদ, গবেষক ও লেখক ড. কাজী খালিদ আশরাফকে সম্মাননা জানিয়েছে ডেলাওয়ার ভ্যালির বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি।

২৩ আগস্ট রোববার ড্রেক্সেল হিলের শপ্তক কালচারাল সেন্টারে আয়োজিত এ সম্মাননা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্থাপত্য, নগরায়ণ, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ নগর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এতে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ড. আশরাফের সহকর্মী, বন্ধু ও শিক্ষার্থীসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে ড. কাজী খালিদ আশরাফ তাঁর স্থাপত্যচিন্তা, গবেষণা ও বাংলাদেশের নগর ভবিষ্যৎ নিয়ে বক্তব্য দেন। তিনি তরুণ স্থপতিদের গতানুগতিক চিন্তার বাইরে গিয়ে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশেষভাবে নদী, খাল, জলাভূমি ও পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগর পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।

ড. আশরাফ বুয়েট থেকে স্থাপত্যে ডিগ্রি অর্জনের পর এমআইটি থেকে মাস্টার্স এবং ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ২০১৫ সালে বাংলাদেশে ফিরে স্থাপত্য ও নগর গবেষণায় সক্রিয় হন। বর্তমানে তিনি বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড সেটেলমেন্টসের ডিরেক্টর জেনারেল।

তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির মধ্যে বাংলাদেশের স্থাপত্য ইতিহাস, নগরায়ণ, পরিবেশ, মাজহারুল ইসলাম ও লুই কানসহ আধুনিক স্থাপত্যের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্থাপত্য-গবেষণায় অবদানের জন্য তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ছিলেন ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়ার ভ্যালি, বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম পেনসিলভানিয়া এবং ফিলাডেলফিয়া পত্রিকা।

অনুষ্ঠানে ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা মতবিনিময়ে অংশ নেন। শেষ পর্বে প্রকৌশলী সালাউদ্দিন আহমেদ তারেক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী কাদের কিবরিয়ার সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আমার এক ছেলেকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ইরান: নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ইরান তাঁর এক ছেলেকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি। ঘটনাটি কখন বা কোথায় ঘটেছিল, কিংবা তাঁর কোন ছেলেকে লক্ষ্য করা হয়েছিল, তাও জানাননি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গতকাল সোমবার নেতানিয়াহু এই দাবি করেন। তিনি এমন এক সময়ে এই দাবি করলেন, যখন ইসরায়েলের সাধারণ নির্বাচন আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নির্বাচনের আগে জনমত জরিপে তাঁর জোট পিছিয়ে রয়েছে। এর মধ্যেই ইরানকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তেহরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মাধ্যমে। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি এবং তাঁর পরিবারের চার সদস্য নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন তাঁর মেয়ে বুশরা এবং ১৪ মাস বয়সী নাতনি জাহরা।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, সরকারের প্রতি অনুকূল হিসেবে পরিচিত রক্ষণশীল ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১৪-কে দেওয়া এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু তাঁর ছেলেকে হত্যার কথিত ইরানি ষড়যন্ত্রের দাবি করেন। নেতানিয়াহু বলেন, 'এটি অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। ইরান আমার এক ছেলেকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল।'

৪০০ কোটি টাকার বাংলাদেশ ফান্ড অব ফান্ডসের কার্যক্রম শুরু

ডেস্ক রিপোর্ট

দেশের স্টার্টআপ খাতে স্থানীয়, আন্তর্জাতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিনিয়োগ বাড়াতে ৪০০ কোটি টাকার 'বাংলাদেশ ফান্ড অব ফান্ডস'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সরকারের উদ্যোগে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এ তহবিল পরিচালনা করছে।

ঢাকার আইসিটি বিভাগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রিকোয়েস্ট ফর এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট আহ্বানের মাধ্যমে তহবিলটির কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ। সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সচিব ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. মামুনুর রশীদ ভূঁইয়া।

তহবিলটি সরাসরি পৃথক স্টার্টআপে বিনিয়োগের পরিবর্তে নির্বাচিত পেশাদার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড ম্যানেজারদের মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করবে। এর ফলে সরকারি পুঁজির পাশাপাশি বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত এক দশকে বাংলাদেশের স্টার্টআপগুলো প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ পেলেও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের অংশ ছিল মাত্র প্রায় ৭ শতাংশ। নতুন তহবিলের লক্ষ্য হলো এই ব্যবধান কমিয়ে স্টার্টআপগুলোর প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ বাড়ানো।

যুক্তরাষ্ট্রের ৯০০ পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ কানাডার

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক কানাডিয়ান আমদানির ওপর আরোপিত সর্বশেষ শুল্কের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই হাজার ৮০০ কোটি কানাডিয়ান ডলার (দুই হাজার কোটি মার্কিন ডলার) মূল্যের ৯০০ পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে কানাডা। মঙ্গলবার কানাডার কর্মকর্তারা এই ঘোষণা দেন।

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই শুল্কের আওতায় ইস্পাত, আসবাবপত্র, তাজা টুনা মাছ এবং সুতির টি-শার্টসহ আরও নানা ধরনের মার্কিন পণ্য থাকবে।

গত সপ্তাহের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর এবং শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের পরই অটোয়া এই পাল্টা ব্যবস্থা নিল। কানাডার অর্থমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া-ফিলিপ শ্যাম্পেন এই পদক্ষেপকে 'সমানুপাতিক' ও 'কৌশলগত' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তিনি বলেন, 'এটি কানাডার ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জ। তবে কানাডা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে। আমি মনে করি কানাডিয়ানরা আজ সকালে দেখতে পাচ্ছে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ। আমাদের জবাবের ক্ষেত্রে আমরা ঐক্যবদ্ধ।'

তিনি জানান, মার্কিন শুল্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কানাডীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের সহায়তায় সরকার অতিরিক্ত ৭৫০ কোটি কানাডিয়ান ডলার প্রদান করবে। কর্মসংস্থান হ্রাস কমানো এবং কোম্পানিগুলোকে টিকিয়ে রাখাই এই সহায়তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

কানাডা মঙ্গলবার প্রায় ৯০০টি মার্কিন পণ্যের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, যেগুলোর ওপর পাল্টা শুল্ক বসানো হবে। এর মধ্যে ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, প্রাকৃতিক মধু, আসবাবপত্র, পোশাক, মেকআপ এবং পারফিউমের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। আগে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপর কেবল ২৫ শতাংশ শুল্ক কার্যকর ছিল। এছাড়া ডিশওয়াশার, ওয়াশিং মেশিনের মতো গৃহস্থালি সরঞ্জাম, পনির, সামুদ্রিক খাবার এবং নির্দিষ্ট কিছু ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরি পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ এবং ফর্কলিফ্‌ট ও এয়ার কন্ডিশনারসহ নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতির ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে। কানাডিয়ান কর্মকর্তাদের মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষতি কমাতে বিকল্প উৎস থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব—এমন পণ্যগুলোকেই এই তালিকায় রাখা হয়েছে।

কানাডার এই ঘোষণার পর হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সাম্প্রতিক আলোচনায় কানাডাকে সবচেয়ে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা দিতে প্রস্তুত ছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কানাডা অযৌক্তিক দাবি করার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার পথ বেছে নিয়েছে।

অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া বার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে ঠকানোর এবং কৃষকদের ওপর চড়া শুল্ক আরোপের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'আমি অনেক দেশের সাথেই লেনদেন করি, তবে কানাডা খুব সহজেই সবচেয়ে কঠিন এবং অযৌক্তিক। তারা নিজেদের অধিকারপ্রাপ্ত বলে মনে করে, কিন্তু তারা কোনো স্টেট (মার্কিন অঙ্গরাজ্য) নয়। তারা আর কোনো অধিকার পাবে না।' তিনি লেক অন্টারিও-র নাম পরিবর্তন করে 'লেক আমেরিকা' করারও ইঙ্গিত দেন। পাশাপাশি, আগামী ১ জানুয়ারি থেকে কানাডিয়ান অটোমোবাইলের ওপর মার্কিন শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প।

এর জবাবে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি অভিযোগ করেন, ট্রাম্প কানাডিয়ান শিল্পগুলোকে ধ্বংস করতে চাইছেন।

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব কে?

শিব্বীর আহমেদ

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব কে হচ্ছেন, এই প্রশ্ন এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতির অন্যতম আলোচিত বিষয়। বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের দ্বিতীয় মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। ফলে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতিসংঘের নেতৃত্বে কে আসবেন, তা নিয়ে নিউইয়র্কের কূটনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা।

ইতোমধ্যে পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে আটজন প্রার্থী রয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান, গায়ানার ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট, আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসি, চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট মিশেল ব্যাশেলেত, ইকুয়েডরের মারিয়া ফার্নান্দা এস্পিনোসা ও ইভন বাকী, সেনেগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাকি সাল এবং উগান্ডার সাবেক জাতিসংঘ কর্মকর্তা ওলার ওতুনু।

প্রথম দফার ভোটে এগিয়ে গ্রিনস্প্যান

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য ৩০ জুলাই প্রথম অনানুষ্ঠানিক 'স্ট্র পোল' এ অংশ নেন। এই ভোট কোনো আনুষ্ঠানিক নির্বাচন নয়; বরং কোন প্রার্থীর প্রতি কতটা সমর্থন বা আপত্তি রয়েছে, তা বোঝার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে গোপন মতামত যাচাই। প্রথম দফার ফলাফলে কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান ১০টি 'এনকারেজ' বা উৎসাহসূচক ভোট পেয়ে প্রথম অবস্থানে ছিলেন। গায়ানার ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট পান ৯টি এবং আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসি পান ৭টি।

তবে এই ফলাফলকে চূড়ান্ত নির্বাচনী ফল হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এটি প্রার্থীদের প্রাথমিক অবস্থান সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত। আজ, ২১ আগস্ট, নিরাপত্তা পরিষদ দ্বিতীয় দফার অনানুষ্ঠানিক 'স্ট্র পোল' করছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের মাধ্যমে প্রার্থীদের অবস্থানে পরিবর্তন আসে কি না, সেদিকেই এখন আন্তর্জাতিক মহলের নজর।

কে এই রেবেকা গ্রিনস্প্যান?

প্রথম দফার ভোটে এগিয়ে থাকা রেবেকা গ্রিনস্প্যান কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা ইউএনসিটিএড'র মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অর্থনীতি, উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার প্রার্থিতার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক তাৎপর্য হলো, নির্বাচিত হলে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রায় ৮০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী মহাসচিব হবেন তিনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রিনস্প্যানকে একজন ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রার্থী হিসেবেও দেখা হচ্ছে অর্থাৎ জাতিসংঘের বর্তমান বহুপাক্ষিক কাঠামোর সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে।

শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট

প্রথম দফার ভোটে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলেন গায়ানার ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট। গায়ানার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমানে জাতিসংঘে দেশটির স্থায়ী প্রতিনিধি রদ্রিগেস-বিরকেটের প্রার্থিতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ক্যারিবীয় অঞ্চলে। তিনি নির্বাচিত হলে শুধু জাতিসংঘের প্রথম নারী মহাসচিবই হবেন না, ক্যারিবীয় অঞ্চলেরও প্রথম মহাসচিব হবেন। জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নয়ন অর্থায়ন এবং ছোট রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থকে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে নিয়ে আসার ওপর তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

রাফায়েল গ্রোসি—আরেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রথম দফার ভোটে তৃতীয় অবস্থানে ছিলেন আর্জেন্টিনার রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি। তিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক। পারমাণবিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সংকট এবং যুদ্ধকালীন কূটনীতিতে তার অভিজ্ঞতা তাকে অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা অবস্থানে রেখেছে। ইউক্রেন ও ইরানের মতো জটিল আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তার সরাসরি কূটনৈতিক ভূমিকা রয়েছে। প্রথম স্ট্র পোলে সাতটি 'এনকারেজ' ভোট পাওয়ায় গ্রোসি এখনও প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আরও পাঁচ প্রার্থী

চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাবেক জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনার মিশেল ব্যাশেলেতও এবারের অন্যতম আলোচিত প্রার্থী। ইকুয়েডরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাবেক সভাপতি মারিয়া ফার্নান্দা এস্পিনোসা বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে তার অভিজ্ঞতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী।

সেনেগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট মাকি সাল আফ্রিকার অন্যতম পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিযোগিতায় রয়েছেন। উগান্ডার সাবেক জাতিসংঘ আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল ওলার ওতুনু জাতিসংঘের সংস্কার ও নৈতিক নেতৃত্বের ওপর জোর দিচ্ছেন। তার মতে, সংস্থাটিকে আরও কার্যকর ও দক্ষ করে তুলতে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি। আর সর্বশেষ প্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন ইকুয়েডরের অভিজ্ঞ কূটনীতিক ইভন বাকী। ১৮ আগস্ট তার প্রার্থিতা আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আসে। ফলে তিনি প্রথম দফার জুলাইয়ের স্ট্র পোলে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাননি।

প্রথম নারী মহাসচিব পাওয়ার সম্ভাবনা

এবারের নির্বাচনকে ঐতিহাসিক করে তুলেছে নারী প্রার্থীদের শক্তিশালী উপস্থিতি। আট প্রার্থীর মধ্যে পাঁচজনই নারী। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো নারী মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেননি। তাই গ্রিনস্প্যান, রদ্রিগেস-বিরকেট, ব্যাশেলেত, এস্পিনোসা বা বাকীর যেকোনো একজন নির্বাচিত হলে জাতিসংঘের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হবে। বিশেষ করে গ্রিনস্প্যান ও রদ্রিগেস-বিরকেটের প্রথম দফার শক্তিশালী অবস্থান নারী নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করেছে।

লাতিন আমেরিকার পালা কি এবার?

এবারের প্রতিযোগিতায় লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের প্রার্থীদের আধিপত্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রিনস্প্যান কোস্টারিকার, গ্রোসি আর্জেন্টিনার, ব্যাশেলেত চিলির এবং এস্পিনোসা ও বাকী ইকুয়েডরের। রদ্রিগেস-বিরকেট গায়ানার প্রার্থী। জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক কোনো বাধ্যতামূলক আঞ্চলিক রোটেশন ব্যবস্থা নেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলভিত্তিক ভারসাম্য বিবেচনার একটি রাজনৈতিক রীতি রয়েছে। ফলে এবার লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের একজন প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনাও কূটনৈতিক আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

আসল ক্ষমতা কোথায়?

প্রথম স্ট্র পোলে কে কত ভোট পেলেন, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে। সেটি হলো জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স; এই পাঁচ দেশের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের কোনো প্রার্থী প্রয়োজনীয় সমর্থন পেলেও পাঁচ স্থায়ী সদস্যের যেকোনো একটি দেশ তাকে ভেটো দিলে তার প্রার্থিতা আটকে যেতে পারে। এ কারণেই প্রথম দফায় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া রেবেকা গ্রিনস্প্যানকেও এখনই নিশ্চিত বিজয়ী বলা যাচ্ছে না। বরং পরবর্তী স্ট্র পোলগুলোতে কোন প্রার্থী কতটা 'এনকারেজ' পাচ্ছেন এবং কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে 'ডিসকারেজ' বাড়ছে; সেটিই হবে গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

নতুন মহাসচিবের সামনে কঠিন বিশ্ব

২০২৭ সালের নতুন মহাসচিব এমন এক সময়ে দায়িত্ব নেবেন, যখন জাতিসংঘ নিজেই নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত, গাজা সংকট, পারমাণবিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী সংকট, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীনের ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো একাধিক সংকট একই সময়ে মোকাবিলা করতে হবে তাকে।

এর পাশাপাশি জাতিসংঘের আর্থিক সংকট, প্রশাসনিক ব্যয় এবং সংস্থাটিকে আরও কার্যকর করার দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। ইভন বাকী সম্প্রতি সংঘাত শুরু হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ এবং জাতিসংঘের সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছেন। ওলার ওতুনুও সংস্থাটির কার্যকারিতা ও নৈতিক নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

কবে জানা যাবে নতুন মহাসচিবের নাম?

নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন দফার অনানুষ্ঠানিক ভোট ও কূটনৈতিক আলোচনার পর একজন প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুপারিশ করা হবে। এরপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সেই প্রার্থীকে নিয়োগ দেবে। প্রক্রিয়াটি একাধিক দফায় চলতে পারে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের মধ্যে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ঐকমত্যে পৌঁছাতে দেরি হলে প্রক্রিয়া আরও দীর্ঘ হতে পারে।

তাহলে কে সবচেয়ে এগিয়ে?

এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবে কারও নাম বলা সম্ভব নয়। তবে প্রথম নিরাপত্তা পরিষদ স্ট্র পোলের ফলাফল বিবেচনায় রেবেকা গ্রিনস্প্যানই প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী। তার সবচেয়ে কাছের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যারোলিন রদ্রিগেস-বিরকেট। এরপর রয়েছেন রাফায়েল গ্রোসি। তবে এবারের প্রতিযোগিতার আসল লড়াই শুধু ভোটের সংখ্যায় নয়, কে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেন, শেষ পর্যন্ত তার ওপরই নির্ভর করবে ফলাফল।

মিশিগানে দুই দিনব্যাপী বইমেলা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুই দিনব্যাপী 'মিশিগান বইমেলা'। মৃধা বেঙ্গলি কালচারাল সেন্টারের উদ্যোগে ওয়ারেন শহরের টুয়েলভ মাইল রোডের 'আনন্দ মঞ্চে' সম্প্রতি এ মেলার আয়োজন করা হয়।

শনিবার (২২ আগস্ট) দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলুন উড়িয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন ডা. দেবাশীষ মৃধা ও তার সহধর্মিণী চিনু মৃধা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। মেলার পর্দা নামে পরদিন রোববার (আগস্ট)।

বইমেলাকে ঘিরে ছিল প্রকাশকদের স্টল, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, 'কবি ও কবিতার আসর', শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। এতে অংশ নেয় যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় ও বাংলাদেশের একাধিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মেলায় স্টল দেয় মুক্তধারা, প্রথমা, বর্ণমালা মিশিগান, অভ্র প্রকাশন, সাহিত্য পরিষদ, বুনন প্রকাশনসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান।

মেলার প্রথম দিনে গণিত অলিম্পিয়াড, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাহিত্য আসর, মোড়ক উন্মোচন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। গণিত অলিম্পিয়াড পরিচালনা করেন জাহেদ জিয়া। শামীম শহীদের উপস্থাপনায় সাহিত্য আসরে আলোচনায় অংশ নেন ডা. দেবাশীষ মৃধা, ড. জাকিরুল হক, ড. আহসান হাবীব, ড. সানাউল মোস্তফা ও ড. আসিফ সালাহউদ্দীন। এ ছাড়া বিপ্লব করের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় নৃত্যনাট্য 'অক্ষর থেকে অঙ্গনে'। অনুষ্ঠানে কবি সঞ্জয় দেবের কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয়ের ব্যাকুল কথা' এবং সাংবাদিক চিন্ময় আচার্যের গদ্যগ্রন্থ 'স্মৃতির পথে ৪৮ বছর' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

দ্বিতীয় দিন পরিবেশিত হয় ছন্দে-ছড়ায় অভিনয় এবং হারান কান্তি সেনের পরিচালনায় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'আনন্দম'। সঞ্জয় দেবের পরিচালনায় 'কবি ও কবিতার আসরে' কবিতা আবৃত্তি ও পাঠে অংশ নেন সুবিমল সেনাপতি, হারান কান্তি সেন, শামসাদ হুসাম, নারায়ণ গুপ্ত, ফাতেমা বেগম হোসেন, সঞ্জয় দেব, কল্যাণী দেব চৌধুরী, সেলিনা শিল্পী, শর্মিলা দেব, তন্ময় আচার্য, সিমা আহমেদ, শাহীন ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মৌসুমী চক্রবর্তী।

মেলা শেষে চিনু মৃধা জানান, এই আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াবে। মেলার সফল আয়োজনে সংশ্লিষ্ট সব কর্মী, সহযোগী ও দর্শকদের প্রতি আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ভারতে স্কুলে হিজাব পরার অনুমতি চেয়ে আবেদন, আদালতের না

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী অতিরিক্ত কোনো পোশাক বা পোশাকের অংশ যোগ করার অধিকার শিক্ষার্থীর নেই, বলেছেন ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত এক স্কুলছাত্রীর করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। ওই ছাত্রী স্কুলের নির্ধারিত ইউনিফর্মের সঙ্গে হেডস্কার্ফ বা হিজাব পরার অনুমতি চেয়েছিল।

এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, দেশটির উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রয়াগরাজের একটি বেসরকারি স্কুলের ওই ছাত্রী অপ্রাপ্তবয়স্ক। সে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল পরীক্ষা পাস করেছে এবং একই প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে চায়। ছাত্রীটি তার মায়ের মাধ্যমে আদালতে আবেদন করে। আবেদনে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়, যাতে নির্ধারিত স্কুল ইউনিফর্মের সঙ্গে তাকে হেডস্কার্ফ পরার অনুমতি দেওয়া হয়।

আবেদনে বলা হয়, হেডস্কার্ফ পরা ইসলামের একটি অপরিহার্য ধর্মীয় অনুশীলন। আরও বলা হয়, ওই ছাত্রী ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে একই স্কুলে হেডস্কার্ফ পরে আসছে। তবে বিচারপতি জেজে মুনির ও বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ শুক্লার সমন্বয়ে গঠিত দুই সদস্যের বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দেয়।

মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করছে বাংলাদেশ

বললেন শামা ওবায়েদ

ঢাকা অফিস

সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ককে নিয়ে গঠিত 'মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি'তে যোগদানের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকার বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী (২) শামা ওবায়েদ ইসলাম।

সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এই জোটে যোগ দিলে তা দেশের স্বার্থ, অর্থনীতি ও জনগণের জন্য কতটা লাভজনক হবে, সেটি আগে মূল্যায়ন করা হবে। পরে বিষয়টি নিয়ে দেশের একটি ইংরেজি দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিএনপির মিডিয়া সেলও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা নিশ্চিত করে।

সাক্ষাৎকারে শামা ওবায়েদ বলেন, বর্তমান বিশ্বরাজনীতিতে বড় বড় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোটে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। তিনি বলেন, 'বিশ্ব রাজনীতি এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, প্রায় প্রতিটি দেশই কোনো না কোনো বৃহত্তর জোটে যোগ দিচ্ছে। যেমন সার্ক, বিমসটেক, ইন্দো-প্যাসিফিক, কোয়াড ও ব্রিকস—বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ধরনের জোট রয়েছে।'

প্রতিমন্ত্রী জানান, যুদ্ধ-পরবর্তী আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিবেচনায় সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক এই প্রতিরক্ষা জোট গঠন করেছে। এর মূল ভিত্তি হলো সম্মিলিত প্রতিরক্ষা। তিনি বলেন, 'মক্কা প্যাক্ট মূলত আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিয়ে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের ভাবনা থেকে এসেছে। এই প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রথম শর্তই হলো—যদি একটি সদস্যদেশ আক্রান্ত হয়, তাহলে সেটিকে তিনটি দেশই আক্রান্ত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে। এটি শুধু সামরিক সহযোগিতার চুক্তি নয়, সদস্যদেশগুলোর অর্থনীতি ও

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

জনগণের নিরাপত্তার লক্ষ্যেও এটি তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আগ্রহী অন্য যে কোনো দেশের এতে যোগদানের সুযোগ রাখা হয়েছে।'

মুসলিম দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অস্বাভাবিক হবে না: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীমুসলিম দেশগুলোর প্রতিরক্ষা জোটে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অস্বাভাবিক হবে না: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ কী যোগ দেবে

সাক্ষাৎকারে সরাসরি এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সরকার বিষয়টি নিয়ে ভাবছে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্ভাব্য সব ধরনের লাভ-ক্ষতির মূল্যায়ন করা হবে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ যোগ দেবে কি না—এর উত্তরে বলব, বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি বিবেচনা করছে। তবে প্রথমেই দেখতে হবে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে এই চুক্তিতে যোগ দিলে আমাদের লাভ কতটা হবে।'

প্রতিমন্ত্রীর মতে, সম্ভাব্য লাভের মধ্যে অর্থনৈতিক সুবিধা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হবে। তিনি বলেন, 'এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য ভালো। আমাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আপনারা জানেন, তুরস্কের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি তুরস্ক থেকে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছে। একইভাবে সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে প্রায় ৪০ লাখ বাংলাদেশি কর্মরত।'

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কগুলো অবশ্যই বিবেচনায় থাকবে। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বাংলাদেশ এই চুক্তি থেকে বাস্তবে কী অর্জন করতে পারে তার ওপর। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশ বিষয়টি বিবেচনা করবে। কিন্তু আবারও বলছি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে আমরা এই চুক্তি থেকে কতটা লাভবান হব তার ওপর। যদি আমরা মনে করি আমাদের লাভ বেশি, দেশের মানুষের উপকার হবে, তাহলে অবশ্যই সরকার সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।'

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হতে পারে

এদিকে 'মক্কা চুক্তি'তে যোগ দিলে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

বিশ্লেষকদের বরাতে রয়টার্স দাবি করেছে, এই জোটে যোগ দিলে দেশের ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক আরও জটিল হতে পারে।

২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ভারতে অবস্থান করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের (প্রত্যর্পণের) দাবি জানানোর পাশাপাশি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে জোরপূর্বক লোকজনকে পুশইন করার অভিযোগ তোলায় দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে যদি কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে, তবে আমাদের সেখানে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা অস্বাভাবিক নয়। এটিকে

সন্তানের সাথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আইনি প্রক্রিয়া শেষে রাজুর মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মো. রাসেল জানান, তিনি ফ্রায়েড চিকেনের ট্রে নিয়ে সবেমাত্র কিচেন থেকে সামনে আসেন, এ সময় একজন তাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে গুলি তার ডান পায়ে লাগে। যতটুকু চেহারা মনে আছে এতে মনে হয়েছে মিশ্রবর্ণের কালো যুবক। এরপর রাজুকে গুলি করে।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের ওজন পার্কে ব্যাচেলর বাসায় থাকতেন নিহত মো. ইউসুফ রাজু। বাসার সবার সাথে সদ্ভাব ছিল তার। রাজু নিজে রান্না করে খেতে পছন্দ করতেন জানিয়ে তার রুমমেট মো. ফয়সাল জানান, গভীর রাতে বাসায় ফিরে রান্না বসাতেন। আমি (ফয়সাল) অপেক্ষায় থাকতাম উনি বাসায় এলে রান্না করব, একসাথে খাব।

ফয়সাল আরও জানান, ছোট মেয়েটির জন্ম হয় রাজু যুক্তরাষ্ট্রে আসার ৫-৬ মাস পর। এখনো সরাসরি মেয়ের মুখ দেখেননি। অবসর সময় পেলেই তিনি স্ত্রী ও মেয়েদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলতেন। ২০২৭ সালে তার মামলার চূড়ান্ত শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কাগজপত্র হলেও দেশে যাবেন এমন পরিকল্পনা ছিল তার। ঘাতকের বুলেটে প্রাণ কেড়ে নেয়ায় অবুঝ দুটি শিশু তাদের বাবাকে কিংবা রাজুর স্ত্রী তার স্বামীকে দেখবেন না কখনো।

সুনামের পাশে কিছু

শেষ পৃষ্ঠার পর

বলা কিংবা নারীদের বিব্রত করার মতো অভিযোগও সামনে এসেছে। কোথাও কোথাও এসব ঘটনা স্থানীয়দের সঙ্গে বাংলাদেশি কমিউনিটির সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তবে এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে পুরো বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীকে বিচার করার সুযোগ নেই। কানাডায় বাংলাদেশিদের অবদান বরং অনেক বড়। রাজনীতি, চিকিৎসা, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, গবেষণা, ব্যবসা, সরকারি-বেসরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন পেশায় বাংলাদেশিরা সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। বহু বাংলাদেশি তাদের কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সততার মাধ্যমে কানাডার সমাজে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন।

কানাডায় বাংলাদেশিদের অভিবাসনের ইতিহাসও অর্ধশতাব্দীর বেশি পুরোনো। টরন্টো, মন্ট্রিয়ল, অটোয়া, ক্যালগেরি, ভ্যাঙ্কুভার ও এডমন্টনসহ বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী বাংলাদেশি কমিউনিটি। নতুন প্রজন্মও উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে।

তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পর পুরোনো প্রবাসীদের অনেকে মনে করছেন, নতুন-পুরোনো সবাইকে কানাডার আইন, সামাজিক শিষ্টাচার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা,

> কানাডার মতো বহুসাংস্কৃতিক সমাজে নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ধরে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় আইন ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হতে হবে। একই সঙ্গে কোনো ব্যক্তির অপরাধ বা অসচেতনতার দায় যেন পুরো কমিউনিটির ওপর না পড়ে, সেটিও মনে রাখা জরুরি।

কানাডার মতো বহুসাংস্কৃতিক সমাজে নিজেদের সংস্কৃতি ও পরিচয় ধরে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় আইন ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একজন বাংলাদেশির সাফল্য যেমন পুরো কমিউনিটির গর্ব, তেমনি একজনের দায়িত্বহীন আচরণও অনেকের অর্জিত সুনামকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

তাই আত্মসমালোচনা ও সচেতনতার মাধ্যমে নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। নতুন-পুরোনো সব প্রবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কানাডার মূলধারায় একটি দায়িত্বশীল, মর্যাদাপূর্ণ ও ইতিবাচক বাংলাদেশি পরিচয় আরও শক্তিশালী করাই হওয়া উচিত সবার সম্মিলিত লক্ষ্য।

কান্ট্রি মিউজিকের রানি ও মানবতাবাদী

শেষ পৃষ্ঠার পর

একজন আমেরিকান কিংবদন্তি

অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ব্যাপী ক্যারিয়ারে ডলি পার্টন আমেরিকান জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে তাঁর গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি ৩,০০০টিরও বেশি গান লিখেছেন। এর মধ্যে ছিল 'Coat of Many Colors', যা ছিল তাঁর মায়ের প্রতি এক আবেগময় শ্রদ্ধাঞ্জলি। টেনেসির গ্রামীণ এলাকায় তাঁদের পারিবারিক বাড়িতে তাঁর মা কাপড়ের টুকরো জোড়া দিয়ে পোশাক তৈরি করতেন।

তিনি ভালোবাসা ও হৃদয়ভাঙার অনুভূতি নিয়ে বহু গান লিখেছেন ও গেয়েছেন—যেমন 'Jolene' এবং 'I Will Always Love You'। একই নামের সিনেমার জন্য তৈরি '9 to 5' গানটি, যে সিনেমায় পার্টন নিজেও অভিনয় করেছিলেন, আমেরিকান নারী ও কর্মজীবী মানুষের জন্য এক ধরনের প্রতীকি সংগীতে পরিণত হয়।

ডলি পার্টন তাঁর সংগীত পরিবেশনার মতোই নিজের তারকা-ইমেজের প্রতিও যত্নশীল ছিলেন। তাঁকে প্রায় কখনোই তাঁর স্বাক্ষর হয়ে ওঠা স্বর্ণকেশী চুল, ঝলমলে পোশাক এবং সহজ-সরল টোল পড়া হাসি ছাড়া দেখা যেত না। একই সঙ্গে আড়ম্বরপূর্ণ এবং নিঃসংকোচ নারীত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করাটা তাঁর জন্য সবসময়ই ছিল সচেতন একটি সিদ্ধান্ত।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম অ্যালবাম 'Hello, I'm Dolly'-তে 'Dumb Blonde' নামে একটি গান ছিল। গানটিতে এমন এক নারীর কথা বলা হয়েছে, যাকে শুধু স্বর্ণকেশী বলে হেয় করা যাবে না—কারণ এই 'বোকা স্বর্ণকেশী' আসলে কাউকে বোকা বানানোর সুযোগ দেবে না।

পরবর্তী সময়ে ডলি পার্টন ৪৯টি অ্যালবাম প্রকাশ করেন এবং ১১টি গ্র্যামি পুরস্কার জেতেন। তিনি সর্বকালের অন্যতম সফল কান্ট্রি মিউজিক শিল্পী হিসেবে পপ সংগীতেও নিয়মিত হিট গান উপহার দেন। এর মধ্যে ছিল কেনি রজার্সের সঙ্গে গাওয়া দ্বৈত গান 'Islands in the Stream'।

জীবনের পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর বিপুল সাফল্যকে মানবকল্যাণে কাজে লাগান। তিনি একটি লাইব্রেরি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করেন, যার মাধ্যমে বিশ্বের শিশুদের জন্য ৩০ কোটিরও বেশি বই উপহার দেওয়া হয়েছে।

তার তুমুল জনপ্রিয় গান 'জোলিন'-এর আংশিক অনুপ্রেরণাও ছিলেন তিনি। পার্টন একবার এনপিআর-কে বলেছিলেন, একজন ব্যাংক কর্মী তার স্বামীর প্রতি একটু বেশিই আগ্রহ দেখানোর পর তিনি গানটি লিখেছিলেন। তিনি স্টেশনটিকে বলেন, 'তিনি ব্যাংকে যেতে খুব ভালোবাসতেন কারণ মহিলাটি তাকে অনেক মনোযোগ দিতেন। এটা আমাদের মধ্যে একটা চলমান রসিকতার মতো ছিল।'

কিন্তু ডলি পার্টন সবসময়ই সবার আগে ছিলেন একজন গীতিকার। তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গান 'I Will Always Love You' কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই গল্প বলতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। ১৯৯০-এর দশকে হুইটনি হিউস্টন গানটি কভার করার পর এটি আরও বেশি জনপ্রিয়তা পায় এবং এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তবে গানটির শুরু হয়েছিল পার্টনের সংগীত পরিবেশনার সঙ্গী পোর্টার ওয়াগনারের কাছে করা একটি অনুরোধ হিসেবে—তাঁদের একসঙ্গে করা টিভি অনুষ্ঠানটি ছেড়ে পার্টন যেন নিজের পথে এগিয়ে যেতে পারেন, সেটিই ছিল তাঁর আবেদন।

একক ক্যারিয়ার শুরু করার নিজের সিদ্ধান্তের কথা ওয়াগনারকে বোঝানোর চেষ্টা করার সময়, পার্টনের ভাষায়, তিনি তাঁর কথার 'কোনো কিছুই শুনছিলেন না।'

পার্টন বলেন, 'তাই আমি বাড়ি ফিরে সেই গানটি লিখলাম। পরদিন সকালে সেটি নিয়ে ফিরে এসে বললাম, 'বসুন, আপনাকে একটা জিনিস শুনতে হবে।' এরপর আমি গানটি গাইলাম, আর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।'

শেষ পর্যন্ত ওয়াগনার তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। আর গভীর হৃদয়ভাঙার যন্ত্রণা ধারণ করা সেই গানকে সঙ্গে নিয়ে পার্টন শুরু করেন একক ক্যারিয়ার—যা আমেরিকান সংগীতের ইতিহাসে প্রায় তুলনাহীন।

সাধারণ জীবন থেকে উঠে আসা

১৯৪৬ সালের ১৯ জানুয়ারি টেনেসির একটি এক-কক্ষের কেবিনে জন্মগ্রহণ করেন ডলি পার্টন। ১২ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। তিনি তাঁদের পরিবারকে 'চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা পরিবার' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বাবা পড়তে জানতেন না।

সংগীত সবসময়ই তাঁদের পরিবারের জীবনের অংশ ছিল। বিশেষ করে তাঁর মায়ের মাধ্যমে সংগীতের সঙ্গে পার্টনের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। তাঁর মায়ের বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক, যিনি পিয়ানো ও গিটার বাজাতেন।

পার্টন একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'আমাদের পরিবারের লোকজনই স্থানীয়ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিয়ে, আনন্দ-উৎসব—এ রকম যেকোনো অনুষ্ঠানে গান গাইত।'

শৈশবে এক চাচা পার্টনকে তাঁর প্রথম গিটার উপহার দেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে তিনি গিটার বাজানো শেখেন এবং নিজের গান লেখা শুরু করেন।

পার্টন বলেছিলেন, 'আমি এমন বিষয় নিয়ে কীভাবে ছন্দ মিলিয়ে গান লিখতে পারতাম, যেগুলো আমি নিজে কখনো অনুভবই করিনি—তা দেখে মা খুব অবাক হতেন। কিন্তু আমি তো তাঁদের কথাবার্তা শুনতাম।'

উচ্চবিদ্যালয় শেষ করার পর সংগীতে নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য পার্টন ন্যাশভিলে চলে যান। সেখানে যাওয়ার প্রথম দিনেই একটি লন্ড্রোম্যাটের বাইরে তাঁর পরিচয় হয় কার্ল থমাস ডিন নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে।

বহু বছর পর তিনি লিখেছিলেন, 'সে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল—যেটা আমার ক্ষেত্রে খুবই বিরল। এতে আমি অবাক এবং আনন্দিত হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি কে এবং আমার সম্পর্কে কী—তা জানতে সে সত্যিই আগ্রহী।'

১৯৬৫ সালে পার্টন মনুমেন্ট রেকর্ডস-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম রেকর্ডিং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পরের বছর, ১৯৬৬ সালে, তিনি কার্ল ডিনকে বিয়ে করেন।

ডিন ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ৮২ বছর বয়সে মারা যান, যা এই সুপারস্টারের জন্য একটি অত্যন্ত কঠিন ক্ষতি ছিল। তিনি তার ৫৯ বছরের স্বামীর সম্মানে 'ইফ ইউ হ্যাডন্ট বিন দেয়ার' নামে একটি গান প্রকাশ করেন।

গানের কথায় তিনি লিখেছেন, 'তুমি যদি পাশে না থাকতে, আমি কোথায় থাকতাম? তোমার বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আস্থা ছাড়া।'

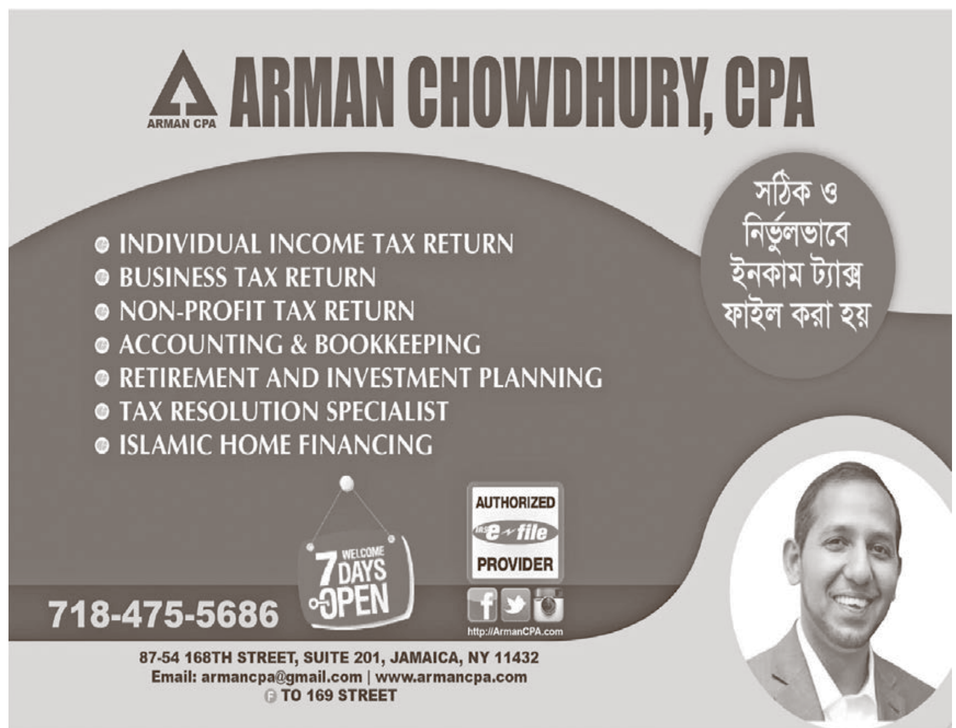

গুম নিয়ে জামায়াত নেতার ‘স্লিপ অব টাং’

ঢাকা অফিস

‘বিএনপি সরকারের ছয় মাসে ৫১২ জন গুম হয়েছে’- বলে যে বক্তব্য জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ তা তিনি প্রত্যাহার করে বলেছেন এই তথ্যটি অনিচ্ছাকৃত ভুল ছিল। তিনি সমকালকে বলেছেন, খুন বলতে গিয়ে ভুলে গুম বলেছিলেন।

হামিদুর রহমান

রোববার বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবনে ১১-দলীয় ঐক্যের বৈঠকের পর হামিদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, আইনশৃঙ্খলা অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সর্বশেষ রংপুরে এক পরিবারের চারজনের হত্যাকাণ্ড আপনারা জানেন। এছাড়া সারাদেশে অসংখ্য ঘটনা ঘটছে, ছয় মাসে ৫১২ জন গুম হয়েছে। এই ঘটনা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে। এখনো দেশে গুম হচ্ছে, খুন হচ্ছে, লুটতরাজ হচ্ছে, ছিনতাই-ডাকাতি হচ্ছে। এই আইনশৃঙ্খলা ভয়াবহ পরিণতি নিয়েছে।

এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনা হয়। সংবাদমাধ্যম, মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে ছয় মাসে ৫১২ জন গুম হওয়ার তথ্য নেই।

গত ১০ এপ্রিল বাগেরহাটের মোংলার জয়মণি ঠোটা গ্রামের বাসিন্দা মিরাজ শেখকে কোস্ট গার্ডের সদস্য পরিচয়ে কিছু ব্যক্তি তুলে নিয়ে যাওয়ার খোঁজ মিলছে না। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ঘটনাটিকে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রথম গুম বলে আখ্যা দিয়েছে। যদিও কোস্টগার্ড মিরাজ শেখকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। হাইকোর্ট মিরাজকে হাজির করতে সরকারকে নির্দেশনা দিয়েছে।

গুম সংক্রান্ত বক্তব্যের সমালোচনার মুখে সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হামিদুর রহমান আযাদ লেখেন, ছয় মাসে বর্তমান সরকারের সময়ে হামলা-মামলা, জুলুম-নির্যাতন ও গুম-খুন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান বলতে গিয়ে একটি তথ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলভাবে (খুনের স্থলে গুম) উপস্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে অসঙ্গতিটি নজরে এসেছে। যা ছিলো পুরোপুরি অনিচ্ছাকৃত। সংশ্লিষ্ট সবাইকে তথ্যটি আমলে না নেওয়া এবং বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ করছি।

হামিদুর রহমান সমকালকে বলেছেন, রংপুরের খুনের ঘটনা বলার সময়ে ভুলবশত গুম শব্দটি চলে আসে। সরকারের প্রথম দিনে ৫১২ খুন হয়েছে, তা বলতে চেয়েছিলাম। যদিও পুলিশ সদরদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সরকারের প্রথম ১০০ দিনে সারা দেশে ৬০৫টি হত্যাকাণ্ড হয়েছে।

আটলান্টিক সিটিতে ‘ব্লক বাই ব্লক’ অনুষ্ঠানে প্রাণের আমেজ

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি স্টেটসের আটলান্টিক সিটিতে চেলসি ইডিসি ও বেঙ্গল ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ব্লক বাই ব্লক’ অনুষ্ঠান।

বুধবার বিকেলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা, কমিউনিটি নেতা ও বিভিন্ন সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ছিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ঐক্যের বার্তা।

আটলান্টিক সিটির টেক্সাস অ্যাভিনিউয়ের ফেয়ারমাউন্ট অংশ এ উপলক্ষে মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। বিকেল থেকেই শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে প্রবীণ; সব বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, মতবিনিময় এবং আনন্দ ভাগাভাগির মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এক উৎসবের আবহ।

উৎসবের পাশাপাশি আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজ নিজ এলাকার প্রতি আরও দায়িত্বশীল করে তোলা। অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, সৌন্দর্যবর্ধন এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আয়োজকদের মতে, একটি সুন্দর ও নিরাপদ শহর গড়ে তুলতে কেবল প্রশাসনের উদ্যোগই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সেই লক্ষ্যেই ব্লকভিত্তিকভাবে বাসিন্দাদের একত্রিত করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আয়োজনে ছিল নানা ধরনের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড। শিশুদের জন্য খেলাধুলার পাশাপাশি বড়দের জন্য ছিল আড্ডা, খাবার ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। শিল্পীদের পরিবেশনায় গান ও নাচে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। এতে গান গেয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন সংগীতশিল্পী আসিফ আনোয়ার ও শারমিন তারা।

বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণ ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ। ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও পেশার মানুষ একই ছাতার নিচে এসে নিজেদের কমিউনিটিকে উদযাপন করেন। এর মধ্য দিয়েই উঠে আসে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক সুন্দর চিত্র।

জামায়াত বিসমিল্লাহ বলে মিথ্যা শুরু করে: রাশেদ

ঢাকা ডেস্ক

জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বিসমিল্লাহ বলে মিথ্যা শুরু করেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান। তিনি বলেন, জামায়াতের নেতৃত্বে এনসিপিও একই রকম মিথ্যাচার শিখেছে। সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন তিনি।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, জামায়াত নেতা হামিদুর রহমান আজাদ বিএনপি সরকারের ৬ মাসে ৫১২ জন গুম হয়েছে বলে দাবি করেছেন। এই দাবির সময় নাহিদ ইসলামসহ ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতারা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই জঘন্য মিথ্যাচারের বিষয়ে কেউ কোনো টুঁ-শব্দও করেনি। জামায়াতের নেতারা ঠিক এভাবেই আত্মবিশ্বাসের সহিত মিথ্যা তথ্য প্রচার করেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট, ষ্টুডেন্ট বা ট্রানজিট ভিসা অথবা
অন্য যে-কোন উপায়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস ও ব্যবসায়ের বিষয়ে
শ্রেষ্ঠ ইমিগ্রেশন ও বিজনেস কনসালটিং অফিস

Political Asylum
নির্ভুল ফাইলিং এর পূর্ণ সহায়তা এবং পরবর্তীতে গ্রীনকার্ড পাবার নানা উপায়-সহ যাবতীয় বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ।
পলেটিক্যাল এসাইলাম এর মাধ্যমে মোটামুটি ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল-সহ বৈধভাবে বসবাসে সহযোগীতা।

SIJS (Special Immigrant Juvenile Status)
আমেরিকায় বসবাসরত ২১ বছরের নীচের ছেলে-মেয়েদের সীজ প্রোগ্রামের আওতায় গ্রীনকার্ড প্রসেস করা হয়।
অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন।

VAWA (Violence Against Women Act)
আমেরিকান সিটিজেন অথবা গ্রীনকার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করার পরও নানা কারণে গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না;
অথবা গ্রীনকার্ডটি রিভোক হতে যাচ্ছে! আমাদের সংগে আজই যোগাযোগ করুন।

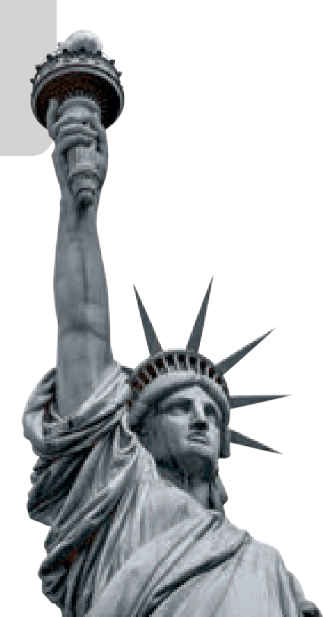

E2 / L1 | EB-3
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM

ফোনে এপয়েন্টমেন্ট করে আসুন
Old Club Man Corporation
(718) 839-5812 | (212) 814-4068
16222 87th Road, Jamaica, NY 11432

জলবায়ুর আঘাতে বাস্তুচ্যুত জীবন

আলম শাইন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন আর ভবিষ্যতের কোনো আশঙ্কা নয়, বরং তা আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা কিংবা নদীভাঙনজনিত দুর্যোগের কারণে মানুষ বাধ্য হচ্ছেন জন্মভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে। তাদের এই স্থানান্তরের পেছনে কোনো যুদ্ধ বা রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই, আছে শুধু প্রকৃতির রুক্ষ আচরণ। একে অনেকেই বলছেন নীরব বাস্তুচ্যুতি।

সিডর, আইলা কিংবা আম্ফানের মতো ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূলীয় জেলাগুলোতে যে ক্ষতচিহ্ন থেকে যায়, তা সহজে মোছার নয়। সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা কিংবা ভোলার বিস্তীর্ণ এলাকায় আগে যেসব জমিতে ধানসহ নানা ফসল হতো, সেখানে এখন ঢুকছে লবণাক্ত পানি। পদ্মা, যমুনা কিংবা তিস্তার ভাঙনে প্রতিবছর হাজার হাজার পরিবার জমি ও বসতভিটা হারিয়ে শহরমুখী হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাগুলোর হিসাব বলছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে লাখো মানুষ পরিবেশগত কারণে বাস্তুচ্যুত হন। এই সংখ্যা কমার কোনো লক্ষণ নেই, বরং দিন দিন বাড়ছে।

শহরে এসে বেশির ভাগ মানুষ প্রথমে বস্তিতে আশ্রয় নেন। বিশেষ করে ঢাকার কড়াইল, মিরপুরের বেড়িবাঁধ এলাকা কিংবা মহাখালীর বস্তিগুলোতে প্রতিদিন নতুন নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। রুটি-রুজির তাগিদে তাঁরা বাধ্য হয়ে রিকশা চালান, নির্মাণকাজ করেন কিংবা দিনমজুরি বেছে নেন। আর নারীরা কাজ নিচ্ছেন পোশাক কারখানায় বা বাসা-বাড়িতে। গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে শহরের ঘিঞ্জিতে ঢুকে পড়া এসব মানুষের জন্য জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন মোটেও সহজ নয়; বরং তারা প্রতিনিয়ত মানসিক চাপ ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়ে শিশুরা। গ্রামের বিদ্যালয় ছেড়ে শহরে এসে অনেক শিশুই আর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না। পরিবারের আয় কমে যাওয়ায় কোমল বয়সেই তাদের নামতে হয় জীবিকার তাগিদে—কেউ চায়ের দোকানে, কেউ গ্যারেজে, আবার কেউবা রাস্তায় ফেরি করে জিনিসপত্র বিক্রি করে। যে বয়সে বই-খাতা হাতে স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সেই তাদের কাঁধে চাপে সংসারের ভার। শৈশবের মধুর দিনগুলো এভাবেই হারিয়ে যায়।

এই বাস্তুচ্যুতির প্রভাব শুধু একটি পরিবারের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, গোটা দেশের প্রধান শহরগুলোর ওপরও এর তীব্র চাপ পড়ে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের ওপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ এমনিতেই এটি এক জনবহুল মহানগরী। প্রতিবছর হাজার হাজার নতুন মানুষ এখানে আসেন জীবিকার তাগিদে। ফলে বাড়িভাড়া বাড়ছে, তীব্র হচ্ছে যানজট ও বিদ্যুৎ-সংকট। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া থেকে শুরু করে ওয়াসা-র পানি সরবরাহ সংকট—সবকিছুর পেছনেই রয়েছে এই অতিরিক্ত জনচাপ।

বস্তিগুলোর পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে। ময়লা-আবর্জনা জমে এবং ড্রেন বন্ধ হয়ে বর্ষাকালে তৈরি হয় জলাবদ্ধতা। অনেক স্থানে দেখা দেয় বিশুদ্ধ পানির তীব্র অভাব। ডায়রিয়া ও চর্মরোগসহ নানা জলবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ে এসব এলাকায়; জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

শহরের সামাজিক সম্পর্কেও এই বাস্তুচ্যুতি ছাপ ফেলছে। নতুন মানুষের আগমনে কাজের প্রতিযোগিতা যেমন বাড়ছে, তেমনি সীমিত সুযোগ-সুবিধার ওপরও চাপ বাড়ছে। এর ফলে অনেক সময় পুরোনো বাসিন্দাদের সঙ্গে নতুন আসা মানুষদের একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়। অথচ বাস্তবতা হলো, এই মানুষগুলো স্বেচ্ছায় ঘরবাড়ি ছেড়ে আসেননি; স্রেফ টিকে থাকার তাগিদেই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রামের যে মানুষটি একসময় কৃষক ছিলেন, শহরে এসে তাঁর পরিচয় হয় শুধু একজন দিনমজুর হিসেবে। এতে তাঁর আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নীরব কষ্ট অনেকেই প্রকাশ করতে পারেন না, যা ধীরে ধীরে গভীর বিষণ্নতায় রূপ নেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষের মনে একধরনের অসহায়ত্বও জন্ম নিচ্ছে। নিজ জন্মভিটা ত্যাগ করা সহজ কথা নয়। একজন মানুষ যখন তার শৈশবের বাড়ি, গাছপালা, মাঠঘাট ও নদ-নদী সব হারান, তখন তার মনে যে ক্ষত তৈরি হয়, তা শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিকও। এমন সংকট ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামেও। যাঁরা শহরে চলে আসছেন, তাদের ফেলে যাওয়া জমি অনাবাদি পড়ে থাকছে, ফলে দুর্বল হয়ে পড়ছে গ্রামীণ অর্থনীতি। অন্যদিকে যারা থেকে যাচ্ছেন, তারাও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন—কখন নদী ভাঙবে কিংবা ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে, এই আতঙ্ক তাদের সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

এখন প্রশ্ন হলো, এই সংকট মোকাবিলা কীভাবে সম্ভব? প্রথমত, গ্রামীণ মানুষের জীবিকার সুযোগ বাড়াতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় লবণসহনশীল ধানের চাষ বাড়াতে হবে, মাছ চাষ ও হাঁস পালনের মতো বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নদীভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ও স্থায়ী টেকসই বাঁধ নির্মাণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। উপকূলে বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনায়ন বাড়াতে হবে। পাশাপাশি যারা শহরমুখী হচ্ছেন, তাদের জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থা। শুধু বস্তিতে থাকতে না দিয়ে তাদের জন্য নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা দরকার। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ কর্মীবাহিনীতে রূপান্তর করতে হবে।

একই সঙ্গে ঢাকার ওপর চাপ কমাতে বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোকে সমানভাবে উন্নত করতে হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হলে সবাই আর ঢাকামুখী হবেন না। জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের সমস্যাকে আলাদা করে না দেখে একে মানবিক ও জাতীয় সংকট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে; কারণ, দেশের সামাজিক স্থিতি ও সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব পড়ছে।

আন্তর্জাতিক পরিসরেও বাংলাদেশের জোরালো ভূমিকা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণই বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ, অথচ এর চরম ভুক্তভোগী বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো। তাই জলবায়ু ক্ষতিপূরণ ও অভিযোজন তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা আদায় করা জরুরি, যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনে ব্যয় করা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তন এখন আর নিছক পরিবেশের বিষয় নয়; এটি মানুষের জীবন, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। নদীভাঙন, লবণাক্ততা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে যারা ঘর ছাড়ছেন, তারা আমাদেরই স্বজন। তাঁদের দুর্ভোগকে আলাদা না ভেবে সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, উন্নয়ন সংস্থা ও সচেতন নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগেই এ সংকট মোকাবিলা সম্ভব। সময় থাকতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারলে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে আরও নিরাপদ, বাসযোগ্য ও মানবিক করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক, পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক কলামিস্ট

যুক্তরাজ্যে অভিবাসীবিরোধী নজরদারি বাড়ছে

সংঘমিত্রা সিং

স্কটল্যান্ডের মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের খ্যাতি বরাবরই রয়েছে। ইংল্যান্ডকে ইঙ্গিত করে তারা প্রায়ই বলেন, ‘আমরা আমাদের দক্ষিণের প্রতিবেশীদের মতো নই।’ স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে বড় শহর গ্লাসগোর অফিসিয়াল স্লোগান– ‘জনগণই গ্লাসগো গড়ে তুলেছে’, যা টি-শার্ট, দালানকোঠা, বাসস্টপ থেকে শুরু করে চায়ের মগেও চোখে পড়ে। ২০১৮ সালে যখন ভারত থেকে প্রথম স্কটল্যান্ডে আসি, অপরিচিত মানুষ ও প্রতিবেশীদের উষ্ণ ব্যবহারে আমি সত্যিই আপ্লুত হয়েছিলাম। মানুষের কৌতূহল ছিল, কিন্তু তাতে অনধিকার চর্চা ছিল না। তারা লাইনে দাঁড়িয়ে নিয়ম মানতেন। আমাকে বলতেন, আমি যেন তাদেরই একজন। শহরের সংগীত, শিল্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে ভাবা হতো অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্ষেত্র হিসেবে; যেখানে বৈচিত্র্য, সৃজনশীলতা আর সবাইকে সমাদর করার আহ্বান জানানো হতো।

একজন বহিরাগত হিসেবে এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ছিল। যেমন নিজের মতো থাকা, একা একা চলতে পারা; একই সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রদায়ের উষ্ণতা অনুভব করা। আমার জীবনটাই বদলে গিয়েছিল। বিশেষ করে একজন নারীর জন্য এমন স্বাধীনতা বিরাট কিছু। কিন্তু কভিড মহামারি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আর বছরের পর বছর ধরে চলা সরকারি বাজেট ছাঁটাইয়ের পর পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে। এখন চরমপন্থি ডানদের দৌরাত্ম্য আর সহিংসতা ক্রমেই বাড়তে দেখছি, আর নিজের ওপর অনুভব করছি এক বিষাক্ত নজরদারি।

গত জুনে গ্লাসগোর রাজপথে শত শত মুখঢাকা বিক্ষোভকারীর মিছিলকালে চরম বিশৃঙ্খলা ও বর্ণবাদী হামলা ঘটতে দেখেছি। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ‘গায়ের রঙের কারণে’ এশীয় ব্যবসায়ীরা সেখানে হেনস্তার শিকার হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন সাধারণ মানুষ। ওই মাসেরই শেষ দিকে এডিনবার্গের একটি মসজিদের সামনে মুসল্লিদের ওপর হামলার অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা হয়। সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো ভিডিওতে তাঁকে চিৎকার করে বলতে দেখা যায়– সে ‘দেশ রক্ষা করছে’।

জুলাই মাসে গ্লাসগোতে অভিবাসীবিরোধী বিক্ষোভকারীরা; যাদের অনেকেরই ছিল মুখঢাকা এবং বর্ণবাদী স্লোগানে সোচ্চার– আবারও তাণ্ডব চালালে একজন ডেলিভারি ড্রাইভারের ওপর হামলা চালানো হয়। আমরা দেখেছি মসজিদের দেয়ালে ঘৃণা ছড়ানো গ্রাফিতি এঁকে তা বিকৃত করা হয়েছে। নতুন এক তথ্যে দেখা গেছে, ব্রিটেনে প্রতি পাঁচ দিনে গড়ে একটি মসজিদে হামলা চালানো হয়। ফালকার্কের আশ্রয়প্রার্থীদের হোটেলের সামনে বিক্ষোভে এক বক্তার জনতাকে উস্কে দিয়ে বলতে শুনেছি, ‘ব্রিটেনকে শ্বেতাঙ্গদেরই জন্য রেখে দাও।’ এমনকি স্কটিশ পার্লামেন্টের বাইরে ফ্যাসিবাদী কায়দায় মহড়া দিতে দেখা গেছে একাধিক কর্মীকে। ওপরতলার এসব অপপ্রচার যে মাঠ পর্যায়ে বাস্তব সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে, এগুলো তারই প্রমাণ।

এই ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ আমি ব্যক্তিগতভাবেও টের পাই। অপরিচিত মানুষ হুটহাট থামিয়ে আমার জাতীয়তা, উচ্চারণের ধরন, ধর্ম বা পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একবার এক অচেনা লোক সরাসরি আমার মুখের ওপর বলে বসল, আমার উচ্চারণের ধরন নাকি বিদঘুটে! আমি যখন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পেতে হিমশিম খাচ্ছি বলে এক পরিচিতের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলাম, তিনি বলে বসলেন, অভিবাসীরা স্থানীয়দের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। মানুষ এখন কথায় কথায় লাইন ভেঙে সামনে চলে যায় এবং মুহূর্তেই গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধায়। যে ‘বহিরাগতদের’ একসময় গ্লাসগো ভালোবেসে আপন করে নিয়েছিল, তারাই আজ ঘৃণা ও সন্দেহের পাত্র।

মানুষ আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকে। গভানের এক পানশালায় এক গ্রাহক উচ্চৈঃস্বরে মন্তব্য করে বসলেন, সব অভিবাসী অপরাধী এবং আমাদের ‘নিজের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত’। বাসে এক বয়স্ক নারী আমি আর আমার ধবধবে সাদা স্কটিশ স্বামীর কথাবার্তায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, আমরা যেন আমাদের কথা বলার ঢং বন্ধ করি। সমস্যাটা কি ছিল আমরা আন্তঃবর্ণের দম্পতি বলে? নাকি আমরা আক্ষরিক অর্থেই স্থানীয়দের মতো কথা বলি না বলে? আমি হয়তো কখনোই তা জানতে পারব না। কিন্তু যে সন্দেহ কয়েক বছর আগেও আমার মাথায় আসত না, তা এখন সব সময় মনের কোণে খিটখিট করতে থাকে।

আমাদের এই উগ্রতা, সহিংসতা আর মানুষকে পর করে দেওয়ার প্রবণতা স্বাভাবিক হয়ে আসার বিরুদ্ধে সরাসরি ‘না’ বলতে হবে। সবার জীবনের মূল সমস্যা সেই জীবনযাত্রার সংকট ও বৈষম্যের ওপর আলো ফেলতে হবে।

সংঘমিত্রা সিং: মানবাধিকারবিষয়ক আইনজীবী ও লেখিকা; দ্য গার্ডিয়ান

প্রথম নারী মহাসচিবের অপেক্ষায় জাতিসংঘ

বদরুল হাসান

জাতিসংঘের আট দশকের ইতিহাসে ৯ জন মহাসচিব পাওয়া গেছে, যাদের প্রত্যেকেই পুরুষ। এবার কি ৮০০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী জাতিসংঘ একজন নারী মহাসচিব পেতে যাচ্ছে? আগামী ৩১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হচ্ছে। উত্তরসূরি বাছাইয়ের দৌড়ে এবার আটজন আনুষ্ঠানিক প্রার্থীর পাঁচজনই নারী এবং নিরাপত্তা পরিষদের সর্বশেষ ভোটে শীর্ষ তিনের দুজনই নারী। গত ৩০ জুলাই ও ২১ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদে পরপর দুই দফা অনানুষ্ঠানিক গোপন ভোট (স্ট্র পোল) হয়ে গেছে।

ওপরের প্রশ্নের উত্তরটি নির্ভর করছে এমন এক প্রক্রিয়ার ওপর, যার আসল অংশটুকু বিশ্ববাসী কখনও দেখতে পায় না। জাতিসংঘ সনদের ৯৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে, নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ মহাসচিব নিয়োগ দেবে। এর বাইরে আর কোনো ব্যাখ্যা সেখানে নেই। এই অস্পষ্টতার সুযোগে পাঁচ স্থায়ী সদস্য চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এদের যে কোনো একটি দেশ প্রকাশ্য কারণ না দেখিয়েই এক ভেটোতে যে কোনো নাম বাতিল করে দিতে পারে।

স্বচ্ছতার চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। ২০১৫ সালের সংস্কারের ধারাবাহিকতায় এবারের প্রক্রিয়া চলছে সাধারণ পরিষদের ৭৯/৩২৭ নম্বর প্রস্তাবের আলোকে। প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, রূপকল্প, এমনকি প্রচারণার অর্থায়নের তথ্যও প্রকাশ করতে হয়েছে। গত ২৩ জুলাই সাধারণ পরিষদ কক্ষে অনুষ্ঠিত টাউন হলে প্রার্থীরা সদস্য রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ জাতিসংঘের আর্থিক সংকট এবং নেতৃত্বে লিঙ্গসমতা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু এসব সংস্কার বাহ্যিক স্বচ্ছতা এনেছে মাত্র; চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জায়গাটি অক্ষতই রয়ে গেছে।

আসল লড়াই চলে পর্দার আড়ালে; অনানুষ্ঠানিক গোপন ভোটে। পরিষদের ১৫ সদস্য প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য আলাদা ব্যালটে তাঁকে ‘উৎসাহিত’, ‘নিরুৎসাহিত’ বা ‘কোনো মতামত নেই’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। মজার বিষয় হলো, অধিবেশনের সভাপতি আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করেন না, তবু তা ফাঁস হয়ে যায়!

প্রথম দফায় জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার মহাসচিব কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান ১০টি উৎসাহিত ও মাত্র একটি নিরুৎসাহিত ভোট নিয়ে স্পষ্ট এগিয়ে ছিলেন। তিন সপ্তাহেই ছবিটা বদলে যায়। ২১ আগস্টের ভোটে গায়ানার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতিসংঘে দেশটির স্থায়ী প্রতিনিধি কারোলিন রদ্রিগেজ-বার্কেট ৮টি উৎসাহিত ভোট নিয়ে শীর্ষে ওঠেন। গ্রিনস্প্যান নেমে আসেন ৭-এ এবং তাঁর বিপক্ষে নিরুৎসাহিত ভোট এক থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৪-এ। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসিও ৭টি উৎসাহিত ভোট পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর বিপক্ষে নিরুৎসাহিত ভোট ছয়টি, যা যে কোনো প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এরপর সেনেগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যাকি সাল ছয়, উগান্ডার ওলারা ওতুনু পাঁচ, ইকুয়েডরের মারিয়া ফার্নান্দা এসপিনোসা চার, চিলির মিশেল ব্যাচেলেট দুই এবং ইকুয়েডরের ইভন এ-বাকি একটিও উৎসাহিত ভোট পাননি।

সংখ্যাগুলোর পাঠোদ্ধার জরুরি। সুপারিশ পেতে হলে দরকার অন্তত ৯টি সমর্থন, সঙ্গে কোনো স্থায়ী সদস্যের ভেটো না থাকা। এখনও কেউই ৯-এর ঘরে পৌঁছাননি। এখানে ‘উৎসাহিত’ ভোটের চেয়ে ‘নিরুৎসাহিত’ ভোটই বেশি অর্থবহ। কারণ সেগুলোর একটিও যদি ভেটো ক্ষমতাধর কারও হয়, প্রার্থিতা সেখানেই শেষ। পরের ধাপে পাঁচ স্থায়ী সদস্যকে ভিন্ন রঙের ব্যালট দেওয়া হবে; তখনই ভেটোর ছায়া দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। নিরাপত্তা পরিষদ ১ অক্টোবরের মধ্যে সুপারিশ চূড়ান্ত করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে।

আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলেও কয়েকটি অলিখিত নিয়ম প্রতিযোগিতাকে আকার দিচ্ছে। আঞ্চলিক আবর্তনের হিসাবে এ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ থেকে চারজন, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে দুজন করে এবং লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে মাত্র একজন মহাসচিব এসেছেন। সেই যুক্তিতেই ম্যাকি সাল আফ্রিকার দাবি জোরালো করছেন। দ্বিতীয় নিয়মটি জাতীয়তার। পাঁচ স্থায়ী সদস্য দেশের কোনো নাগরিক কখনও মহাসচিব হন না। কিন্তু সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অলিখিত নিয়মটি লিঙ্গের। আট দশক ধরে জাতিসংঘ বিশ্বজুড়ে নীতিনির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে এসেছে। অথচ নিজের শীর্ষ পদে কখনও কোনো নারীকে বসায়নি।

২০১৬ সালেও বেশ কজন নারী লড়েছিলেন। এবার তো তালিকার সংখ্যাগরিষ্ঠই নারী।

এদের পেছনে রয়েছে নাগরিক সমাজের সংগঠিত চাপ। ‘১ ফর ৮ বিলিয়ন’ নামের বৈশ্বিক প্রচারাভিযানটি বছরের পর বছর দাবি জানিয়ে আসছে, প্রথম নারী মহাসচিব নিয়োগ যেন একটি ন্যায্য, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায় হয়– পর্দার আড়ালের সমঝোতায় নয়। স্ট্র পোলের ফল ফাঁস হয়ে প্রকাশ্যে চলে আসা এবং প্রতিটি ধাপ নিয়ে খোলা আলোচনা, দুটোই এই চাপের ফল।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন, ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকে তিনি পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে দেখতে চান। অথচ ইনফান্তিনোকে কোনো সদস্য রাষ্ট্র মনোনয়ন দেয়নি; আনুষ্ঠানিক তালিকায় তাঁর নাম নেই। কোনো পরাশক্তি কারও নাম বললেই তিনি মহাসচিব হয়ে যাবেন না। কিন্তু পরাশক্তির আপত্তি কাউকে সেই চেয়ার থেকে সরিয়ে দিতে পারে। বুট্রোস বুট্রোস ঘালি নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েও যুক্তরাষ্ট্রের একক বিরোধিতায় দ্বিতীয় মেয়াদ পাননি। দ্বিতীয় মেয়াদ না পাওয়ার বঞ্চনার শিকার একমাত্র মহাসচিব তিনিই। রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ কাউকে শীর্ষে না বসানোর ব্যাপারে পাঁচ পরাশক্তি বরাবরই একমত। এই দৈবচয়নে ইসরায়েলের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য এই নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যতম প্রধান শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে শান্তিরক্ষা মিশনের নীতি ও কাঠামোগত স্থিতিশীলতার সঙ্গে ঢাকার স্বার্থ সরাসরি যুক্ত। ফিলিস্তিন সংকট ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের মতো জটিল প্রশ্নে পরাশক্তির ভেটো আর জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকার অভাবও ঢাকার জন্য উদ্বেগের বিষয়। তাই ঢাকার প্রত্যাশা কেবল একজন নারী মহাসচিব হতে পারে না, বরং এমন একজন যিনি জলবায়ু তহবিল, শরণার্থী সংকট ও বাণিজ্য বৈষম্য নিয়ে সাহসের সঙ্গে কথা বলবেন।

দুই দফার ভোট শেষে দৌড় এখনও অমীমাংসিত। টাউন হলের বক্তৃতা, রূপকল্পের দলিল কিংবা কোনো পরাশক্তির নেতার প্রশংসা, কোনোটিই সেখানে শেষ কথা নয়; এমনকি স্ট্র পোলের শীর্ষস্থানও নয়। শেষ কথা বলবে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের নীরব সমঝোতা। দেখার বিষয় কেবল দুটি। প্রথমত, ৮১ বছরের পুরোনো কাচের দেয়ালটি ভেঙে কোনো নারী এবার শীর্ষ পদে আসতে পারেন কিনা। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তিনের দুজনই নারী। দ্বিতীয়ত, যিনিই আসুন, তিনি পরাশক্তির আস্থাভাজন হয়েও উন্নয়নশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারেন কিনা। সমালোচনা, সংকট ও জটিল বিশ্বরাজনীতির নিরিখে জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিকতার পরবর্তী পরীক্ষাটি সেখানেই।

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে অবস্থিত ক্লিন অ্যান্ড কমফোর্ট লন্ড্রিতে একজন দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী লন্ড্রোম্যাট অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: লন্ড্রোম্যাট অ্যাটেনডেন্ট
কর্মস্থল: ২১০ মন্ট্রোজ অ্যাভিনিউ, সাউথসাইড, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১১২০৬
বেতন: ঘণ্টায় ১৭ ডলার
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন
কাজের সময়: নমনীয়
কাজের দায়িত্ব:
গ্রাহকের কাপড় ধোয়া, শুকানো ও ভাঁজ করা, কাপড় বাছাই ও গোছানো, অর্ডার প্রস্তুত ও লেবেল করা, ওয়াশিং মেশিন ও ড্রায়ার পর্যবেক্ষণ, গ্রাহকদের সহযোগিতা এবং লন্ড্রোম্যাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
যোগ্যতা:
প্রার্থীকে দায়িত্বশীল, সময়নিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হতে হবে। দ্রুতগতির পরিবেশে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। লন্ড্রি কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।
আবেদন লিংক : https://jobtoday.com/us/job/clean-and-hardworking-laundromat-attendant-GwnRlx\

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের বোরো পার্কে নতুন একটি জুডাইকা স্টোরে বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। নভেম্বর ২০২৬ সালে নতুন স্টোরটি চালু হবে। অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
পদসমূহ: জেনারেল ম্যানেজার
সহকারী অপারেশনস ম্যানেজার
ক্যাশিয়ার/ইনভেন্টরি
সেফারিম ও বই বিভাগ
কাস্টমার সার্ভিস ও সেলস
ইনভেন্টরি/স্টক কন্ট্রোল
স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগঠন
কর্মস্থল: ৪২০৮ ১৪তম অ্যাভিনিউ, বোরো পার্ক, ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ১১২১৯
বেতন: ঘণ্টায় ১৭ থেকে ৩৫ ডলার
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন
কাজের সময়: রোববার থেকে শুক্রবার
সুযোগ-সুবিধা: প্রতিযোগিতামূলক বেতন, কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে বেতন বৃদ্ধি ও বোনাস এবং ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
যোগ্যতা: দায়িত্বশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ ও কাজের প্রতি আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে। স্টোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোছানো ও আকর্ষণীয় রাখার দায়িত্বও থাকবে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/new-store-opening-in-december-5xNKyb
নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আপার ইস্ট সাইডে Bod NYC-তে একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ক্লিনিং ও ডিপ ক্লিনিং স্পেশালিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা এবং বিস্তারিত বিষয়ে মনোযোগী প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: ক্লিনিং ও ডিপ ক্লিনিং স্পেশালিস্ট
কর্মস্থল: ১৭৩ ইস্ট ৮৩তম স্ট্রিট, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক ১০০২৮
বেতন: ঘণ্টায় ১৯ ডলার থেকে
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কাজের সময়: সোমবার থেকে শুক্রবার, প্রয়োজনে সন্ধ্যা ও সপ্তাহান্তে
কাজের দায়িত্ব: কাপড় ধোয়া, ধুলাবালি পরিষ্কার, ঝাড়ু দেওয়া, মেঝে মোছা ও ভ্যাকুয়াম করা; স্টুডিও, বিশ্রামকক্ষ, লকার রুম, লবি ও অন্যান্য সাধারণ স্থান পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা; আবর্জনা ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী নির্ধারিত নিয়মে অপসারণ করা। পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সরঞ্জাম ও উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করতে হবে।
যোগ্যতা: ক্লিনিং, লন্ড্রি বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জিম বা ফিটনেস পরিবেশে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে হবে। নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ, একা ও দলগতভাবে কাজ করার সক্ষমতা এবং সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা থাকতে হবে। শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে এবং ২৫ পাউন্ড বা তার বেশি ওজন তুলতে সক্ষম হতে হবে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/studio-care-and-deep-cleaning-specialist-1nQKky

নিউ জার্সির অ্যাবারডিন টাউনশিপে Lightning Transport-এ জরুরি ভিত্তিতে সিডিএল-এ ট্রাক ড্রাইভার নিয়োগ দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক নয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: সিডিএল-এ ওটিআর ট্রাক ড্রাইভার
কর্মস্থল: ৩৭৯ কাউন্টি রোড, ক্লিফউড, নিউ জার্সি ০৭৭২১, অ্যাবারডিন টাউনশিপ
বেতন: মাসে ৯,০০০ থেকে ১২,০০০ ডলার
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কাজের সময়: ওভার দ্য রোড (ওটিআর)
যোগদানের সময়: অবিলম্বে
কাজের শর্ত: সিডিএল-এ লাইসেন্সধারী টিম ড্রাইভার নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনকারীর কমপক্ষে দুই বছর আগে থেকে সিডিএল-এ লাইসেন্স থাকতে হবে। সাধারণত টানা দুই সপ্তাহ রাস্তায় থাকতে হবে। এরপর বাড়িতে থাকার সময়সূচি নমনীয় থাকবে।
সুযোগ-সুবিধা: সাপ্তাহিক বেতন, চিকিৎসা সুবিধা এবং রেফারেল সুবিধা রয়েছে। ১০৯৯ ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং কোনো এসক্রো অর্থ রাখা হবে না।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/truck-driver-xGMN1y

নিউ জার্সির প্যারামাসে Events with Maya-তে একজন দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী ডেলিভারি, হেলপার ও অর্গানাইজার নিয়োগ দেওয়া হবে। গাড়ি চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী বহন ও গোছানোর কাজে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: ডেলিভারি/হেলপার/অর্গানাইজার
কর্মস্থল: বার্গেন টাউন সেন্টার, প্যারামাস, নিউ জার্সি ০৭৬৫২
বেতন: ঘণ্টায় ২০ থেকে ২৫ ডলার
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন
কাজের সময়: শুক্রবার থেকে রোববার
কাজের দায়িত্ব: গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, প্রয়োজন অনুযায়ী ভারী জিনিস ওঠানো ও নামানো, ইভেন্টের সামগ্রী গোছানো এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা করতে হবে।
যোগ্যতা: পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য ও পরিশ্রমী হতে হবে। শারীরিকভাবে সক্ষম এবং সামগ্রী ওঠানো-নামানোর কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে হবে। কাজের প্রতি আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীল মনোভাব থাকতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা: বেতনের পাশাপাশি টিপস পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/delivery-helper-organizer-R0VRa1

নিউইয়র্কের কুইন্সের জামাইকায় Royal Diamond Nail & Spa-তে খণ্ডকালীন নেইল টেকনিশিয়ান নিয়োগ দেওয়া হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: নেইল টেকনিশিয়ান
কর্মস্থল: ১৩৮-৭৭ ফ্রান্সিস লুইস বুলেভার্ড, জামাইকা, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৪২২
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন
যোগ্যতা: নেইল টেকনিশিয়ান হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। গ্রাহকদের সঙ্গে ভালোভাবে যোগাযোগ এবং পেশাদারভাবে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/nail-technician-3D8BVw

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে Elegant & Chic LLC-তে লাইসেন্সধারী বিউটি প্রফেশনালদের জন্য কাজের সুযোগ রয়েছে। হেয়ার স্টাইলিস্ট, হেয়ার কালারিস্ট, আইল্যাশ টেকনিশিয়ান ও মেকআপ আর্টিস্ট পদে আগ্রহীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
পদ: হেয়ার স্টাইলিস্ট/হেয়ার কালারিস্ট/আইল্যাশ টেকনিশিয়ান/মেকআপ আর্টিস্ট
কর্মস্থল: ১৫৩ ১/২ স্ট্যানটন স্ট্রিট, ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক ১০০০২
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন। কাজের সময়: সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা যোগদানের সময়: অবিলম্বে
যোগ্যতা: বৈধ অঙ্গরাজ্য কসমেটোলজি বা এস্থেটিশিয়ান লাইসেন্স থাকতে হবে। পেশাদার, দায়িত্বশীল ও স্বপ্রণোদিত হতে হবে। গ্রাহকসেবায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তার নিয়ম মেনে চলতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা: নমনীয় কাজের সময়, পরিচ্ছন্ন ও পেশাদার কর্মপরিবেশ এবং সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ। ঘণ্টাভিত্তিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক চেয়ার ভাড়ার সুযোগ রয়েছে। সাপ্তাহিক চেয়ার ভাড়া ৩০০ ডলার।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/hair-stylist-5xNK73

নিউইয়র্কের হেম্পস্টেডে Wholesome Medical PC-তে একজন অভিজ্ঞ মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায় দক্ষ এবং ফ্রন্ট ডেস্ক পরিচালনা, রক্তের নমুনা সংগ্রহ ও বীমা সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট। কর্মস্থল: ১ ফুলটন অ্যাভিনিউ, হেম্পস্টেড, নিউইয়র্ক ১১৫৫০
বেতন: ঘণ্টায় ১৮ থেকে ২৩ ডলার
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
কাজের সময়: সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা
যোগ্যতা: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফ্রন্ট ডেস্ক পরিচালনায় দক্ষতা, ফ্লেবোটমি বা রক্তের নমুনা সংগ্রহের অভিজ্ঞতা এবং স্বাস্থ্যবীমা সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায় ভালো যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/medical-assistant-MXVkPM

নিউইয়র্কের কুইন্সের ডগলাসটনে Kam Primary Care, P.C.-তে একজন মেডিকেল অফিস রিসেপশনিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। চীনা ভাষায় দক্ষ এবং রোগী নিবন্ধন, সময়সূচি নির্ধারণ ও স্বাস্থ্যবীমা যাচাইয়ের কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
পদ: মেডিকেল অফিস রিসেপশনিস্ট
কর্মস্থল: ২৪৮-১২ নর্দার্ন বুলেভার্ড, ডগলাসটন, কুইন্স, নিউইয়র্ক ১১৩৬২
বেতন: ঘণ্টায় ১৮ থেকে ২৪ ডলার
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন
অভিজ্ঞতা: মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা মেডিকেল অফিস রিসেপশনিস্ট হিসেবে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার
যোগ্যতা: রোগী নিবন্ধন ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণ, স্বাস্থ্যবীমা যাচাইসহ প্রশাসনিক কাজে দক্ষ হতে হবে। ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড ব্যবস্থাপনা এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও আউটলুক ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে। ম্যান্ডারিন, ক্যান্টনিজ ও ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ করতে পারলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন উভয় সুযোগ রয়েছে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/medical-office-receptionist-AN7RXA

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে একজন নারী রোগীর জন্য কেয়ারগিভার/হোম অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ দেওয়া হবে। পেশাদার, দায়িত্বশীল ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। এটি সপ্তাহে তিন দিনের লাইভ-ইন কাজ।
পদ: কেয়ারগিভার/হোম অ্যাটেনডেন্ট
কর্মস্থল: ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক
বেতন: প্রতিদিন ২৪৫ ডলার বা তার বেশি
চাকরির ধরন: খণ্ডকালীন, লাইভ-ইন
যোগদানের তারিখ: শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
কাজের সময়: শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে শনিবার সকাল ৯টা অথবা শনিবার সকাল ৯টা থেকে রোববার সকাল ৯টা অথবা
রোববার সকাল ৯টা থেকে সোমবার সকাল ৯টা
কাজের দায়িত্ব: রোগীর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে সহযোগিতা, পোশাক পরতে সহায়তা, খাবার প্রস্তুত ও খাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং বাসার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে হবে।
যোগ্যতা: কেয়ারগিভার হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দায়িত্বশীল, পেশাদার ও রোগীর যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিক হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। কাজ শুরু করার আগে PPL এজেন্সির সঙ্গে নিবন্ধন করতে হবে।
সুযোগ-সুবিধা: স্বাস্থ্যবীমা, বেতনসহ ছুটি এবং ৪০১ (কে) সুবিধা রয়েছে।
আবেদন লিংক: https://jobtoday.com/us/job/caregiver-home-attendant-V4VEMd

নিউইয়র্কের ওয়েস্টবারিতে Aero Structures Long Island, Inc. (ASLI)-তে মহাকাশযান উৎপাদন খাতে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ও সামরিক উড়োজাহাজের জন্য নির্ভুল যন্ত্রাংশ, কাঠামোগত উপাদান ও বিভিন্ন সংযোজন তৈরির কাজে নিয়োজিত। আগ্রহী ও দক্ষ প্রার্থীদের আবেদন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
জরুরি নিয়োগের পদ: ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ার, কোয়ালিটি ম্যানেজার, মেকানিক্যাল অ্যাসেম্বলার
এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য পদেও নিয়োগ চলছে।
কর্মস্থল: ওয়েস্টবারি, নিউইয়র্ক
শিল্প: মহাকাশযান উৎপাদন
চাকরির ধরন: বিভিন্ন পদে পূর্ণকালীন সুযোগ
যোগ্যতা: হাতে-কলমে কাজের দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিষয়ে মনোযোগ, দায়িত্বশীলতা ও দলগতভাবে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। মানসম্মত উৎপাদন ও কাজের ধারাবাহিক উন্নয়নে আগ্রহী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মহাকাশযান উৎপাদন, প্রকৌশল, মান নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, যান্ত্রিক সংযোজন, সিএনসি মেশিনিং, এএস৯১০০ মানদণ্ড এবং নির্ভুল যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।
আবেদন: প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে হবে:
EmploymentOpportunities@aerosli.com

কেউ সুখী হয়, কেউ হয় না

কামাল কাদের

ওয়েলস যুক্তরাজ্যর একটি অংশ। রেক্সহাম শহরটি রাজধানী কার্ডিফের তুলনায় অনেক ছোট। শহরটি রাজধানী থেকে বেশ দূরে। চিকিৎসক সিরাজুল ইসলাম যখন চাকরির নিয়োগপত্র পেলেন, তখন ভাবলেন এই গ্রুপ প্র্যাকটিসের চাকরিটা নেবেন কি না। আজকাল বিদেশি চিকিৎসকদের যা অবস্থা, সে কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি চাকরিটা গ্রহণ করবেন। একদিন সময়মতো তল্পিতল্পা নিয়ে রেক্সহামে হাজির হলেন। আশপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট—সব মিলিয়ে ডা. সিরাজের কাছে শহরটি ভালোই লাগল। আসার আগে যতটা নিরুৎসাহ বোধ করছিলেন, এখন আর ততটা মনে হলো না।

শহরের মাঝখানে একটি চত্বর রয়েছে, যেখানে স্থানীয় লোকদের কেনাকাটার কেন্দ্র। সেখানে বুটস, টেসকো, সেন্সবারি, ব্যাংক, পোস্ট অফিসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান রয়েছে। বড় সুপারমার্কেটগুলোতে বাজার করতে চাইলে গাড়ি চালিয়ে অনায়াসে কার্ডিফে যাওয়া যায়। শহর থেকে কিছু দূরে একটি টেকনিক্যাল কলেজ এবং একটি জেনারেল হাসপাতালও রয়েছে। শহরের হেলথ সেন্টারের ভেতরে রোগী দেখার চেম্বার। এ দেশে এই ব্যবস্থাকে ‘সার্জারি রুম’ বলে। সকাল-সন্ধ্যায় রোগী দেখা আর ডাক থাকলে রোগীর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করা—এই হলো ডা. সিরাজের কাজ। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ করলেন যে এই ছোট্ট শহরে তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। গায়ের রং বাদামি হলেও স্থানীয় মানুষ যেভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছে, তাতে তিনি অভিভূত। দোকানে, বাজারে বা রাস্তাঘাটে কেউ না কেউ বলছে, ‘গুড মর্নিং ডক্টর, হাউ আর ইউ? আজকের দিনটি খুব সুন্দর, তাই না ডক্টর?’

একদিন স্থানীয় পার্কের একটি বেঞ্চে ডা. সিরাজ বসে ছিলেন। হঠাৎ একটি ছোট মেয়ে তার মায়ের হাত থেকে ছুটে এসে সিরাজকে জড়িয়ে ধরল। মাকে চিৎকার করে বলল, ‘মাম্মি, মাম্মি, লুক মাই ডক্টর!’ প্রায়ই এ রকম ঘটনা ঘটায় সিরাজ ভাবেন, চাকরিটা নিয়ে তিনি ভালোই করেছেন। অন্তত বর্ণবৈষম্য লন্ডনের মতো এখানে অতটা প্রকট নয়।

শনিবার। অন্য দিনের মতো সার্জারি শেষ করে সিরাজ ঘরে ঢুকতেই ল্যান্ডফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রিসিভার তুললেন।

—‘ডক্টর ইসলাম স্পিকিং,’ সিরাজ বললেন। অপর প্রান্ত থেকে একটি শিশু মেয়ের কান্নার শব্দ ভেসে এল।

—‘ডক্টর ইসলাম হিয়ার,’ সিরাজ আবারও বললেন। ওপাশে শুধু কান্না। সিরাজ অবস্থা বেগতিক দেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, ‘কেঁদো না, তোমার সমস্যা বলো।’

মেয়েটি আশ্বস্ত হয়ে ইংরেজিতে বলল, ‘আমার নাম রোজি হক। আমার মা একনাগাড়ে অনেকগুলো ওষুধের বড়ি খেয়েছে, এখন অজ্ঞান হয়ে আছে। আপনি কি দয়া করে আমাদের বাসায় একটু আসবেন?’ মেয়েটি নিজেকে সামলে নিয়ে কথাগুলো বলল।

—‘নিশ্চয়ই আসব, তোমার ঠিকানাটা বলো।’

ঠিকানা নিয়ে সিরাজ দ্রুত রওনা হলেন। কলিংবেল চাপতেই দরজা খুলে গেল। দেখলেন কিশোরী রোজি বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রোজিকে দেখামাত্র সিরাজের চোখের সামনে পুরোনো একটি মুখ ভেসে উঠল। সেই একই মুখ, মায়াবী চোখ আর চিবুকের টোল! এ কেমন করে হয়? সিরাজ নিজেকে বোঝালেন—এটা মনের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

—‘হাউ ডু ইউ ডু, ডক্টর?’ রোজির প্রশ্নে সিরাজের ঘোর কাটে। সিরাজ দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন। যা ভেবেছিলেন তা-ই, এ তো শাহনাজ! মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। এককালে তার অতি প্রিয় মানুষ; ছাত্রজীবনে শাহনাজই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। আর আজ তাকে এই অবস্থায় দেখতে হবে, এ যেন কল্পনার অতীত।

তবে এই মুহূর্তে তিনি একজন চিকিৎসক, আর শাহনাজ একজন রোগী। নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন অবস্থা আশঙ্কাজনক। পাশে ‘ভ্যালিয়াম’ ওষুধের শূন্য স্ট্রিপ পড়ে আছে। সিরাজ তখনই হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ফোন করলেন। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই নিজের গাড়িতে করে শাহনাজকে নিয়ে রওনা হলেন। সিরাজ রোজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার বাবা কোথায়?’

—‘সকালে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছেন। যাওয়ার সময় বলে গেছেন আর ফিরবেন না।’ রোজি আবার কাঁদতে শুরু করল। সিরাজ তাকেও সঙ্গে নিলেন।

জরুরি বিভাগে শাহনাজকে ভর্তি করে রোজিকে নিজের বাসায় নিয়ে এলেন সিরাজ। কথায় কথায় জানতে পারলেন, মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া নিত্যদিনের ব্যাপার। কিন্তু আজকের মতো ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। ঝগড়া হলেই মা বাবাকে বলতেন, ‘তুমি একজন মিথ্যাবাদী।’

সন্ধ্যা গড়িয়েছে। ডিনার সেরে ড্রয়িংরুমে বসে সিরাজের অতীত জীবনের কথা মনে পড়তে লাগল। শাহনাজ ছিল কলেজের নামী সুন্দরী ও তুখোড় বক্তা। কলেজের ছাত্রসংসদে সিরাজ যখন সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন শাহনাজের সঙ্গে তার মেলামেশা বাড়ে। শাহনাজের প্রতি তার একধরনের দুর্বলতা ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর এল, শাহনাজের বিয়ে। পাত্র বিলেতফেরত অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল হক। উচ্চাভিলাষী শাহনাজ অমত করেনি। সিরাজও তখন ছাত্র ছিলেন, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা বা সাহস তার ছিল না। সেই জ্বালা আজও তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন। পরে সিরাজ শুনেছিলেন শাহনাজের স্বামী কোনো ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, কোভেন্ট্রিতে একটি গাড়ি কারখানার শ্রমিক ছিলেন। সত্য গোপন করে তিনি বিয়ে করেছিলেন।

রোজির ডাকে সিরাজের দিবাস্বপ্ন ভাঙল। ‘ডক্টর, তুমি বলেছিলে ১০টা বাজলে হাসপাতালে ফোন করবে। এখন তো ১০টা বেজে গেছে!’

সিরাজ হাসপাতালে ফোন করে সুসংবাদ পেলেন। শাহনাজ বিপদমুক্ত, জ্ঞান ফিরেছে। খবরটি পেয়ে রোজি দারুণ খুশি। সে বলল, ‘ডক্টর, তুমি না থাকলে আমার মা মারা যেত।’ সিরাজ হাসলেন।

পরদিন সিরাজ রোজিকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। শাহনাজকে সাধারণ ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়ার্ডের সামনে রোজিকে রেখে সিরাজ বললেন, ‘রোজি, তুমি ভেতরে যাও।’

—‘তুমি আসবে না?’ রোজির প্রশ্ন।

—‘আমার জরুরি রোগী আছে রে মা, যেতে হবে।’

রোজি অভিমান করে বলল, ‘বাসায় ফিরেই তোমাকে ফোন করব। না পেলে কিন্তু আবার কাঁদতে শুরু করব!’

রোজি ওয়ার্ডের ভেতর চলে গেল। তার জুতোর শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল, আর সিরাজের বুকের ভেতরের পুরোনো জ্বালাটা নতুন করে সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো জ্বলে উঠল।

হুমায়ুন কবিরের আমাদের গল্প : সাহিত্যিক পর্যালোচনা

এইচ বি রিতা

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রমবিবর্তন, যৌথ মূল্যবোধ এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উপজীব্য করে রচিত অনন্য স্মৃতিকথামূলক সংকলন ‘আমাদের গল্প’। কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক লকডাউনে জন্ম নেওয়া এই গ্রন্থটি একটি পরিবারের ব্যক্তিগত ইতিহাসের সাথে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ-রাজনীতি ও মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের এক প্রামাণ্যচিত্র। গ্রন্থটির মূল চেতনা গ্রথিত পারিবারিক বন্ধন ও নস্টালজিয়ায়। পিরোজপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাত ভাইবোন করোনাকালের অন্তরীণ সময়ে স্মৃতিচারণ লেখার যে উদ্যোগ নেন, তারই সুবিন্যস্ত রূপ এই সংকলন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এটি ডায়াসপোরা সাহিত্য ও যৌথ স্মৃতিকথার চমৎকার উদাহরণ। অলঙ্কৃত শব্দচয়ন, রূপকের ব্যবহার এবং সাবলীল গদ্যশৈলীর কারণে গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক ছাড়াও সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে।

গ্রন্থটির মূল রচয়িতা হুমায়ুন কবির এবং তাঁর পরিবারের অন্য ছয় সদস্য। গ্রন্থটি ২০২৩ সালে প্রথম মুদ্রণাকারে প্রকাশ করে জাগতিক প্রকাশনী; প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী আবু হাসান। পরবর্তীতে ২০২৪/২০২৫ সালে এর ডিজিটাল (ই-বুক) সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে। মুদ্রণ সংস্করণে পরিবারের সাত সদস্যের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ স্থান পেলেও ই-বুক সংস্করণে কলেবর সংহত রাখতে হুমায়ুন কবিরের রচিত মূল এগারোটি গল্পকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা সমগ্র সংকলনটির প্রধান সাহিত্যিক মেরুদণ্ড।

হুমায়ুন কবিরের এগারোটি গল্পের সংক্ষেপ:

১. শৈশব: পিরোজপুরের নতুন বসতবাড়িতে পদার্পণ এবং ষাটের দশকের নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের চিরায়ত টানাটানি দিয়ে গল্পের সূচনা। শানবাঁধানো বেঞ্চ, পুকুরের টলটলে কালো জল আর মায়াময় গ্রামীণ নিসর্গ মধ্যবিত্তের নিজস্ব গৃহকোণ অর্জনের পরম আনন্দকে ফুটিয়ে তোলে। শৈশবের দুরন্তপনা, সকালে পান্তাভাত কিংবা চা-মুড়ির সরল আহার এবং মাত্র দশ-এগারো বছর বয়সেই পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার বাস্তব চিত্র এখানে মূর্ত। বড় বোনের ওপর তথাকথিত ‘জিন’ ভর করার ট্র্যাজিক-কমিক অধ্যায়টিতে তৎকালীন গ্রামীণ কুসংস্কার ও লোকজ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। শেষে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরে নিজেদের বাড়ি পুড়ে ছাই হওয়ার নির্মম সত্যে গল্পের সমাপ্তি।

২. মামাবাড়ি: নদীমাতৃক বাংলার ধীরগতির চিরায়ত রূপকে ধারণ করেছে এই গল্প। পাঁচ মাইলের পথ পাড়ি দিতে রিকশা, লঞ্চ ও নৌকাযোগে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টার সেই যাত্রা আজ প্রায় বিলুপ্ত। কচা নদীর উত্তাল তরঙ্গে মায়ের তীব্র জলভীতি এবং হামিদ মাঝির নৌকা দুলিয়ে ভয় দেখানোর স্মৃতিময় কৌতুক পাঠককে আলোড়িত করে। পরবর্তীতে জানা যায়, এই হামিদ মাঝি ছিলেন মায়ের শৈশবের সহপাঠী, যিনি ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ মাঝি। নদীর কূলে বক, ঘাসফড়িং আর মাছের চঞ্চলতা উপভোগ শেষে টোনা বাজার পার হয়ে মামাবাড়িতে পৌঁছানোর পর এক আনন্দঘন অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে গল্পটি প্রকৃতির সাথে মানুষের আত্মিক বন্ধন রচনা করে।

৩. ’৭১-এর কিছু দিন: গ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা দিনগুলোতে পিরোজপুর ছেড়ে ‘খাঁ বাড়ি’ নামক মামাবাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার শ্বাসরুদ্ধকর আলেখ্য এটি। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর শান্তি বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব, পরিচিতজন—বাচ্চুদা, মনটু ও ফজলু ভাইয়ের আত্মত্যাগ যুদ্ধের নির্মমতাকে উন্মোচিত করে। একাধারে কিশোরদের কাদার ঢালে পিছলে পড়ার আনন্দ, অন্যদিকে নদীতে ভেসে ওঠা কঙ্কালসার লাশ ও বোমাবর্ষণের বিভীষিকা—এই বৈপরীত্যকে লেখক অসাধারণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। গোপনে মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের সাথে দেখা করা, পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাবার বন্দিদশা এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতারের গান শুনে বাগেরহাটের ভাঙা ব্রিজে অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার দৃশ্যটি মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল।

৪. সাইকেল: আমেরিকার ডালাসে বসে ঝরে পড়া ম্যাপল পাতা দেখে লেখকের মনে পড়ে যায় কিশোরবেলার অকৃত্রিম বন্ধু ‘সাদ্দু’ এবং মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে সাইকেল শেখার সেই অপ্রতিরোধ্য জেদ। সাইকেল চালাতে গিয়ে তারকাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ঘটনাটি লেখককে এক গভীর দার্শনিক উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়—জীবনকে যতই ভারসাম্যে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, পতন অনিবার্য। শৈশবের নিষ্পাপ বিশ্বাস কীভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে জাগতিক স্বার্থপরতায় রূপ নেয়, গল্পটি তারই এক প্রতীকী রূপ।

৫. প্রতারক চিঠি: চিঠির যুগ এবং কৈশোর-তারুণ্যের মনস্তাত্ত্বিক দোলাচলে এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ। প্রাইমারি স্কুলের বন্ধুর চিঠি থেকে শুরু করে বরিশাল বিএম কলেজে পড়ার সময় মায়ের হাতে বন্ধুর লেখা কাল্পনিক প্রেমপত্র ধরা পড়ার রসঘন স্মৃতি এখানে স্থান পেয়েছে। একই সাথে সত্তরের দশকের ‘পেন-পাল’ সংস্কৃতির জোয়ারে ময়মনসিংহের এক কাল্পনিক রূপসী ‘জাকিয়া’র পেছনে দুই বছর মিথ্যে স্বপ্ন বোনা এবং শেষমেশ প্রতারণা উন্মোচনের পর তরুণ মনের তীব্র আত্মগ্লানি চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় ফুটে উঠেছে।

৬. বড় ভাইয়া, নিয়তি এবং আমরা: সবচেয়ে দীর্ঘ ও বেদনাবিধুর ট্র্যাজেডি। বড় ভাই পারভেজ দিলু - শৈশব থেকেই বিস্ময়, গান, নাটক, আবৃত্তি, দাবা-ক্যারমে অপরাজেয়। কিন্তু বাস্তবে চরম ব্যর্থ। উড্ডয়নের স্বপ্নে মুরগির খামার, নারিকেল তেলের ব্যবসা, ‘প্রাণায়াম’ চিকিৎসার ফ্যান্টাসি, পরিবার থেকে বারবার টাকা ধার, সাভার বা সাউথ পল্টনে অবাস্তব ক্লিনিকে কবিরাজের সাথে পার্টনারশিপ, শেষে চট্টগ্রামের হোটেলে কঙ্কালসার অবস্থায় আটকে থাকা থেকে উদ্ধার - এক অপার সম্ভাবনাময় জীবনের ট্র্যাজিক বিলুপ্তির সমাজতাত্ত্বিক দলিল।

৭. শরতের শুভ্র আঁচল: তীব্র মানবিক বেদনার গল্প। শরতের মেঘলা পটভূমিতে রচিত এক যুগল ট্র্যাজেডি। প্রসববেদনায় কাতর ছোট বোন ‘কাঁদুনী’কে বাঁচাতে ট্রলারে করে ছুটে চলার সময় লেখকের সাথে পরিচয় হয় এক নিঃস্ব বাবার, যার কোলেও ছিল এক মুমূর্ষু কন্যা। নিয়তির নির্মম পরিহাসে একই রাতে কাঁদুনীর সদ্যজাত ছেলে সন্তান এবং সেই অচেনা বাবার কন্যা সন্তান—উভয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শরতের শুভ্র মেঘের মতোই মানবজীবন ও স্বপ্ন যে কতটা ক্ষণভঙ্গুর, এই আখ্যান সেই বেদনাকেই স্পর্শ করে।

৮. দেখা হলে শুনে নেব: বিদেশ থেকে দেশে ছুটে যাওয়া, বড় আপার ব্রেস্ট ক্যান্সার, শেষ মুহূর্তে ভাই বোন মিলে হাসপাতালে সঙ্গ দেয়া...তারপর অকালপ্রয়াণ! লেখকের ভেতরের গভীর শূন্যতা ও হাহাকারের গল্প। বড় বোনের জীবনের অন্তিম মুহূর্তের স্মৃতিচারণ অত্যন্ত সংবেদনশীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। সম্পর্কের না-বলা কথা এবং অপূর্ণ অনুভূতির চিরন্তন আর্তি গল্পটিকে এক অনন্য গভীরতা দিয়েছে।

৯. সারেং বৌ: নদীমাতৃক উপকূলীয় অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত এক নারীর আত্মমর্যাদার আখ্যান। দীর্ঘ সময় নদীর উত্তাল তরঙ্গে ভেসে থাকা নির্ভীক সারেং স্বামীর জন্য স্ত্রীর অন্তহীন অপেক্ষা, সামাজিক কুটিলতা এবং সংসারের জটিল বাস্তবতার মাঝে নারীর নীরব সহনশীলতা ও আত্মিক শক্তির চমৎকার চিত্রায়ণ ঘটেছে এতে।

১০. মা কৈলে, তয় যা, উড়াই যা: আঞ্চলিক ভাষার সংলাপে সমৃদ্ধ এই গল্পটি মাতৃস্নেহের অতল গভীরতা এবং প্রবাসে সন্তানদের বিদায় জানানোর চিরন্তন বেদনা নিয়ে রচিত। নিজের শেকড় ও মায়ের কোল ছেড়ে দূর প্রবাসে পাড়ি জমানোর দ্বান্দ্বিক অনুভূতি—যেখানে একদিকে রয়েছে ভবিষ্যৎ গড়ার আনন্দ, অন্যদিকে পেছনে ফেলে আসা মায়ের শূন্য চোখের জল—তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১১. এল সময় রাজার মতো: গ্রন্থের সার্থক ও দার্শনিক সমাপ্তি। সময় মহাকালের রাজার মতোই পরম প্রতাপে আগমন করে মানুষের সব সঞ্চয় ও সম্পর্ককে গ্রাস করে নেয়। বাবা-মায়ের শারীরিক প্রস্থান এবং একটি সোনালি প্রজন্মের বিদায়ের মধ্য দিয়ে যে নিদারুণ শূন্যতার সৃষ্টি হয়, গল্পটিতে তারই এক বৈরাগ্যময় ও গভীর জাগতিক সারসংক্ষেপ টানা হয়েছে। এই পর্বের আকর্ষণ হল-লেখক খুব দক্ষতার সাথে তার অবচেতন মনের দ্বার খুলে দিয়ে বিভ্রমকে বাস্তবতার তুলিতে এঁকেছেন। কোলনোস্কোপির চেতনানাশক প্রভাবে সৃষ্ট হেলুসিনেশনের ঘোরে লেখক দেখতে পান এক অপার্থিব দৃশ্য। নিদ্রা আর জাগরণের সীমারেখা ভেঙে একে একে স্মৃতির আঙিনায় এসে ভিড় করেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষেরা—প্রয়াত বাবা, মা, ছোট ভাই, বড় আপা এবং ভাগ্নে।

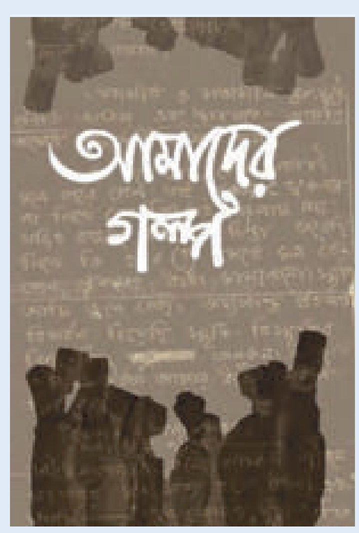

যা আমাকে মুগ্ধ করেছে:

‘শৈশব’ গল্পে মায়ের রুটি সেঁকার দৃশ্য বা ‘মামাবাড়ি’ গল্পে নৌকার দুলুনিতে মায়ের ভয় পাওয়া — এগুলো আমি পড়িনি, দেখেছি। লেখকের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো ডিটেইল। তিনি নদীর পাড়ে ঘাসফড়িং আর বকের ওড়াউড়ি বাদ দেন না, আবার মায়ের ‘জিন’ ভর করার লোকজ বিশ্বাসটাকেও হাসির খোরাক বানান না। এই সম্মানটা বিরল।

‘বড় ভাইয়া, নিয়তি এবং আমরা’ গল্পে পারভেজ দিলুর মতো মানুষ আমরা সবাই দেখেছি — প্রতিভাবান, স্বপ্নবাজ, কিন্তু বাস্তবে ব্যর্থ। লেখক এখানে মেলোড্রামা করেননি। ভাইকে তিনি ‘ভিলেন’ বা ‘দেবতা’ বানাননি। বরং একটা অপার সম্ভাবনার ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে দেখিয়েছেন চোখের সামনে। এটা সমাজতত্ত্বের চেয়েও বেশি কিছু — এটা জীবন।

’৭১-এর গল্পে লেখক কোথাও বন্দুক উঁচিয়ে ধরেননি। তিনি দেখিয়েছেন ভয়। কাদায় পিছলে পড়া, রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার চাপা উত্তেজনা, আর লাশের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অসহায়ত্ব। এই ‘অ্যান্টি-হিরোয়িক’ বয়ানটাই একাত্তরকে আমার কাছে বেশি সত্যি করে তুলেছে। এখানে কোনো বীর নেই, আছে শুধু বেঁচে থাকার আকুতি।

সবথেকে বেশি ভেতর নাড়িয়েছে হুমায়ুন কবির যখন "দেখা হলে শুনে নেব"- গল্পে লিখেন, "মৃত্যুর যন্ত্রণা কার বেশি? যারা চলে যায় আপনজনকে সাক্ষী রেখে? নাকি যারা সাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকে? আমার তো মনে হয় যারা চলে যায়, তারা তো চলেই যায়। যারা এই চলে যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করে তাদের কষ্ট অনেক।" মনে হল, এতো আমারই অন্তরের চিরন্তন প্রশ্ন, আমারই দীর্ঘদিনের লালিত অব্যক্ত বেদনা।

মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিস্তার:

‘আমাদের গল্প’ কেবল স্মৃতির রোমন্থন নয়, এর মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিস্তৃতি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কোভিড-১৯ মহামারির বন্দিদশা যখন বিশ্বজুড়ে মানুষকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলেছিল, তখন লেখক হুমায়ুন কবির লেখার মাধ্যমে এক গভীর মানসিক নিরাময় খুঁজে নিয়েছিলেন। শৈশব ও ফেলে আসা একান্নবর্তী জীবনের স্মৃতি তাঁর জন্য নিঃসঙ্গতা কাটানোর আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। এই অর্থে লেখা এখানে কেবল সৃজনশীলতা নয়, বরং টিকে থাকার অবলম্বন, যাকে আমরা বলতে পারি থেরাপিউটিক এস্কেপ।

একই সাথে গ্রন্থটি হারিয়ে যাওয়া যৌথ সংস্কৃতির এক প্রামাণ্য পুনর্নির্মাণ। ষাট ও সত্তরের দশকের মধ্যবিত্ত পরিবারের যে ভ্রাতৃত্ববোধ, একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়ানো এবং সামান্য আহার ভাগাভাগি করে নেওয়ার সৌন্দর্য, তা বর্তমান ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নগরকেন্দ্রিক সমাজে প্রায় অনুপস্থিত। আধুনিক নিঃসঙ্গ জীবনে হারিয়ে যাওয়া সেই যৌথ পারিবারিক মূল্যবোধকে গ্রন্থটি নতুন করে অনুধাবনের সুযোগ করে দেয়। এটি তাই কেবল অতীতের জাবর কাটা নয়।

পাশাপাশি, এটি তৃণমূল ইতিহাসের এক নির্মোহ বয়ান। রাষ্ট্র বা তত্ত্বের দৃষ্টিতে নয়, বরং সাধারণ মধ্যবিত্তের চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি এবং যুদ্ধোত্তর সংকটের যে চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন, তা প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের চেয়েও অধিক মানবিক ও বিশ্বাসযোগ্য।

পাঠক হিসেবে কিছু জিজ্ঞাসা:

বইটির নাম ‘আমাদের গল্প’ এবং শুরুর পাঠক-প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যায় এটি সাত ভাইবোনের সম্মিলিত উদ্যোগ। সেই হিসেবে একজন সাধারণ পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়েছে, ১১টি গল্পের সবকটাই শ্রদ্ধেয় হুমায়ুন কবিরের কণ্ঠে বলা হওয়ায় ‘আমাদের’ শব্দটির পরিধি নিয়ে আরেকটু ব্যাখ্যার অবকাশ ছিল। হয়তো বাকি সদস্যদের অনুভূতি বা পাঠক-প্রতিক্রিয়ার অংশটুকু আরও একটু পরিমার্জিত হলে বইটির যৌথ চরিত্রটি আরও পূর্ণতা পেত। এটি নিতান্তই একজন পাঠকের ব্যক্তিগত অনুভব।

আবার কৌতূহলী মন জানতে চায়— মা যখন রুটি সেঁকতেন, তখন তাঁর মনে কী ভাবনা খেলা করত? বড় আপা যখন শেষ সময়ে ছিলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছাটুকু কী ছিল? ‘সারেং বৌ’ যে দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকে, সেই অপেক্ষার ভেতরে কি রাগ ছিল, নাকি নীরব অভিমান? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো লেখকের পরিকল্পনায় ছিল না, তাই আমরা জানতে পারি না। ফলে একান্নবর্তী পরিবারের যে ‘যৌথ কোরাস’ শোনার আগ্রহ জন্মেছিল, সেখানে একজন গুণী কথকের একক কণ্ঠই প্রধান হয়ে উঠেছে।

লেখক শৈশবকে অত্যন্ত মহৎ ও মমতায় এঁকেছেন, যা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। একজন পাঠক হিসাবে কেবল নিজের কৌতূহল থেকে মনে হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের কিছু অসঙ্গতি, পারিবারিক টানাপোড়েন বা অর্থনৈতিক সংকটের মতো বাস্তব দিকগুলো হয়তো আরও একটু ছুঁয়ে গেলে ছবিটা আরও সম্পূর্ণ হতো। অবশ্য কী লিখবেন বা কী এড়িয়ে যাবেন, সেটা সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব অধিকার ও শৈল্পিক সিদ্ধান্ত।

আরেকটি ছোট্ট কৌতূহল— বাবার চাকরি ও বদলির প্রসঙ্গটি বইয়ে এসেছে। কোন ডিপার্টমেন্টে ছিলেন, কোথায় কোথায় বদলি হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আরেকটু স্পষ্ট ধারণা পেলে আমাদের মতো নতুন প্রজন্মের পাঠকদের বুঝতে আরও সুবিধা হতো। একইভাবে, একান্নবর্তী পরিবারের হাল যিনি ধরে রেখেছিলেন সেই মায়ের নিজস্ব মনস্তত্ত্ব, তাঁর ক্ষোভ, তাঁর স্বপ্নগুলো নিয়েও ভবিষ্যতে আরও বিস্তারে জানার আগ্রহ রইল। এই অপ্রাপ্তিটুকুই হয়তো পরবর্তী কোনো লেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা বাড়িয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, ‘আমাদের গল্প’ সমকালীন বাংলা সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। এটি নিঃসন্দেহে একটি দরকারি বই। যে প্রজন্ম ’৭১ দেখেছে, যৌথ পরিবার দেখেছে, নদী আর নৌকায় বড় হয়েছে— তাদের জন্য এটি এক প্রামাণ্য দলিল। আর আমার মতো যে প্রজন্ম সেই সময়টা দেখেনি, তাদের জন্য এটি এক টাইম মেশিন।

এবং স্বীকার করতেই হয়, লেখকের গদ্য-নির্মাণ এই বইয়ের অন্যতম বড় সম্পদ। তিনি খুব ভালো করেই জানেন কীভাবে পাঠকের অন্তরে প্রবেশ করতে হয়। তাঁর ভাষা অলংকৃত কিন্তু ভারী নয়, আবেগপ্রবণ কিন্তু মেদহীন। সহজ শব্দে গভীর চিত্রকল্প আঁকার যে সহজাত দক্ষতা, তাতে গ্রামীণ দৃশ্য, নদী-নৌকার শব্দ, রান্নাঘরের গন্ধ পর্যন্ত পাঠকের ইন্দ্রিয়ে ধরা দেয়। কোথাও তিনি স্মৃতিকে কবিতা করে তোলেন, কোথাও আবার নির্মোহ সাংবাদিকের মতো সত্য তুলে ধরেন— এই দ্বৈততাই তাঁর গদ্যকে স্বতন্ত্র ও হৃদয়গ্রাহী করেছে। এই সংকলন তাই প্রতিটি সংবেদনশীল পাঠককে তার নিজস্ব ফেলে আসা দিন, মা-মাটি এবং যৌথ পারিবারিক বন্ধনের পরম আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

বৃষ্টি ও বর্ণিল সময়

শেখর ভট্টাচার্য

নৈঃশব্দ্য ভেঙে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে দেয়ালের
আকাশ জুড়ে
তন্দ্রালু চোখে স্মৃতির পালক ঝরে পড়ে তুষারের
মতো অবিরাম
জলজ মনে জবুথবু পাখি, রঙিন ডানা ঝাপটায় কী
এক উল্লাসে
সায়াহ্নের রঙে ইজেল ডুবিয়ে, ধ্যানী চিত্রকর ছবি
আঁকে সোল্লাসে

স্যাঁতসেঁতে দিন উজ্জ্বল হয় চাল ধোয়া আলোর উচ্ছ্বাসে
সহস্র বছরের প্রাচীন স্মৃতির কূপ থেকে উষ্ণ হাওয়া
ভেসে আসে
আমাদের ইতিহাস বৃষ্টি হয়ে দেয়ালে দেয়ালে ফুল ফোটায়
দৃশ্যমান পৃথিবী স্পর্শসুখে বিভোর হয় নিষ্কাম প্রেমের মায়ায়

বর্ণিল সময়ের প্রান্তরে নিদ্রারত একজোড়া পাখি ওঠে জেগে
দেয়ালের আকাশে হিরণ্ময় মায়াবী দরজা মুখ লুকিয়ে
হেসে যায়,
বৃষ্টির প্রতিটি বিন্দুতে জন্ম নেয় আমাদের অনন্ত প্রত্যাবর্তন,
নৈঃশব্দ্যে অপরাজিতা ফোটে, ভালোবাসা ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়।

বুকটান-ফরোয়ার্ড

আশরাফ হাসান

ঘিরে ধরেছে কামাখ্যা-সন্ত্রাস
মাঝে মাঝে ইজ্জতভুক কালচারাল ডিজঅর্ডার...
বানরের মতো হেঁচকা টানে
ছিঁড়ে ফেলে বাপ-দাদার আব্রুর চাদর

আগুনের তুফানের মতো
পেঁচার চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে
আদমখেকো ক্ষুধার্ত রেডিয়েশন
যেন তাগড়া জোয়ান-জিন্নাত

কমান্ডো অপারেশন...
যেন যুগের ইতর-ইসাবেলা
ড্রাগনের মতো লহমায় শুষে নেয়
আবেদ আলীর ঝরঝর ঘাম, লোহিত কণিকা
মগজের নিউরন, তাবৎ সিগন্যাল

বাতাসে ওড়ে শবপিয়াসী শকুন
তরবারির ধারের মতো আবেদ বুকটান-ফরওয়ার্ড

অপেক্ষার আগরে

জেবুন্নেছা জোৎস্না

এখনও আগুন জ্বলছে —
উত্তাপের খোঁজে ছুটছে মানুষেরা!
যারা আপন অস্থির বিজুরি আড়াল করে
অসংলগ্ন কোষের দলায়— মসৃণ কলার ত্বকে—
নক্ষত্রের নথ খসে অঙ্কুরিত পৃথিবীর দেহে
তারা তাবৎ সিন্ধুর মাঝে বিন্দু খোঁজে
প্রশস্ত ললাটে অপেক্ষার চন্দ্রবিন্দু এঁকে—

অন্তহীন চড়াই-উতরাই দেশে
গৃহহীন বৃক্ষ গতরে সময় লেখে
সওদার বাজারে বায়োস্কোপের রঙিন রিলে
স্বপ্নওয়ালা স্বপ্ন ফেরি শেষে
স্বপ্নের আগর পোড়ানো অনুভূতির
শূন্য ঘরে আসে ফিরে—

অপেক্ষার তপস্যা— ভুলের মনস্তাপে, তারা
মসজিদ-মন্দির-গির্জা-প্যাগোডায় শান্তি খোঁজে!
শুঁড়িখানার ঝাপসা হলুদ বাতির অন্ধকারে—
নিজেকে ভোলাতে দেখে এক অরুন্ধতী জাগে—
কেউ কেউ আলখাল্লার আড়ালে তখন
পুরোনো কাঠের টেবিলে— সস্তা গ্লাসে ডোবে।

অন্তিম উন্মোচন

মো. রেজাউল করিম

শব্দের প্রাচীর তুলে আড়াল করতে চাই নিজেকে,
ভেবে নিই চলমান প্রবাহই জীবনের মূল পরিচয়;
অথচ আড়ালে জমে আছে শত অমীমাংসিত প্রশ্ন
যার মুখোমুখি হতে চিরন্তন সংশয়— ভয় হয় ভয়।

মৃত্যু মানুষকে মুছে দেয় না—মুছে দেয় তার সব অভিধা;
তখন নীরবতাই হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র ভাষ্য।
যে সত্য ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়, সে-ই দাঁড়াবে সম্মুখে;
মানুষ তখন নিজের কাছেই হয়ে উঠবে প্রথম পাঠ।

শেষ স্পর্শে খসে পড়বে মুখোশ, স্তব্ধ হবে তাবৎ আত্মপ্রবঞ্চনা।
ইতিহাস গলে স্পষ্ট হবে কেবল অনন্ত আঁধারকালো।
জীবনের হিসাব-নিকাশ, সকল কোলাহল থামে যেখানে;
শূন্যতাই করে তখন উন্মোচন এক ঘন অজানার দুয়ার।

চিল

আবদুল বাতেন

দগদগে দুঃখের কারণে দুঃখ কোরো না, প্রিয়জন
নকলে নাকাল
ভেজালের ভিড়ে
মিথ্যার মুকুট
সম্রাটের শিরে
দুঃখ শুধু খাঁটি, তোমার প্রাণের চেয়ে আপনজন
দুঃখ-দোজখে তুমি, দুঃখ কোরো না, প্রিয়জন।

ইতরের কবজায়, সমতল থেকে মেঘমায়া হিল
লোভের নখর
রেটিনায় বোনা
মগজে হিসহিস
হিংসার ফণা
অহংকার-অসুখে ভোগা মানুষ, কী কিলবিল!
দুঃখ-দোহারে তুমি, টোটালি থাকো চিল।

ভাগ্য ক্ষয়

ফারজানা ইয়াসমিন

নীল আকাশের নিচে যারা নিঃস্ব মানুষ পথের বাঁকে
নিশীথের অন্ধকারে হতাশাকে সঙ্গী করে নির্ঘুম
রাত কাটায়,
তারাই একমাত্র জানে জ্যোৎস্না ফুটেছিল
হিজল বনের বুকের খাঁচায়,
নীল আকাশের বুকের ওপর লেপ্টে ছিল হাজারো
দুঃখ তারায় তারায়।
কালোবাজারে হাট বসে, নিলাম হয় সার্টিফিকেট,
ক্লান্ত যুবকের বুকপকেটে ফাঁসি হয় স্বপ্নগুলোর।
জীবনের কারিগর পুরোনো ঘড়ির কাঁটার মতো
ধুলোময়লা ছাপিয়ে অস্পষ্ট তাকিয়ে,
অদৃষ্টের কারাগারে বন্দি মহাকাল যেন ধ্বংসের অপেক্ষাতে।
নদীর পাড়ভাঙা জীবন যাদের নিত্য হারায় নীল নকশায়,
কী লাভ তাদের অঙ্ক কষে যাদের খাতায় প্রতি মুহূর্তে
হয় ভাগ্যক্ষয়?

নৈঃশব্দ্যের ঋণপত্র

মেশকাতুন নাহার

যদি কোনো অনিবার্য প্রলয়ের ন্যায়, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে
যায় আমার অন্তঃস্থলে প্রজ্বলিত শেষ দীপশিখাটি,
তবে অনুশোচনার কুয়াশাচ্ছন্ন প্রান্তরে
আমার নামের কোনো প্রতিধ্বনি খুঁজো না।

ভাবনার অস্থির প্রহরে নিজেকে বলো না—
"আরও কিছু সাধ্য ছিল,
আরও একটুখানি নিকটে এসে স্পর্শের সেতু রচনা
করা যেত।"

হয়তো অনুভব হবে, তোমার একটিমাত্র কঠোর উচ্চারণ
আকাশ নামিয়ে এনেছিল ঘন অন্ধকারের মেঘমালা;
তোমার অবহেলার শীতল ছায়ায় একটি অঙ্কুরিত স্বপ্ন
অকালেই হারিয়েছিল তার সূর্যালোকের অধিকার।

তখন নিজেকে অপরাধের ভারে নত কোরো না
মানুষের চেতনা তো কখনোই পূর্বাহ্নে জানে না
কোন শব্দটি কার অন্তর্জগতে
চূড়ান্ত শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হয়ে থাকবে।

অতএব আমি না থাকলে
শোকের প্রদীপ দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত রেখো না;
কারণ চূড়ান্ত বিদায়ের পর অনুতাপ উচ্চারণ করলেও
কিছু কিছু দ্বার আর কখনো উন্মুক্ত হয় না।

স্তব্ধতার প্রত্নতত্ত্ব

এইচ বি রিতা

আমাদের ক্লান্তি আর ইতিহাসের সংক্ষুব্ধ তটে
তুমি এনে দাও এক স্মৃতিচিহ্ন, দূর এলিয়টের গান;
যেখানে ট্রয়ের ছাই আর সমকালীন নাগরিক জটিলতা
একাকার হয়ে খোঁজে অস্তিত্বের দ্বান্দ্বিক সমাধান।

মিছিলের চড়া সুর, রক্তে ভাসে ভাঙা কাচ, বিবর্ণ পোস্টার,
আমরা কি তবে কেবলই ক্ষতের সমষ্টি, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ?
শ্রেণি আর চেতনার ক্রান্তিকালে স্থির হেঁটে যায় যে-মনন
সে জানে বৈদগ্ধ্যই ভাঙবে এই অবক্ষয়ের প্রলেপ।

নৈঃশব্দ্যের জ্যামিতিতে গড়ে ওঠে নতুন স্থাপত্য,
যেখানে ব্যক্তি ও সমাজ মেলে অনুভবের গভীর বৃত্তে;
ধূসর খাতার পাতায় আজ আর অন্ধ বিষাদ নয়—
চেতনার শাণিত আলো জ্বলে আদিগন্ত রক্তের নৃত্যে।

দায়িত্বের বৃক্ষ

আলিফা তাবাচ্ছুম শিখা

গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যায়। নদীর তীরে একটি পুরাতন বটবৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ন্যায় এক ব্যক্তি গ্রামে বাস করেন, তিনি মইফুলের বাবা।

তিনি কথা অল্প কহেন, কিন্তু তাঁহার কর্মের শব্দ দূর পর্যন্ত পৌঁছায়। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে সৎ মানুষ বলিয়াই চেনে।

মইফুলের বাবা পেশায় একজন সরকারি কর্মচারী এবং কৃষক। তিনি পরিশ্রমী। প্রত্যুষে ফজরের আজানের সহিত তাঁহার দিন আরম্ভ হয়, আর নিশীথে এশার নামাজের পর তাঁহার বিশ্রাম। তাঁহার কপালের ঘাম আর আল্লাহর রহমতে যেমন মাঠের ফসল বৃদ্ধি পায়, তেমনি তাঁহার সততায় সংসারে বরকত বৃদ্ধি পায়।

তাঁহার সংসার বৃহৎ। ঘরে বৃদ্ধ পিতা-মাতা, পত্নী, দুই পুত্র-কন্যা। গ্রামে দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনী বাস করে। আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে।

অনেকে কহে, এত লোকের দায়িত্ব কেমন করিয়া পালন করেন?

মইফুলের বাবা হাসিয়া বলেন, দায়িত্ব পালনই তো ইবাদত। একা জান্নাতে যাওয়া যায় না।

তাঁহার জীবনখানি এক বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায়। মূলে রহিয়াছেন জনক-জননী, শাখায় ভ্রাতা-ভগিনী, পত্রে আত্মীয়-স্বজন, এবং ছায়ায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা।

তিনি সেই বৃক্ষের মালী। প্রতিদিন জল দেন, পরিচর্যা করেন, যেন কোনো শাখা শুষ্ক না হয়।

প্রতি মাসের প্রথমে বেতনের অর্থ হস্তে পাইয়াই তিনি মাতার হস্তে কিছু অর্থ প্রদান করেন। বলেন, মা, ইহা আপনার। হিসাব দিতে হইবে না। পিতার ঔষধ তিনি নিজে আনিয়া দেন। বৃদ্ধ পিতা একদিন বলিলেন, বাবা, তুই আমাকে এত যত্ন করিস কেন?

তিনি উত্তরিলেন, আব্বা, আপনি আমাকে ছোটবেলায় কোলে লইয়া বড় করিয়াছেন। এখন আমার পালা আপনাকে কোলে লইয়া বাঁচাইবার।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তাহার বেতন ও পুস্তকের ভার মইফুলের বাবার। ভগিনীর বিবাহের জন্য তিনি প্রতি মাসে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। ভগিনী একদিন আবদার করিল, ভাইজান, আমার একটি শাড়ি লাগিবে।

তিনি পরের দিনই বাজার হইতে শাড়ি কিনিয়া আনিলেন। বলিলেন, বোনের আবদার ফিরাইয়া দিলে আল্লাহও আমার দোয়া ফিরাইয়া দিবেন।

গৃহের বধূটি সারাদিন সংসারের কার্যে ব্যস্ত থাকেন। মইফুলের বাবা সপ্তাহে একদিন তাঁহাকে লইয়া নদীর পাড়ে বেড়াইতে যান। সন্তানদিগকে নিয়া মসজিদে যান। রাত্রে তাহাদিগকে নিয়া কুরআন পাঠ করেন। তিনি বলেন, ঘরের মানুষের সহিত সদ্ব্যবহারই সর্বোত্তম সদকা।

আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি—ঈদ আসিলে তিনি সবাইকে টাকা পাঠান। কাহারো অসুখ হইলে খোঁজ লন। প্রতিবেশী বিধবা রমণীর গৃহে প্রতি মাসে এক বস্তা চাল পৌঁছাইয়া দেন। কেহ ঋণ চাহিলে সাধ্যমতো সাহায্য করেন। কিন্তু কখনো প্রচার করেন না। বলেন, ডান হস্তে দান করিলে বাম হস্ত যেন জানিতে না পারে।

একদা একজন বন্ধু বলিলেন, মইফুলের বাবা, তুমি এত ব্যয় করিয়া কী অবশিষ্ট রাখো?

তিনি কহিলেন, আমি ব্যাংকে অর্থ জমাই না। আমি মানুষের দোয়া জমাই। মাতার দোয়া, ভগিনীর হাসি, প্রতিবেশীর হক— ইহাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয়, ইবাদত।

বৎসর আবর্তিত হয়। তাঁহার গৃহে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাইলেও, শান্তি বৃদ্ধি পায়।

লোকে বলে, ওই গৃহে ঝগড়া নাই, কারণ গৃহকর্তা সৎ, পরিশ্রমী ও সকলের খোঁজ রাখেন।

মইফুল যৌবনে পদার্পণ করিয়া উপলব্ধি করিল, পিতা তাহাকে বাড়ি-গাড়ি দিয়া যান নাই; তিনি দিয়া গিয়াছেন একখানি চরিত্র। সেই চরিত্রের নাম— সততা, পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ ও সকলের প্রতি দয়া।

আর ইহাই হইল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

যে ব্যক্তি নিজের সুখ বিসর্জন দিয়া মাতা-পিতার সেবা করে, ভ্রাতা-ভগিনীর আবদার মেটায়, স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করে, আত্মীয়ের বন্ধন অটুট রাখে, এবং গরিবের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, সেই ব্যক্তির জীবনই সার্থক। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে আপন পরিবারের নিকট উত্তম।"

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
The TASTE OF Bangladesh Toronto
OPEN TO ALL
40TH FIFA FOBANA CONVENTION
EXCLUSIVE GRAND OPENING
TORONTO DON VALLEY HOTEL & SUITES
On Friday 8 Pm To 2 Am Nights
DATE : SEPTEMBER 04. 05 & 06 TH 2026
TORONTO-CANADA WILL CELEBRATE -2026
WITH THE TASTE OF BANGLADESH
VENUE : TORONTO DON VALLEY HOTEL & SUITES, 175 WYNFORD DR, NORTH YORK, ON M3C 1J3
VENUE : ON DANFORTH AVE. FROM BIRCHMOUNT RD TO KINGSTON RD, SEPTEMBER 05 & 06 SATURDAY & SUNDAY
HOST ORGANIZATION
BANGLADESH SOCIETY SC & TASTE OF BANGLADESH
OSAAC
GOLDEN AGE HOME CARE
PLATINUM & GRAND SPONSOR
সাপ্তাহিক আজকাল
MEDIA PARTNER
ATN BANGLA
MEDIA PARTNER
NANDAN
MEDIA PARTNER
নন্দন
MEDIA PARTNER

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN ★★ CDAA ★★

Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org

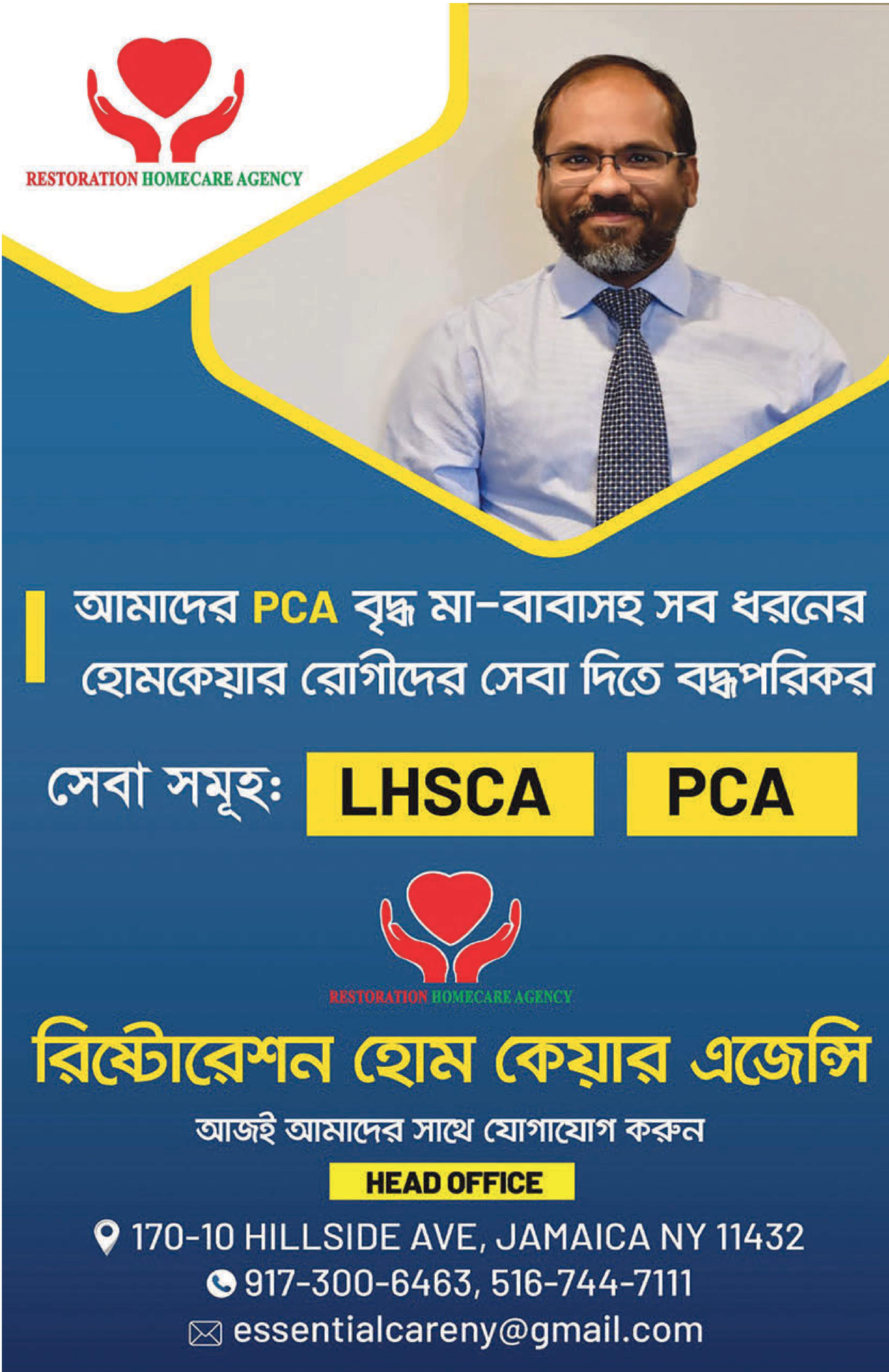
RESTORATION HOMECARE AGENCY
আমাদের PCA বৃদ্ধ মা-বাবাসহ সব ধরনের
হোমকেয়ার রোগীদের সেবা দিতে বদ্ধপরিকর
সেবা সমূহঃ
LHSCA
PCA
RESTORATION HOMECARE AGENCY
রিস্টোরেশন হোম কেয়ার এজেন্সি
আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
HEAD OFFICE
170-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA NY 11432
917-300-6463, 516-744-7111
essentialcareny@gmail.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
Thursday, 27 August 2026, 10th Year, Issue 493
বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট ২০২৬, ১২ ভাদ্র ১৪৩৩, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৯৩

সন্তানের সাথে দেখা হবে না দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত রাজুর

নিউইয়র্ক

নিহত রাজুর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর গ্রামে।

রুদ্র মাসুদ

ইউসুফ রাজু

সোনালী স্বপ্নকে মুঠোবন্দি করতে প্রায় তিন বছর পূর্বে একদিন পাড়ি জমিয়েছিলেন আটলান্টিকের পাড়ের স্বপ্নের নিউইয়র্কে। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে এসেছিলেন, কথা ছিল কাগজপত্র হলে ফিরবেন। একদিন স্ত্রী-সন্তানদেরও নিয়ে আসবেন তার কাছে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি মো. ইউসুফ রাজুর (৪৪)।

শনিবার দিবাগত রাতে পৌনে ১২টার দিকে নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের ইষ্ট নিউইয়র্কের ৮৪২ রকওয়ে অ্যাভিনিউস্থ কর্মস্থল পিজা-ফ্রায়েড চিকেনের আমেরিকান বেস্টউইং রেস্টুরেন্টে দুর্বৃত্তের গুলিতে প্রাণ হারান রাজু। এ সময় আহত হন তার অপর সহকর্মী মো. রাসেল।

নিহত রাজুর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর গ্রামে। আহত রাসেলের বাড়ি কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার বিপুলাশারের বড়কাছি গ্রামে। তিনি ব্রুকডেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত রাজুর মরদেহ বাংলাদেশে প্রেরণ করা হবে। সেখানে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হবে। ক্ষেত্রে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে জানা গেছে।

রেস্টুরেন্টের মালিক, সহকর্মী, রুমমেট ও পরিচিতজনদের সাথে কথা বলে জানা যায়, শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে রেস্টুরেন্টে কাজ করছিলেন মো. ইউসুফ রাজু ও মো. রাসেল। এ সময় রেস্টুরেন্টে অতর্কিতে গুলিবর্ষণ করে অজ্ঞাতনামা এক দুর্বৃত্ত। প্রথমে রাসেল পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। পরে রাজুকে গুলি করে চলে যায় সেই সন্ত্রাসী।

খবর পেয়ে এনওয়াইপিডির সেভেন্টি থার্ড প্রিসিংকট পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুইজনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী ব্রুকডেল হসপিটালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজুকে মৃত ঘোষণা করেন। বর্তমানে রাসেল সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে রেস্টুরেন্টে গুলিবর্ষণ এবং রাজুর নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে রাতেই সেখানে ছুটে যান বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনেরা। রোববার সকাল থেকেও পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও শোকার্ত মানুষের ভিড় ছিল রেস্টুরেন্ট ঘিরে। বর্তমানে রেস্টুরেন্টটি বন্ধ রয়েছে।

সহকর্মীরা আরও জানান, রাজু ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আইন অনুযায়ী তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং কাজ করার জন্য তার সকল বৈধ কাগজপত্র ছিল। তিনি ১২ বছর এবং আড়াই বছর বয়সী দুই কন্যাসন্তানের জনক। বাংলাদেশ থেকে আসার সময় তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ছোট মেয়ের জন্ম হয়।

রেস্টুরেন্টের মালিকদের একজন এবং নিহত রাজুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু একই গ্রামের আবদুল জলিল শিপন জানান, খবর পেয়ে সাথে সাথেই তিনি রেস্টুরেন্টে ছুটে আসেন এবং হাসপাতালে যান। পূর্ব থেকে কারো সাথে রাজু কিংবা অন্য কোনো স্টাফের সাথে কোনো বিরোধ ছিল না। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত করেছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ এবং রাজুর ব্যবহৃত ফোন নিয়ে গেছে পুলিশ। রোববার রাত পর্যন্ত কাউকে আটকের খবর তিনি পাননি।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

কানাডায় বাংলাদেশিদের ভাবমূর্তি

সুনামের পাশে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন

গোপেন দেব, মন্ট্রিয়ল, কানাডা

কানাডায় বাংলাদেশি কমিউনিটির দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনামের পাশাপাশি সাম্প্রতিক কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নতুন করে ভাবনার জন্ম দিয়েছে। দোকানে চুরি, পার্কে অপরিচ্ছন্নতা, অনুমতি ছাড়া ভিডিও ধারণ, জনসমক্ষে অসৌজন্যমূলক আচরণ কিংবা বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগ—এসব ঘটনায় অভিযুক্তের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও এর প্রভাব পড়ছে পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির ভাবমূর্তিতে।

মন্ট্রিয়লের একটি সুপারমার্কেটে চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একজন বাংলাদেশি কর্মীকে অনুবাদ করতে হয়। একইভাবে আরেক ঘটনায় বাংলাদেশি এক দম্পতির বিরুদ্ধেও পণ্য চুরির অভিযোগ ওঠে। এসব ঘটনায় দীর্ঘদিন কানাডায় বসবাসকারী বাংলাদেশিদের অনেকেই বিব্রত ও হতাশ।

টরন্টো, সাসকাটুনসহ বিভিন্ন শহরেও বাংলাদেশিদের কিছু আচরণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা হয়েছে। পার্কে ময়লা ফেলে যাওয়া, শিশুদের অনুমতি ছাড়া ভিডিও করা, জনসমক্ষে উচ্চস্বরে কথা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

ডলি পার্টনকে স্মরণ

ডলি পার্টন। জন্ম-১৯৪৬, মৃত্যু ২০২৬

কান্ট্রি মিউজিকের রানি ও মানবতাবাদী নায়িকার বিদায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

খুব সাধারণ ও দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে আমেরিকান সংগীতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন এবং দেশের অন্যতম দানশীল, জাতিকে ঐক্যবদ্ধকারী ও জনপ্রিয় তারকায় পরিণত হয়েছিলেন ডলি পার্টন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ন্যাশভিলে মারা গেছেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ডলি পার্টন ‘শান্তিপূর্ণ’ মৃত্যুবরণ করেছেন। এতে আরও বলা হয়, তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছোট পরিসরে একটি ব্যক্তিগত শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁর জনসংযোগ কর্মকর্তা মার্সেল প্যারিজো জানান, পার্টন সাহসের সঙ্গে অল্প সময়ের ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করার পর মারা গেছেন।

এই তারকা গত দুই বছর ধরে তাঁর বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে ২০২৫ সালের মার্চে তাঁর স্বামী কার্ল ডিন মারা যাওয়ার পর তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়টি সামনে আসে। চলতি বছরের শুরুর দিকে ভক্তদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় পার্টন বলেছিলেন, ‘যখন আমার স্বামী কার্ল খুব অসুস্থ ছিলেন—দীর্ঘ সময় ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন—তারপর যখন তিনি মারা গেলেন, তখন আমি নিজের যত্ন নিইনি। ফলে নিজের যে বিষয়গুলোর যত্ন নেওয়া উচিত ছিল, সেগুলোর অনেক কিছুই আমি অবহেলা করেছি।’

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

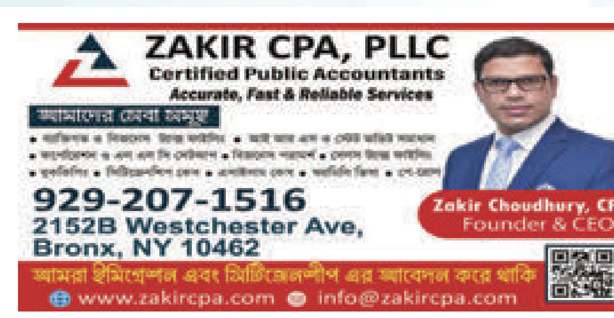

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: 718-308-5020, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com